বিমাতা

বা

বিজয়-বসন্ত।

(পারিবারিক নাটক)

(১১ই ভাদ্র শনিবার ১৩০০ সাল)

ষ্টার থিয়েটারে প্রথম অভিনীত।

কলিকাতা, ৭৯ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট হইতে

শ্রীঅমৃতলাল বসু কর্ত্তৃক

প্রণীত ও প্রকাশিত।

দ্বিতীয় সংস্করণ।

কলিকাতা

৩ নং ভীম ঘোষের লেন, গ্রেট ইডেন প্রেসে

ইউ, সি, বসু এণ্ড কোম্পানি দ্বারা মুদ্রিত।

সন ১৩০২ সাল।

মূল্য ৷৷৹ আনা।]   [ডাকমাশুল ⁄৹ আনা।

বিজয়-বসন্ত।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

অলিন্দ।

বিষণলাল ও কিষণলাল।

বিষণ। না হয় জনখেটে খাব, ভিক্ষা কোরে খাব, না খেয়ে মরে যাব, তবু এ রাজবাড়ীর চাকরি করবো না, বনে গিয়ে গাছ-তলায় থাকবো এ রাজ্যে বাস করবো না।

কিষণ। হয়েছে কি ?

বিষণ। এ পাপরাজ্যে মানুষে থাকে, যার গায়ে মানুষের চামড়া আছে, সে এ রাজবাড়ীতে চাকরি করে ? আমায় যে যা বলুক, আমি কথনও থাকবো না আজিশচল্লে যাব।

কিষণ। ব্যাপারটা হয়েছে কি খুলে বলেনা, খালি আপনা আপনি রেগে বকে মরে।

বিষণ। লাথি—আমায় লাথি—রাজবাড়ীর চাকরি করে ধলে আমাদের বাইরে পাঁচজনে মান্য কোরে থাকে,

বাড়ী চাকরি করাতো ইজ্জতের জন্যে, সেই ইজ্জতই যদি গেল তো চাকরিতে দরকার, এতবড় তেজ—কথায় কথায় পা ওঠান—লাথি!

কিষণ। কি লাথি, তোমায় লাথি, কে সে, কে মারলে?

বিষণ। আর কে, অত তেজ আর কার, যারে খেটে খেতে হয় না, মেগের ভাই অন্নদাস।

কিষণ। কি নূতন শালা দুর্ব্বুদ্ধি, হ্যাঁ তা সে পারে ব' তা এত দেশ থাকতে থামকা থামকা তোমার ওপর এত ে হ'ল কেন?

বিষণ। আর কেন, তার গুষ্টির পিণ্ডি চটকাইনি বলে, নরকের আগোড় ঠেলাঠেলি কচ্ছে, আমি তার সঙ্গে গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়িনি বলে, আমি ছাঁপোষা মানুষ, ছেলেপুলে নিয়ে ঘর করি, আমায় বলে কি না গয়াপ্রসাদের গাঁয়ে আগুণ ধরিয়ে দিতে, একবার আক্কেলটা দেখদেখি।

কিষণ। সেকি সেকি, গয়াপ্রসাদ সিংএর গাঁয়ে আগুন! অতি ভদ্রলোক তিনি, তাঁর সর্ব্বনাশ করা কেন?

বিষণ। আর কেন, দিন নাই দুপুর নাই, হরঘড়ি তাঁর কাছে গিয়ে দুহাজার দাও পাঁচহাজার দাও, কত তিনি যোগান দেন বল। ইয়ারকির টাকা জুটলোনা বলে দে তাঁর গাঁ জ্বালিয়ে, নরুকের নরুকে কাণ্ডে যোগ দিতে চাইনি, তাই আমাকে একবারে জুতোসুদ্ধ লাথি; আর মায়া দয়ায় কাজ নাই, রাজার মুখ চাওয়া ঢের হয়েছে, রাজবাড়ীর পোষাক পরা এই পর্য্যন্ত, আমি চল্লুম, লাথি খেয়ে যে থাকতে হয় সে থাকবে।

কিষণ। তা কি জান বিষণলাল, রাজা রাজ-কার্য্য ছেড়ে

অন্তঃপুরে ডেরা নিলেন, এদিকে শালা বোনের জোরে যা ইচ্ছে তাই কচ্ছে, এখনতো হবেই ঐসব।

বিষণ। উৎসন্ন গেল সব উৎসন্ন গেল, কিষণলাল সর্ব্বনাশ হ'ল!

কিষণ। চুপ্ চুপ্—আস্তে আস্তে।

বিষণ। কিসের আস্তে আস্তে, চাকরির মায়াতো ত্যাগ করেছি, আমি কারুকে ভয় করে বলছিনি; যে ছোটরাণীর চর ক শুনুকনা কেন, তিনি নিজেই শুনুননা কেন; ভয়ে গুজু গুজু কোরে ক্রমে যতদূর বাড়বার বেড়ে উঠেছে, রাজপুরে রাক্ষসী ঢুকেছে, ডাকিনী এসে রাজার কাঁধে চেপেছে, সিংহাসনের উপর দে শিয়াল দৌড়ুচ্ছে, চাঁদোয়ায় চামচিকে ঝুলছে, ছাতার উপর পেঁচা ডাকছে, খালি ছোটরাণী আর তাঁর নরুকে ভাই দুর্ব্বুদ্ধির লাফালাফি পড়েছে, আর সবার মুখ অন্ধকার, সবার চোখে জল, মন্ত্রী মহাশয়ের মুখের দিকে আর চাওয়া যায় না।

কিষণ। কি জান ভাই, এখন কারও মুখের দিকে চেয়ে কাজ নাই, যে যার আপনার মুখের দিকে চাও; সিংহাসনের উপর দিয়ে শিয়াল ছুটছে বলছ—আজ চারপেয়ে শিয়াল, কাল না হয় দুপেয়ে শিয়াল দুর্ব্বুদ্ধি বসবে। শালাই যদি সিংহাসনে বসলো তা আমরা শালারাই বা ফাঁকি পড়ি কেন; জুচ্চুরিও নয়, নেমকহারামিও নয়, মহারাজ সখ কোরে সিংহাসন ছেড়ে দিলেন, দুদিন রয়ে দেখনা, কার বরাতে কি আছে বলা যায় কি, কি জানি তোমায় আমায় যদি শ্বেতহস্তী শুঁড়ে করে সিংহাসনে বসিয়ে দেয়।

বিষণ। কিষণলাল তুমি থাম, ঠাট্টা তামাসা এ সময় ভাল লাগেনা, ছারখার গেল রাজ্য ছারখার গেল, ও কে আসে!

(শীতলরায়ের প্রবেশ)

শীতল। আজ যা হয় একটা নিষ্পত্তি করে তবে যাব।

বিষণ। কে মহাশয় আপনি?

শীতল। চম্পায়নের তালুকদার, নাম শীতলরাও, রাজ-সাক্ষাৎ করবো, বিশেষ প্রয়োজন।

বিষণ। অপেক্ষা করুন, মন্ত্রী মহাশয় এখনি আসবেন, মহারাজ এখন দরবারে নাই।

শীতল। আচ্ছা এখন না হয় অপরাহ্লে, অপরাহ্লে না হয় কাল, কাল না হয় পরশু, যতদিন না রাজ-সাক্ষাৎ পাই ততদিন এই দেউড়িতে পড়ে থাকবো, একটা নিষ্পত্তি না করে আমি যাচ্ছিনা।

বিষণ। কি মহাশয় কি হয়েছে?

শীতল। জয়পুর রাজসংসারে যা কখন হয় নাই তাই হয়েছে আর কি হবে; অত্যাচার—অত্যাচার, মূর্খ আধুনিক লম্পট পাষণ্ডদিগের অত্যাচার।

(সুমন্ত্রের প্রবেশ)

সুমন্ত্র। একি একি, শীতলরায় মহাশয় যে, আসতে আজ্ঞা হয়, আসতে আজ্ঞা হয়।

শীতল। মন্ত্রী মহাশয় প্রণাম, মহারাজ কোথায়? আমায় রাজ-সাক্ষাৎ করিয়ে দিন।

সুমন্ত্র। আজ্ঞা মহারাজের শরীর অসুস্থ, তিনি অন্তঃপুরে আছেন।

শীতল। অন্তঃপুরে আছেন, প্রজা রক্ষণের ভার কার উপর দিয়েছেন? প্রজা পীড়নের ভারতো শ্যালক কুলকলঙ্ক দুরাত্মা দুর্ব্বুদ্ধির উপর পড়েছে দেখতে পাচ্ছি।

সুমন্ত্র। মহাশয় স্থির হ'ন স্থির হ'ন, কি হয়েছে শুনছি। (ভৃত্যদের প্রতি) তোমরা ভিতরে যাও।

কিষণ। শুনছ, মামুজী আবার কি কারখানা করে বসেছে।

বিষণ। সর্ব্বনাশ করলে সর্ব্বনাশ করলে!

[উভয়ের প্রস্থান।

শীতল। মন্ত্রী মহাশয়, মহারাজ কবে দরবারে আসবেন, তাঁর সাক্ষাৎ আমার বিশেষ প্রয়োজন।

সুমন্ত্র। তাতো—তাতো ঠিক, এখন বলতে পাচ্ছিনি, শরীর অসুস্থ, মহারাজ এখন প্রায়ই অন্তঃপুরে অর্থাৎ তিনি এখন আর দরবারে বড় বসেন না।

শীতল। তবে কি মহারাজ আজকাল সর্ব্বদা অন্তঃপুরেই থাকেন, তবে আর এ সব অত্যাচার হবেনা কেন।

সুমন্ত্র। তা নয় তা নয় অসুস্থ অসুস্থ, চিত্তবিকার, তা আপনি এখন আসুন বিশ্রামাদি করবেন; কি আবেদন আমায় বলুন দেখি, আমি কিছু করতে পারি কি না।

শীতল। বুঝেছি, আর বিশ্রামও কর্ত্তে হবেনা আবেদনও শুনতে হবেনা, কারাধ্যক্ষকে ডাকুন আমায় বন্দী করুক।

সুমন্ত্র। সেকি সেকি, মহাশয় কি বলেন!

শীতল। দুদিন বাদেতো সেই পদাতিক পাঠিয়ে বেঁধে আনবেন, তা আর অপমানটা কেন আপনিই এসেছি।

সুমন্ত্র। মহাশয় ওকি কথা বলেন, আপনি মহারাজের একজন সম্মান্য তালুকদার।

শীতল। আর সম্মান্য তালুকদার, রাজার রাজস্ব না দিতে পারলে তো আর তালুকদারের সম্মান নাই; আগামী চৈত্র পূর্ণিমায় রাজস্ব দাখিল করবার দিন, একটী কপর্দ্দকও আদায় নাই, রাজশ্যালক দুর্ব্বুদ্ধির প্ররোচনায় প্রজারা সব বিদ্রোহী হয়েছে।

সুমন্ত্র। বটে বটে তা আমি ছোটরাণী-মার কাছে সংবাদ—না না—মহারাজকে নিবেদন কোরে—না হয়—আমি নিজেই এর একটা বিহিত করছি, দুর্ব্বুদ্ধির অল্প বয়েস কিছু অস্থিরচিত্ত, তা আপনি চিন্তিত হবেন না, আজ বিশ্রাম করুন, রাজবাটীতে আতিথ্য গ্রহণ করুন, কাল প্রাতে সরকার হ'তে একজন তহশীলদার আর জনকতক পদাতিক আমি পাঠিয়ে দিব, সব ঠিক হয়ে যাবে। কে আছ ওখানে!

(কিষণলালের প্রবেশ)

কিষণ। আজ্ঞা করুন।

সুমন্ত্র। তুমি রায়সাহেবকে সঙ্গে নিয়ে লালকুঠিতে যাও, চৌবেজীকে বলো ইনি একজন প্রধান তালুকদার, আজ রাজবাটীর অতিথি। মহাশয় এঁর সঙ্গে গমন করুন।

শীতল। আচ্ছা মহাশয় দেখুন যা ভাল হয়, প্রণাম।

[কিষণ ও শীতলরায়ের প্রস্থান।

সুমন্ত্র। হা অদৃষ্ট হা অদৃষ্ট! এই বৃদ্ধ বয়সে কত মিথ্যা কথাই বলতে হচ্ছে; নবীনা কামিনীর কমনীয় কান্তিতে ও মোহিনী মায়ায় মুগ্ধ হয়ে মহারাজ দিবানিশি অন্তঃপুরে বিলাস-

ভবনে বিরাজমান, প্রজাগণ রাজ-দর্শনের জন্য সতত লালায়িত। চিরদিন তারা সভা সমারোহে জয়ধ্বনী কোরেছে, সাক্ষাতে সিংহাসনের পদতলে আপনাদের দুঃখের আবেদন প্রদান করেছে, আজ বিপরীত ব্যাভারে তাই তারা অসন্তুষ্ট; অসুস্থ অসুস্থ বলে আর কত দিন তাদের আমি মিথ্যা প্রবোধ দিব। হা পুরোহিত মহাশয় তুমি কি সর্ব্বনাশ করলে! মহারাজের এ বয়সে কোনমতেই দ্বিতীয় দ্বার-পরিগ্রহের ইচ্ছা ছিলনা, দক্ষিণা লোভী যাজক ব্রাহ্মণ কেন এ অনর্থ ঘটালে! সোণার সংসারে গরলের বাতী জ্বেলে দিলে! আহা রাজকুমারদ্বয়—

(শান্তার প্রবেশ)

কি শান্তা তুমি এখন এখানে যে!

শান্তা। মন্ত্রী মহাশয়, মহারাজ কোথায় অন্তঃপুরে? উপায় বলুন, বিজয়-বসন্তকে তো আমি আর কোনমতে স্থির রাখতে পারিনি, তারা রাজবাড়ীতে আসবার জন্যে, মহারাজকে দেখবার জন্যে অধৈর্য্য হয়েছে।

সুমন্ত্র। শান্তা তুমি কি না জান, এর উপায় আমি তোমায় কি বলবো, কুমারেরা তোমায় জননীর ন্যায় দেখেন, তোমার কথার অবাধ্য তাঁরা কখনও নন, দিন দিন যেরূপ ব্যাপার গুরুতর দেখছি, মহারাজের চিত্ত যেরূপ ক্রমশঃ কুটীলজালে আবদ্ধ হচ্ছে, তাতে আমার পরামর্শে কুমারদ্বয়ের রাজবাটীতে প্রবেশ না কোরে শিক্ষা-ভবনে থাকাই মঙ্গল।

শান্তা। সেকি মন্ত্রী মহাশয়, তবে কি বাছারা আমার একবারে পর হয়ে গেল; তাদের রাজ্য, তাদের ঐশ্বর্য্য, তাদের ঘর একজন পরের মেয়ে এসে দখল করলে! ছেলে হয়ে বাপকে

দেখতে পাবেনা, বাপের কাছে থাকতে পাবেনা, শত্তুরমুখে ছাই দে বিজয় আমার ক্রমে বড় হয়ে উঠলো, জ্ঞান হচ্ছে, একটু একটু সব বুঝতে পাচ্ছে, সে কি মনে করে বলুন দেখি? আর বসন আমার দুধের বাছা, তার এখন কত আবদার, মা নেই, বাপ ত্যাগ করলে? তার সেই আদরের আবদার এখন আর কার কাছে করবে।

সুমন্ত্র। জগদীশ্বরের হাত শান্তা জগদীশ্বরের হাত, মঙ্গলময় এখন মহারাজের সুমতি না দিলে কোন উপায়ই নাই; বৃদ্ধ বয়সে এই ইন্দ্রিয় লালসার পরিণাম, আমি কেবল বিপুল বিপদেরই সমাবেশ দেখছি।

(কিষণলালের প্রবেশ)

কিষণ। মন্ত্রী মহাশয় আপনাকে একবার কষ্ট কোরে শীগ্‌গির আসতে হবে।

সুমন্ত্র। কেন কেন কোথায় কি হয়েছে!

কিষণ। দুর্ব্বুদ্ধি মহাশয়—

শান্তা। ছোটরাণীর ভাই!

সুমন্ত্র। হ্যাঁ, পাপের উপর পাপ; আবার সে করেছে কি?

কিষণ। রাধাবল্লভজীর বাড়ী গিয়ে তিনি মহা উৎপাত কচ্ছেন, ভাণ্ডারী পূজারী টহলদার সকলকে মারতে যাচ্ছেন, ভাণ্ডারের চাবি কেড়ে নিয়েছেন, বলছেন অতিথ-সেবা বন্ধ, মুষ্ঠি-ভিক্ষা বন্ধ; বলেন এসব বাজে খরচ, এই করে রাজ্য ছারখার গেল, কাঙ্গালীরা মহা হল্লা করছে, তিনি ছাদের উপর থেকে সকলকে পাথর ছুঁড়ে মারছেন।

সুমন্ত্র। অনেক দিন এ সংসারে আছি, পুরুষানুক্রমে এ

রাজ্যের অন্নে প্রতিপালিত, মহারাজ জয়সেনের চরিত্র মূলে অতি মহৎ, নইলে এতদিন তীর্থবাস কর্ত্তেম তীর্থবাস কর্ত্তেম।

কিষণ। দাসের প্রতি কি আজ্ঞা মন্ত্রীবর!

সুমন্ত্র। চল দেখিগে রাধাবল্লভজী কি করেন!

শান্তা। মন্ত্রী মহাশয় আমি এখন করি কি?

সুমন্ত্র। ভগবানকে ডাক শান্তা, বিপদভঞ্জন মধুসূদনকে ডাক।

[মন্ত্রী ও কিষণলালের প্রস্থান।

শান্তা। দয়াময় হরি এখন আমি কি করি, বড়রাণী মৃত্যু-শয্যায় কুমার দুটীকে আমার হাতে হাতে সঁপে দিয়ে গেছেন। আহা! বাছারা আমার মুখেরদিকেই চেয়ে থাকে, মায়ের কোল পেলেনা, কোথা থেকে সর্ব্বনাশী ডাকিনী এসে বাপের কোল থেকে বাছাদের বঞ্চিৎ কল্লে! আমি কত আর ভুলিয়ে রাখবো কি করে ভুলাব।

(রাজার প্রবেশ)

রাজা। কি চাই কি চাই, কে জানে প্রাণ কি চায়, সকলই তো আছে অথচ যেন কি নাই কি নাই! রাজ-কার্য্য রাজ-কার্য্য কোরে মন্ত্রী সততই বিরক্ত করেন, কেন এতকাল তো আমি স্বয়ং সমস্ত কাজ দেখলেম, এখন কোন প্রকারে কি মন্ত্রী কার্য্য চালাতে পারেন না; না হয় আমি কিছুদিন আরাম কল্লেম। আরাম আরাম! প্রিয়তমার সুকোমল হৃদয়ই আমার আরামের স্থান, সেই মোহিনী মাধুরী দিবানিশি দেখছি তবু কেন পিপাসা মেটেনা, যে আরাম চাই সে আরাম কেন পাইনা! কি, বয়েস হয়েছে বলে এতই কি বৃদ্ধ হয়েছি যে প্রাণে আমার প্রিয়তমার প্রণয় উপভোগের ক্ষমতা নাই।

শান্তা। ও কে ও মহারাজ না, তাইতো, মহারাজ!

রাজা। কি আজ্ঞা প্রাণেশ্বরি!

শান্তা। মহারাজ আমি শান্তা।

রাজা। অ্যাঁ প্রিয়তমে, না না—কেও—অ্যাঁ শান্তা—শান্তা তুমি এখানে, শান্তা তুমি এখানে!

শান্তা। কেন মহারাজ আমারও কি এ পুরীতে আসতে মানা আছে?

রাজা। না না তা নয়, তবে তুমি কুমারদের ছেড়ে এসেছ তাই—তাই বলছি।

শান্তা। মহারাজ দাসীর অপরাধ নেবেন না, কুমারদের কথা কি আপনার এখনও স্মরণ আছে?

রাজা। সেকি সেকি, স্মরণ থাকবেনা কেন! তারা বেশ ভাল আছে তো, লেখাপড়া শিখছে তো, মাসিক বৃত্তি যা ধার্য্য কোরে দিয়েছি নিয়মিত পাচ্ছে তো?

শান্তা। আজ্ঞা হ্যাঁ, রাজসংসারে আর পাঁচজনেরা যেমন খেতে পরতে পায় কুমারেরাও তেমনি খেতে পরতে পাচ্ছে বটে, কিন্তু রাজার ছেলে হয়ে তারা রাজবাড়ীতে আসতে পায়না, বাপ থাকতে তারা বাপকে দেখতে পায়না, মাতৃহীন বিজয়-বসন আমার বাপেরও পর হয়ে রয়েছে।

রাজা। না না পর কেন শান্তা, তবে কি জান এখানে দেখে শুনে কে; ছোটরাণী ছেলেমানুষ, আর আমার এই বৃদ্ধকাল—না না—তা না, তবে কিনা অনেক পরিশ্রম করেছি এখন একটু আরাম চাই আরাম চাই, তা তুমি এখন যাও, আমায় আবার অন্তঃপুরে যেতে হবে, এতক্ষণ বোধ হয় ছোটরাণীর স্নানাদি হয়ে গেছে।

শান্তা। মহারাজ, কুমারদের শুভাশুভ দুটো কথা শোনবারও কি আপনার সময় নাই।

রাজা। আছে বইকি আছে বইকি, এইতো সব শুনলেম, কি জান শান্তা, আমি না কাছে থাকলে ছোটরাণীর ভাল কোরে খাওয়া টাওয়া হয় না, এখানে তাঁর মা নাই বাপ নাই, আমি না দেখলে কে দেখবে বল, তুমিতো সব বোঝ শান্তা।

(একান্তে দুর্লতার প্রবেশ)

দুর্লতা। কোথায় গেল রাজা, বুড়োমড়া নড়েচড়ে আবার হুট হুট কোরে বাইরে আসে কেন; ওমা, ঐ না কার সঙ্গে কথা কচ্ছে, শান্তা আবাগী না, কি ফুশুর ফুশুর কথা হচ্ছে, রসতো একটু আড়াল থেকে শুনি। (অন্তরালে অবস্থান)

রাজা। তা শান্তা তুমি দাঁড়িয়ে কেন আর যাও, কি জান এতক্ষণে তাঁর স্নানাদি হয়েছে, জলটল না খেলে আবার হয়তো অসুখ করবে, আমি যাই।

শান্তা। যাবেন মহারাজ, কিন্তু একদিন বড়মার বড় আদরের দাসী ছিলুম আপনিও স্নেহ কত্তেন, আপনার ছেলেদের কোলে কোরে মানুষ করেছি, এখনও তারা শান্তাদিদি বই আর জানেনা, সেই জোরে জিজ্ঞাসা করি যে ছোটরাণীর জল খেতে একটু বিলম্ব হবে বলে আপনি এত ভাবিত হচ্ছেন, একতিল না দেখে আকুল হচ্ছেন, আর আপনার নিজের ছেলেদের, বংশের দুলালদের বড়মার শেষ চিহ্নিতদের দেখবার জন্যে মনে কি একটু-মাত্র ইচ্ছা হয় না? আহা! যাদের রূপ দেখলে চোখ ভুলে যায়, কথা বলে কাণে সুধা ঢেলে দেয়, কোলে নিলে বুক জুড়িয়ে যায়, মহারাজ কোন্ প্রাণে সেই ননীর পুতুল ছেলেদের ভুলে আছেন।

রাজা। তাইতো তাইতো কি করি, কত দিন দেখবো দেখবো মনে করি কিন্তু অবসর পাইনা, আমার প্রাণের ভিতর কি হয়েছে শান্তা আমি বুঝতে পারিনি, তা আজ তুমি যাও, এর পর আর একদিন এস যা হয় বিবেচনা করবো, আজ আমার মন স্থির নাই, অনেকক্ষণ দেখিনি অনেকক্ষণ দেখিনি—ওহো প্রাণেশ্বরি—কি মাধুরী!

শান্তা। না মহারাজ, যখন আপনার সাক্ষাৎ পেয়েছি কখনই ছাড়বনা, আমি এখনি বিজয়-বসন্তকে এনে আপনার কোলে দিই, একদিন বিজয় যে সিংহাসনে বসবে তাকে সেই সিংহাসন দেখান; বসন আমার দুধের বাছা বাপের কোলে যাবার জন্যে সে চোখের জল ফেলে কাঁদতে থাকে, একবার কোলে নিয়ে তাকে আদর করুন।

দুর্লতা। আমর মাগী, বড় বাড়াবাড়ি দেখতে পাই যে, আদর করাচ্ছি এই।

শান্তা। আজ্ঞা করুন মহারাজ, আমি বাছাদের আনি।

রাজা। না না শান্তা, না না আজ না—এখানে না, কি জান কি জান এখানে ওসব গোলোযোগে কাজ নাই। হৃদয়েশ্বরী—আমার এই ছোটরাণী নিজে অতি ভাল লোক, তাঁর প্রাণ প্রেমে—এই স্নেহে ভরা, তবে কি—পাঁচজন পাঁচ রকম আছে ছেলেপুলের হাঙ্গাম কাজ কি কাজ কি!

দুর্লতা। বুড়োমড়া পাঁচজন বুঝি দুর্লতা, আমর—আমি তোর শয়ে কবে আগুন দিয়েছি।

রাজা। বুঝলে শান্তা বুঝলে?

শান্তা। সব বুঝেছি মহারাজ সব বুঝেছি, আর আমি

এখানে তাদের আনবার কথা বলবো না, কিন্তু দাসীর একটী কথা রাখুন, এই আপনার পায়ে লুটিয়ে পড়ছি, একটী ভিক্ষা দিন, একবার আপনি নিজে শিক্ষা-বাড়ীতে গিয়ে বাছাদের দেখা দিয়ে আসুন; বিজয়ের জ্ঞান হয়েছে, বুদ্ধি হয়েছে, সে মনের দুঃখ মনে চেপে রাখতে শিখেছে, কিন্তু বসনের কান্না যে আমি কোনমতে থামাতে পারিনি, সে বাবা বাবা কোরে কেঁদে আকুল হয়, আমি কাল কাল কোরে আর কত টাল দিয়ে রাখবো? মহারাজ! বড় মার নাম কোরে আমি আপনার পায়ে ধরে কাঁদছি, একবার চলুন, একবার তাদের কোলে নিয়ে দুটো মিষ্টি কথা বলে ভুলিয়ে আসুন।

রাজা। একবার—একবার যাওয়া, শিক্ষা-বাড়ী—এখান থেকে কতদূর যাওয়া আসা? সেখানে দুটো কথাও কইতে হবে, কত দেরি হবে? উঃ বিস্তর বিলম্ব হবে, ততক্ষণ প্রেয়সী আমার একলা থাকবে। আহা! বালিকা বালিকা, অতি কোমল। না শান্তা, আমি যেতে পারবো না, তুমি যেমন কোরে হয় তাদের ভুলিয়ে বলো—আমার শরীর অসুস্থ।

শান্তা। এ কথা শুনলে মহারাজ, তারা আরও ব্যাকুল হবে, মানা মানবে না, জোর কোরে ছুটে আপনাকে দেখতে আসবে।

রাজা। তবে কি হবে, শান্তা, উপায় বল, এ বয়সে আমার সেবা যত্ন করবার প্রিয়তমা বই আর কেউ নেই, আমি কেমন কোরে তারে তাচ্ছল্য করি?

শান্তা। আপনি কি সেই মহারাজ জয়সেন! কুহকিনীর কি কুহক! প্রভু, আজ দু বৎসর যে বিজয়-বসনের মুখ দেখেননি, তারা না আপনার নয়নের মণি? দু বৎসর আজ সেই মণি দুটী

নয়নের অন্তরালে, কি কোরে আপনি প্রাণ ধরে আছেন? কি কোরে দেখতে যাব না বলছেন? দু বৎসর পরে এক দিন এক দণ্ডের জন্য আপনার সন্তানদের দেখতে গেলে কি, কাকে অবহেলা করা হয়! আশ্চর্য্য তাঁর অভিমান, আশ্চর্য্য তাঁর বিষবাণ, আর আশ্চর্য্য আপনার ভয়, আশ্চর্য্য আপনার প্রাণ!

রাজা। শান্তা, ভৎর্সনা করো না, কি জানি কেন সকলেই আমায় ভৎর্সনা করে, সাম্নে না করুক, আড়ালে করে, আমি সব বুঝতে প্যারি। কেন? আমি করেছি কি, হয়েছে কি? এতকাল পরিশ্রম কল্লেম, একটু আরাম করবো না? একজন যদি প্রাণ দিয়ে আমায় ভালবাসে, আমি একটু কাছে থাকলে যদি সে সুখী হয়, তা থেকে তার ধার একটু সুধবো না? আমি পুরুষ মানুষ, এই বয়স, ছেলে মানুষ করা কি আমার কাজ?

শান্তা। মহারাজ, ক্ষমা করুন, আমি আপনাকে ভৎর্সনা করবার কে, বড় মার শেষ সময় মনে কোরে আপনার ছেলেদের মুখ চেয়ে মনের দুঃখে কি বলে ফেলেছি, আমায় ক্ষমা করুন; দাসীকে ভিক্ষা দিন, একবার চলুন তাদের দেখা দে আসবেন, বিজয় মুখখানি চূণ কোরে থাকে, বসন চোখের জলে বুক ভাসিয়ে বাবা বাবা বলে কাঁদে, আমার বুক ফেটে যায়, আমি আর দেখতে পারিনি।

রাজা। আচ্ছা শান্তা যাব যাব, কিন্তু আজ না, আর এক দিন সুযোগ বুঝে, মধ্যাহ্ন সময়ে প্রিয়তমা নিদ্রা গেলে, তাকে ঘুম পাড়িয়ে, গোপনে যাব, যাব আর আসবো।

(দুর্লতার প্রবেশ)

দুর্লতা। মহারাজ না কি কোথায় যাবেন? তা মরুকগে

যেথায় হ'ক যান, যাবার আগে রাণী মার সঙ্গে একবার দেখা কোরে যাবেন, তাঁর কি একটা কথা আছে আপনাকে বলবেন।

রাজা। অ্যাঁ অ্যাঁ, দুর্লতা কোত্থেকে!

দুর্লতা। এই আপনাকেই খুঁজছি, রাণীমা কখন স্নান কোরে উঠেছেন, মুখে জলরত্তি দিতে পাননি, মাথার পিত্তি পায়ে পড়েছে, তা আপনার তো আর দেখা পাবার যো নেই, আবার শুনতে পাচ্ছি পুরী ছেড়ে কোথায় যাচ্ছেন।

রাজা। অ্যাঁ অ্যাঁ, না না—কোথায় যাব, আমি কোথায় যাব?

দুর্লতা। কোথায় কোন্ চু—কোথায় যাবেন তা আমরা কি কোরে জানবো, তবে যদি তাই যান, বাপ মা ভাসিয়ে দেছে, গরীবের মেয়ের একটা যা হয় বন্দোবস্ত করে যাবেন।

রাজা। ছি ছি দুর্লতা, এমন অলক্ষণের কথা মুখে এনো না, আমি কোথায় যাব? প্রাণেশ্বরীকে তিলমাত্র ত্যাগ কোরে কি আমার কোথাও যাবার শক্তি আছে?

দুর্লতা। তিলমাত্র না থাকে, তালমাত্র তো আছে, তা এখন একবার ভাল মানুষের মেয়ে পিত্তিপড়ে মারা যেতে বসেছে, দেখবার অবসর হবে কি? না ঐ বড়াইবুড়ী মৌটুস্কী দাঁড়িয়ে আছেন, ওঁর সঙ্গ নেবেন? যা ভাল বোঝেন করুন, আমি চল্লুম, দেখিগে ভাল মানুষের মেয়ে এতক্ষণ আছে কি নেই।

[দুর্লতার প্রস্থান।

রাজা। অ্যাঁ সে কি! প্রিয়তমা আমার অসুস্থ! প্রাণেশ্বরি, নয়নের মণি, হৃদয়ের আলো, তুমি পীড়িত! আমার মাথা ঘুরছে; আমি আর দাঁড়াতে পাচ্ছিনে, আমি আর নেই—নেই।

(গমনোদ্যোগ)

শান্তা। মহারাজ বিজয়-বসন—

রাজা। না শান্তা, আমার কেউ নেই, কারেও চাইনি। প্রেয়সি! প্রেয়সি!

[প্রস্থান।

শান্তা। কি সর্ব্বনাশ! মহারাজ একেবারেই পাগল! হা রে মেয়েমানুষ, হা রে তোর রূপ যৌবন, তোর অসাধ্য কিছুই নেই। বাছা বিজয়, বাছা বসন, যমকে দিয়ে মাকে হারিয়েছিস, সাপিনীকে দিয়ে বাপকেও হারালি, আরও কতদূর হবে কে জানে!

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

দুর্জ্জয়ময়ীর কক্ষ।

দুর্জ্জয়ময়ী।

দুর্জ্জয়। তা যে যা বলুক, ও প্রণয় ট্রণয় প্রেম ট্রেম আমি বুঝিনি, মনের মিল, প্রাণের ভালবাসা, ওগুলো বাজে কথামাত্র। প্রাণ দিয়ে প্রাণ বিনিময় সে আবার কি, তাতে আবার সুখ কি, কে জানে! বৃদ্ধস্বামী না হ'লে কি এ জোরটুকু খাটে, এতটা আদর ঘটে, এমন গরব চলে, যা বলছি তাই শুনছে, যা মনে করছি তাই হচ্ছে, রাতদিন চোখে চোখে রেখেছি, সদা পায়ে পায়ে ফিরছে; দরবার তো আমার ঘর, সিংহাসন তো আমার পালঙ্ক; সুমন্ত্র নামে মন্ত্রী, শাসনের ভার, আদায়ের ভার ফলে সব দাদার ওপর, এ সুখের বদলে মনের মিল নিয়ে কি আমি ধুয়ে খেতুম; এক দুঃখ—একটী আমার ছেলে হ'ল না, হবার আর

আশাও নেই। বৃদ্ধ রাজা আর কতদিন? তাই এক একবার ভাবি পরে কি হবে, ছুটো সতীন-কাঁটা আছে, পর কোরে রেখেছি, তবু আছে, শাস্ত্রমতে সিংহাসন বিজয়ের, হ'ক, হ'ক, আমি যে কৌশল কোরে রেখেছি, রূপের ফাঁদে বুড়োকে যেরূপ আটকে ফেলেছি, অতি অল্প দিন, অতি অল্প দিন, রাজা নিজেই আমার হাততোলায় থাকবে; দাদাকে উপলক্ষ্য রেখে সব নিজের হাতে নেব, কে সিংহাসন দাবি করে দেখি। কি লো ছুলি, অমন ফুস্কোমুখী যে?

(দুর্লতার প্রবেশ)

দুর্লতা। ফুস্কোমুখীই হই আর উস্কোমুখীই হই, সে তোমারি জন্যে—তোমারি ভাবনায়—তোমারি ভালর চেষ্টায়, নইলে আমার আর কে আছে?

দুর্জ্জয়। কেন কেন? কি হয়েছে? রাজা কোথায়?

দুর্লতা। আর রাজা কোথায়, রাজা চল্লো।

দুর্জ্জয়। চল্লো কিলো, সে কি! সর্ব্বনাশ! এর মধ্যে কি হ'ল!

দুর্লতা। ওগো মরছে না গো মরছে না, যমের বাড়ী যাবার কথা বলিনি, তা মিনষেকে আঁতুড় ঘরে আকন্দ-ডাল মুড়ি দিয়েছিল, এমন হেজেলদাগা যে, তোমায় লিখেপড়ে দে মরবে।

দুর্জ্জয়। ও কি কথা ছুলি!

দুর্লতা। সত্যি কথা বলি। ছুলির পেটে একখানা মুখে একখানা নেই; কেন, কিসের জন্যে, কত সোণারচাঁদ সোণার-চাঁদ রাজপুত্তুর তো ছিল, সবাইকে ঠেলে বুড়োর গলায় মালা দেওয়াই বা কেন? যদি রাজ্যি ঐশ্বয্যই বা না পাবে, সব্বে সব্বাই বা না হবে, আপনার পাঁচ জনের ভালই না করতে পারবে—

দুর্জ্জয়। যাক সে কথা এখন থাক, এখন রাজার কথা কি বলছিলি শীগ্‌গির বল।

দুর্লতা। আর কি বলবো, রাজা চল্লো, সেজেগুজে ছেলে আনতে চল্লো ; বাপ বাপ ! সতীন কি বালাই, মাগী মরেছে চুলোয় গেছে, তবু দুটো কাঁটা রেখে গেছে, আবার কাঁটার ওপর কাঁটা মন্ত্রী নচ্ছারণী শান্তি। তোমার ঘরে উঁকি মেরে দেখি মিন্‌ষে নেই, আবার বার মহলে গিয়ে দেখি না শান্তি আবাগীর সঙ্গে কি ফুশুর ফুশুর হচ্ছে, আড়াল থেকে শুনলুম যে, রাজা নিজে সেজে গুজে শিক্ষেবাড়ী যাবেন, ছেলেদের কোলে কোরে আনবেন, বড়টীকে সিংহাসনে বসাবেন, ছোটটীকেও কোথাকার রাজ্যিপাট দেবেন, আর তোমার ভাগ্যে মাথা মুড়িয়ে ঘোল ঢেলে বনবাস, নয় হেটে কাঁটা ওপরে কাঁটা দিয়ে অন্দরেতে গোর। মানা করি, একশোবার মানা করি যে, মিনষেকে ছেড়ো না, চোখের আড়াল করো না।

দুর্জ্জয়। তুই কি বলিস দুলি! চোখে চোখেই তো রেখেছি, নাইতে খেতেও কি নড়বো না ?

দুর্লতা। এইতো নাওয়া খাওয়া বেরিয়ে গেল, সে দুছোঁড়া এসে বাড়ী দখল কোরে বসলে তুমি আর কিসের মধ্যে থাকবে ? হাজার হ'ক ছেলে, আড়ালে আড়ালে আছে এক রকম আছে, রাতদিন চোখে চোখে থাকলে আর কি রক্ষে থাকবে, মায়া হবেই হবে, তখন কি তোমার পানে রাজা আর ফিরে চাবে।

দুর্জ্জয়। চুপ্ কর্ দুর্লতা, তুই কি আমার চিনিসনে, ছেলেবেলা থেকে তেজ দেখে বাপ মা নাম রেখেছিল দুর্জ্জয়ময়ী, আমি দুর্জ্জয়ময়ী নামেও, দুর্জ্জয়ময়ী কর্ত্তব্যেও। মনে করেছিলেম

কিছু বলবো না, খাচ্ছে দাচ্ছে এক পাশে পড়ে আছে থাক; প্রাণে হন্তারক হ'ব না, তা আমায় ভাল থাকতে দিলে কৈ, পাঁচ শত্রুরে ভাল থাকতে দিলে কৈ? এত বাড়াবাড়ি, পুরীতে এনে সিংহাসনে বসান; একবার আমায় বলা নেই, আমার হুকুম নেওয়া নেই, দেখবো দেখবো দেখবো! এতদিন নিজমূর্ত্তি ধরিনি, আজ থেকে ধরবো, দেখ দুর্লতা, দুর্জ্জয়ময়ী কি কাণ্ড করে।

দুর্লতা। মা আমার, মা আমার, সোণার লক্ষী মাটী আমার, দেখদেখি এইতো চাই এইতো চাই, নাও গহনা গাঁটি-গুলো ছড়িয়ে ফেলে দাও, চুলগাছটা এলিয়ে দাও, একখানা খড়মড়ে কাপড় নিয়ে মুখটো খানিক রগড়াও, রগড়ে ভূঁয়ে আছাড় খেয়ে পড়ে থাক, আমি মিনষেকে তোমার নাম কোরে ভয় দেখিয়ে এসেছি, এখনি আসছে ছুটে; বিজে বসনাকে কেটে রক্ত এনে দেখাবে তবে কথা কবে।

দুর্জ্জয়। না না দুর্লতা, মানের পালা নয়, হাসিমুখে কাজ হাসিল করবো, রাজা নিজে এসে আমার কোলে ছেলে তুলে দেবে।

দুর্লতা। ও সব্বনাশ! এই বুঝি তুমি দুর্জ্জয়ময়ী, এই বুঝি তোমার কাণ্ড করা! এত মা বল্লুম, বাছা বল্লুম, সোণা বল্লুম, লক্ষী বল্লুম, সে কি হেসে হেসে সতীন কাঁটাকে কোলে নেবার জন্যে! একেবারে অধঃপাতে গেছ! বুড়ো মিনষে মন্তর করেছে, শেকড় খাইয়েছে।

দুর্জ্জয়। তোর মাথা খাইয়েছে, তুই চুপ্ কোরে থাক্, কথা কসনে, আগে দেখ আমি কি করি, তার পর বলিস। তুই এক-বার শীগ্‌গির যা দেখ দাদা কোথা, তাকে একবার আমার সঙ্গে দেখা করতে বলিস, যা যা শীগ্‌গির যা, এখনি রাজা আসবে।

দুর্লতা। দেখ মা, বুদ্ধিতে যা ভাল হয় কর, কিন্তু কাঁটা তোল কাঁটা তোল, নইলে আর রক্ষে নেই।

[প্রস্থান।

দুর্জ্জয়। বটে রাজা, আজও দুর্জ্জয়ময়ীকে চেনোনি, তার মধুর হাসি যে প্রেমের নয়, যমের ফাঁসী, তা বোঝনি! এ সিংহাসন কার?—আমার। আমি যাকে বসাবো সেই বসবে। তুমি কে?—আমার ক্রীতদাস বইতো নয়।

(রাজার শশব্যস্তে প্রবেশ)

রাজা। প্রিয়ে, প্রাণেশ্বরি, প্রিয়তমে, তুমি কোথায়! কেমন আছ কি হয়েছে? এই যে আমার নয়নানন্দ, আমি কোথাও যাইনে, এই যে এইখানেই ছিলেম, তুমি স্নান করতে গেলে, তাই বেড়াতে বেড়াতে—বেশী দূর নয়, এইখানেই এই—

দুর্জ্জয়। তা বেশতো, মহারাজ, তার জন্যে ব্যস্ত হচ্ছেন কেন? আমি এমন কি পুণ্য করেছি যে আপনি রাতদিন আমার কাছে থাকবেন?

রাজা। তোমার পুণ্য কি! তুমি স্বর্গের দেবী, ইন্দ্রের শচী, বিষ্ণুর লক্ষ্মী, মহাদেবের পার্ব্বতী, তোমার আবার পাপ পুণ্য কি? শাপভ্রষ্টে আমায় উদ্ধার করতে মর্ত্ত্যে এসেছ, আমি কত পুণ্য করেছি, আমার পিতৃপিতামহ কত পুণ্য করেছিলেন, তাই ও চরণে স্থান পেয়েছি, আহা কি রূপ—কি রূপ!

দুর্জ্জয়। মহারাজ, স্থির হ'ন, বসুন বসুন।

রাজা। প্রাণের প্রাণ! তোমার শরীর অসুস্থ, আমি স্থির হ'ব! রাজ-বৈদ্যগণকে আমি স্বয়ং ডাকতে যাই।

দুর্জ্জয়। না না মহারাজ, কিছু করতে হবে না, স্নানের পর একটু শিরঃপীড়া হয়েছিল, আপনাকে দেখেই সব সেরে গেছে।

রাজা। আঃ বাঁচলেম, প্রাণে আমার প্রাণ এল, পৃথিবী এতক্ষণ অন্ধকার দেখছিলেম, কিন্তু আমার জীবনসর্ব্বস্ব এখনও তোমার মুখকমল মলিন দেখছি কেন?

দুর্জ্জয়। মহারাজ!

রাজা। না না, মহারাজ না, বড় দূর, বড় পর পর, আমায় প্রাণনাথ বল, জীবিতেশ্বর বল, পায়ে ধরি অমনি একটী মধুর আদরের কথা বল, আমি শুনতে শুনতে স্বর্গে যাই।

দুর্জ্জয়। প্রাণবল্লভ, হৃদয়েশ্বর, আজ শেষরাত্রিতে একটা বিচিত্র স্বপ্ন দেখে প্রাণটা বড় উদাস হয়েছে।

রাজা। স্বপ্ন, কি স্বপ্ন! দুঃস্বপ্ন? আমি এখনি দৈবজ্ঞ ডাকবো, যাগযজ্ঞ করবো, প্রয়োজন হয় রাজসূয় অশ্বমেধ করবো, তোমার দুঃস্বপ্নের ফল খণ্ডন হবে।

দুর্জ্জয়। মহারাজ!

রাজা। না না—

দুর্জ্জয়। প্রাণনাথ, দুঃস্বপ্ন কি সুস্বপ্ন তা বলতে পারিনি, কিন্তু অতি বিচিত্র স্বপ্ন! যেন শিয়রে দাঁড়িয়ে একটী পরমা সুন্দরী স্ত্রীলোক—

রাজা। পরমা সুন্দরী স্ত্রীলোক! অমন অলক্ষণে কথা আমার সাম্নে বলো না, তোমা অপেক্ষা আবার সুন্দরী কে?

দুর্জ্জয়। মহারাজ! প্রিয়তম! বিস্তর আছে, বিস্তর ছিল, আপনি ভালবাসেন বলে দাসীকে দেখে ভোলেন।

রাজা। "প্রিয়তম" "ভালবাসেন" "ভোলেন" আহা কি শুনছি! আমি মলেম মলেম আর দেরি নেই!

দুর্জ্জয়! তার পর সেই স্ত্রীলোকটী আমায় কাতরস্বরে দিদি

স্বলে ডাকলেন, আমি যেমন চমকে উঠে জিজ্ঞাসা করলেম, আপনি কে, স্বপ্নে স্ত্রীলোকটী বল্লেন, "আমি বিজয়-বসন্তের মা, আগে এই রাজ্যের রাণী ছিলেম, এখন আমার স্থানে তুমি হয়েছ, আমার স্বামী তোমার হয়েছে, তবে আমার ছেলেদের কেন পর করে রেখেছ, তাদেরও কেন তোমার কোরে রাখনা?" আমি যেন বল্লুম, না না তারাতো আমার পর নয়, তাতে তিনি বল্লেন, "তবে কেন তারা অন্যত্র থাকে? বিজয়-বসন তোমার, তোমাকে দিলেম, তোমার কাছে এনে রাথ, বল রাখবে;" আমি যেন স্বপ্নে প্রতিশ্রুত হলেম, হ্যাঁ রাখবো, তার পরে নিদ্রা ভেঙ্গে গেল।

রাজা। কি আশ্চর্য্য! প্রিয়তমে, প্রিয়তমে তোমার স্বপ্নও কি মধুর।

দুর্জ্জয়। মহারাজ, জীবিতনাথ! সেই স্বপ্ন দেখে অবধি বিজয়-বসনকে কোলে নেবার জন্যে আমার প্রাণ আকুল হয়েছে, বড়দিদির সেই কাতরমুথ কেবল মনে পড়ছে, শীঘ্র বাছাদের আমার কাছে এনে দিন, কোলে নিয়ে আমি প্রাণ শীতল করি, আর আমি তাদের কাছ ছাড়া করবো না, বড়দিদি স্বপ্নে দেখা দিয়ে আমায় প্রতিশ্রুত করিয়ে নিয়েছেন, বাছাদের আনিয়ে দিন।

রাজা। নির্জ্জনে গড়েছে বিধি, নির্জ্জনে গড়েছে বিধি, বল প্রিয়তমে, ও আমার প্রাণের প্রাণ, বল তুমি কে? কে আমায় ছলনা করতে এসেছ? যেমন রূপের মাধুরী, তেমনি প্রাণের সরলতা, আহা গেলেম গেলেম, সুখের সাগরে ডুবে মলেম।

দুর্জ্জয়। বলুন মহারাজ, আমার কথা রাখবেন।

রাজা। কথা! তোমার অনুমতি বল, পালন করবো তা

আবার জিজ্ঞাসা করছো; তুমি আমায় কি ডুরীতে বেঁধেছ তা কি জাননা? আমার প্রাণ আর আমাতে নেই, সর্ব্বস্ব আমার সব তোমায় দিয়েছি, তুমি আমার মাথার মুকুট, গলার কণ্ঠহার, হৃদয়ের শোণিত; আমি তোমার, সিংহাসন তোমার, রাজ্য তোমার, আমি এখনি বিজয়-বসনকে আনাচ্ছি; তারা দেখুক যে, কি মা তাদের এনে দিয়েছি; এখন চল প্রিয়ে, বেলা অধিক হয়েছে, তোমার ভোজনের সময় অতীত হ'ল প্রায়।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

বিদ্যালয়সংলগ্ন ক্রীড়াভূমি।

বিজয় ও বসন্ত।

বিজয় ও বসন্ত। (গীত)

হাওয়ার তালে দুলে দুলে নাচ রে ফোটা ফুল।
গাওয়ার তানে ঢুলে ঢুলে গাও রে অলিকুল॥
পাতার ছায়ায় বিকেল বেলা, অলি ফুলে ছেলেখেলা,
(বড়) ভালবাসি, তাইতো আসি, তাইতো হাসি ভাই;—
ও ফুল অলি, মোরাও খেলি, শুধরে দে'রে ভুল॥

(ভবদেব শর্ম্মার প্রবেশ)

(সরোষে) কেবল গান, কেবল খেলা, রাজার পুত্র আছ, রাজপুত্রের ন্যায় আহার করবে, রাজপুত্রের ন্যায় বেশভূষা করবে, কিন্তু বিদ্যাশিক্ষার সময় দীনদুঃখীর পুত্রের ন্যায় হওয়া চাই, অস্থিভঙ্গ কোরে পরিশ্রম করা চাই, তবে মা সরস্বতীর কৃপাসঞ্চার হয়, বাপু বুঝলে?

বিজয়। গুরুদেব, আমরা তো লেখাপড়ায় একটুও অবহেলা—

ভব। আরে খেলা আর অবহেলা একশ্রেণীর পদার্থ। আহার নিদ্রা বিসর্জ্জন কোরেও সরস্বতীর আরাধনা সেবা শুশ্রূষা কত্তে হয়, তবে যদি বিদ্যা-নদীর কিনারা দেখতে পাওয়া যায়।

বসন্ত। হ্যাঁ গুরুদেব—

ভব। চোপ্, স্থিরো ভব। ভবদেব শর্ম্মা তোদের গুরুদেব গুরুদেব শুনে, নিত্যকর্ম্ম বিস্মৃত হবার পাত্র নন। রাজবাটীতে লেখাপড়া আদৌ হবে না বলে মহারাজ এই স্বতন্ত্র উদ্যানবাটীতে তোদের রেখেছেন, তবুও গান আর তান, কেবল খেলা আর হেলা, যা বই আন্।

বিজয়। হিতোপদেশ?

ভব। না, তোমার কনিকসূত্র, বসন্তের চাণক্যশ্লোক।

[বিজয় ও বসন্তের প্রস্থান।

(বলবন্ত বর্ম্মার প্রবেশ)

বল। এই যে ঠাকুর মহাশয়, প্রণাম!

ভব। জয়োস্তু।

বল। রাজপুত্রেরা কোথায়?

ভব। তুমি কি তাদের দুছত্র পুস্তক পাঠ কত্তেও দেবে না?

বল। আজ্ঞে, ও কি বলছেন?

ভব। বলছি ভাল। শস্ত্র শিক্ষার সময় এ নয়, শাস্ত্র-শিক্ষার সময়। তোমার তুল্য মল্ল প্রায় দ্বিতীয় নাই, কিন্তু তুমি শস্ত্রের মূল্যই বোঝো, শাস্ত্রের মূল্য বোঝো না। কেবল কোস্তাকুস্তি ধস্তাধুস্তি কল্লে কি হবে, শাস্ত্রশিক্ষা অগ্রে চাই, জানতো

"স্বদেশে পূজ্যতে রাজা বিদ্বান্ সর্ব্বত্র পূজ্যতে।"

বল। তা আমি তো আর রাজা নই, ঠাকুর।

ভব। তুমি তো রাজা নও বট, কিন্তু রাজার ছেলেদের যে "সর্ব্বত্র পূজ্যতের" পথ বন্ধ কচ্ছো, মল্লজী!

বল। আমি না হয় বন্ধ কচ্ছি, আপনি তো খুলছেন। রাজার ছেলের কলম বল্লম দুই ধরা শেখা চাই, পুস্তকপাঠ, মস্তক কাট দুইই চাই। ব্রাহ্মণের শস্ত্র নয় কেবল শাস্ত্র, ক্ষত্রিয়ের শাস্ত্র শস্ত্র দুই দরকার, বিশেষ শস্ত্র—

ভব। আরে রাখ, বাপু, তোমার শস্ত্র। ছেলে দুটোকে এই কাঁচা বয়সেই কাঠ-গোঁয়ার কোরে তুলেছ, আদৌ তারা পুথি ছুঁতে চায়না, খালি গাময় মাটি মেখে দড়ীছেঁড়া ষাঁড়ের মত হুটপাট কোরে বেড়ায়। বল তো, মহারাজকে কি বল্‌বো?

বল। তার জন্য চিন্তা কি? রাজপুত্রেরা এখন শিশু, অত মানসিক পরিশ্রমটা সঙ্গত নয়, শারীরিক পরিশ্রমটা এখন বেশী হওয়াই উচিত। এতে মহারাজ রাগ করবেন না।

ভব। তুমি কেবল নিজের কোলে ঝোল টান্‌চো, মল্ল কি না! আমার বাঁধা অন্নজলটার বাঁধ ভাঙ্গ কেন? তুমি কুস্তী শিখিয়ে অস্থি মোটা করবে, আমার যে আর উঠে বস্তি হবে না!

বল। এত অল্প বয়সে অত মগজ নাড়াচাড়া, আর ছেলে আজন্ম খোঁড়া একই কথা।

ভব। আরে রাখ তোমার গন্ধর্ব্ব বিদ্যার সূত্র। জান, আমার পিতা আমার অন্নপ্রাশনের সময় হাতে খড়ি দিয়েছিলেন, তাই আজ আমি "হংসমধ্যে বকো যথা" ওঁ বিষ্ণু, তাই আমি "নক্ষত্রভূষণং চন্দ্রঃ।" আর তুমি "দূরতঃ শোভতে মুর্খো লম্ব-শাটপটাবৃতঃ।"

বল। তা উপাধ্যায় মশায়, যা ভাল বোঝেন্ বলুন্। আমার ঢাল তলোয়ার, সড়্‌কি, লাঠি, তীর ধনুক চিরজীবী হয়ে থাক্।

ভব। ইহলোকেও থাক্, পরলোকেও থাক্। তলোয়ারের ধার চেটে চেটে জীবনরক্ষা কর। এখন তুমি ডালরুটী খাওগে, রাজপুত্রেরা পড়া করুক। সকাল বেলা স্নান করবার পূর্ব্বে এক-দফা রামরাবণের যুদ্ধ হয়ে গেছে, আর এখন তার পুনরাবৃত্তি কেন? ছেলে দুটোকে অত কড়া কোর না, পড়া হবে না। যাও, এখন তলোয়ার খাপে চেপে প্রস্থান কর; কল্য ঊষাকালে তলোয়ার ঢালে খেলে যেও।

বল। (স্বগত) এ ব্রাহ্মণ দেখছি নেহাৎ রুক্ষ। একবার তলোয়ারের গুণটো দেখাই। (তরবারিক্রীড়া)

ভব। (সভয়ে) আরে আরে, কর কি, কর কি! শস্ত্রাঘাতে ব্রহ্মহত্যা করবে?

বল। আপনিও না হয় শাস্ত্রাঘাতে ক্ষত্রিয়হত্যা করুন।

ভব। (অতিভয়ে) বাপ! "যঃ পলায়তি স জীবতি।"

[বেগে প্রস্থান।

বল। (সহাস্যে) ও ঠাকুর, ভয় নেই, আসুন আসুন!

ভব। (নেপথ্যে) আগে খাপে তলবার গোঁজো।

বল। আচ্ছা, আসুন।

(ভবদেবের পুনঃপ্রবেশ)

কেমন, ঠাকুর?

ভব। শস্ত্র শাস্ত্র দুইই শিক্ষয়িতব্য। আচ্ছা, আমাকেও কিঞ্চিৎ তলবার খেলা শেখাবে? কিন্তু অত বড় তীক্ষ্ণ তল-

বার সঞ্চালন করা আমার পক্ষে—আচ্ছা, একখানা বাঁখারি পাখারি চেঁছে প্রথমে আরম্ভ কল্লে হয় না?

(পুস্তকহস্তে বিজয় ও বসন্তের পুনঃপ্রবেশ)

বসন্ত। চাণক্যশ্লোক এনেছি, গুরুদেব।

ভব। আজ আর চাণক্য শর্ম্মার "লালয়েৎ পঞ্চবর্ষাণিতে" কাজ নাই, বলবন্ত বর্ম্মার "খেলয়েৎ শতবর্ষাণি" হ'ক।

বসন্ত। না, গুরুদেব, আমি চাণক্যশ্লোক পড়বো।

বল। তাই পড়, কাল সকালে আমি আস্‌বো।

[প্রস্থান।

ভব। দাও পুস্তক দাও—

"লালয়েৎ পঞ্চবর্ষাণি দশবর্ষাণি তাড়য়েৎ।
প্রাপ্তেষু ষোড়শে বর্ষে পুত্রমিত্রবদাচরেৎ॥"

(শান্তার প্রবেশ)

বসন্ত। দিদি, দিদি! বাবা কৈ? বাবা কি এসেছেন, না আমাদের নিতে লোক পাঠিয়েছেন? গুরুদেব! আজ আমাদের ছুটি দিন, আজ আমরা রাজবাড়ীতে বাবাকে দেখ্‌তে যাব, কত দিন হলো বাবাকে দেখিনি, বাবার কোলে যাইনি, কাল আমরা খুব ভাল কোরে পড়া করবো, আদতে খেলবো না।

ভব। শান্তা, মহারাজ কি কুমারদের রাজবাটীতে লয়ে যেতে অনুমতি করেছেন।

শান্তা। আপনাকে পরে বলবো, এরা এখন আমার কাছেই থাক।

ভব। ভাল, আমি এখন বাসায় চল্লেম, দেখো যেন রাজ-

বাড়ী গিয়ে আমোদ আহ্লাদে মত্ত হয়ে অধ্যয়নে অবহেলা কোর না।

[প্রস্থান।

বিজয়। হ্যাঁ দিদি, সত্য সত্যই কি তবে বাবা আমাদের এত দিন পরে নিয়ে যেতে লোক পাঠিয়েছেন ?

শান্তা। (স্বগত) কি বলে বুঝুই, কি কোরে প্রবোধ দিই। মা ! মৃত্যুকালে আমায় কি দায়েই ফেলে গেছ ?

বসন্ত। ও দিদি, চুপ্ কোরে রইলে কেন ? কথা কচ্ছো না কেন ? বল না, আমরা কখন যাব ? কিসে কোরে যাব ? তাঞ্জাম আসছে, না হাতী আসছে ? দাদা তাঞ্জামে যায় যাবে আমি হাতীতে যাব।

শান্তা। যাবে বই কি দাদা, যাবে বই কি, তোমরা রাজ-পুত্তুর, অমনি অমনি কি যাওয়া হয় ? কত হাতী আসবে, ঘোড়া আসবে, পাল্কী আসবে, লোক জন আসবে, বাজনা বাজবে।

বসন্ত। বেশ বেশ, বড় মজা হবে। এ সব কখন আসবে দিদি ?

শান্তা। আজ কি, আজ নয়, ভাল দিন দেখে তবে পুরীতে যেতে হয়, বাপ্‌কে দেখ্‌তে হয়।

বসন্ত। আজ তো বেশ দিন, দেখনা কেমন মিষ্টি মিষ্টি রোদ উঠেছে, কেমন মিষ্টি মিষ্টি বাতাস বচ্ছে, মেঘ নেই, বৃষ্টি নেই, আজ বেশ দিন, আমরা আজই যাব।

শান্তা। আজ ভাল দিন নয়, পাঁজী দেখে দৈবজ্ঞ শুভদিন ঠিক কোরে দেবে, সে তুমি বুঝতে পারবে না, তোমার দাদাকে বরং জিজ্ঞাসা কর।

বসন্ত। হ্যাঁ দাদা, বাবার কাছে কবে যেতে হয়, সে বুঝি পাঁজীতে লেখা থাকে ?

বিজয়। হ্যাঁ ভাই, অনেক দিনের পরে আপনার বাড়ীতে যেতে হ'লে, আত্মজনকে দেখ্‌তে হ'লে শুভদিন দেখে যেতে হয়। হ্যাঁ দিদি, সত্যিই কি এত দিনের পর বাবার আমাদের মনে পড়েছে ?

শান্তা। মনে পড়বেনা কেন, মনে পড়বেনা কেন ? বাপ কি ছেলেদের ভুলতে পারে ? তবে কি—তবে কি জান বৃদ্ধ হয়েছেন—তোমাদের পড়া শোনা—

বসন্ত। এক দিন না পড়লে বুঝি অমনি মূর্খ হয়ে যাব ? যাও, আমি বাবাকে না দেখ্‌তে পেলে পড়বো না, খেলবো না, কুস্তিও করবো না, কিছুই করবো না।

(রাজকর্ম্মচারী, রাজভৃত্যগণ ও যমুনার প্রবেশ)

রা-কর্ম্ম। রাজকুমারদ্বয়ের জয় হ'ক।

সকলে। রাজকুমারদ্বয়ের জয় হ'ক।

শান্তা। একি এ ! কি হয়েছে, কি হয়েছে, তোমরা কেন ?

রা-কর্ম্ম। শান্তা, শঙ্কিত হয়ো না, বড় শুভ সংবাদ, মহারাজ অতি আগ্রহের সহিত কুমারদের নিয়ে যাবার জন্য আমাদের পাঠিয়ে দেছেন, যানাদি প্রস্তুত, কুমারদের এখনি যাত্রা করতে হবে।

শান্তা। সে কি ! সে কি ! আমি যে এই মহারাজের কাছ থেকে আসছি, আমি কুমারদের যাবার জন্য কত মিনতি করলেম, তিনি তো তাতে আপত্তিই করলেন, এর মধ্যে কি হলো ? একবারে মন বদলে গেল ?

রা-কর্ম্ম। শুনলেম সে বড় অদ্ভুত ঘটনা, যমুনাকে জিজ্ঞাসা কর, সব শুনতে পাবে।

যমুনা। বড় আশ্চয্যির কথা শান্তা মাসি, বড় আশ্চয্যির কথা, রাজবাড়ীময় সোর পড়েছে, রাধাবল্লভজীর আলাদা পূজো গেল, ছোটরাণীমার স্বপন হয়েছে।

শান্তা। স্বপ্ন! কি স্বপ্ন!

যমুনা। বড় আশ্চয্যি বিচিকিত্তী স্বপন মাসি, বড় আশ্চয্যি বিচিকিত্তী স্বপন। যখন পৃথিবী সুদ্ধ লোক নিস্যুতি হয়েছে, রাত্তির ঝাঁ ঝাঁ, উপদেবতা সব ঘুরে বেড়াচ্ছে, এমন সময় কে যেন বড়রাণীমার রূপ ধরে, মাথায় মটুক, হাতে খাঁড়া, গলায় মুক্তমালা, একেবারে এসে ছোটরাণীমার গলা চেপে ধরলে। তিনি তো গোঁ গোঁ কত্তে লাগলেন, তারপর সেই উপদেবতা যেন ছোটরাণীমাকে বল্লেন যে, তুই যদি সকালেই না বিজয়-বসনকে বাড়ীতে এনে, কাছে রেখে আপনার ছেলের মতন যত্ন আয়ত্তি না করিস্, তা' হ'লে তেরাত্তিরের মধ্যেই তোর মুখ দে রক্ত তুলে মেরে ফেলবো। মহারাজ সকালে উঠে সদর মহলের দিকে এসেছিলেন, তখন শোনাতে পারেননি, অন্দরে যেতেই একেবারে পায়ে জড়িয়ে ধরে হাপুষ নেত্তরে কান্না, বল্লেন, আমার বিজয়-বসনকে এনে দাও, নইলে আমি মরে যাব। ছোট-রাণীমার চোখে জল, আর কি মহারাজ থাকতে পারেন! এই একবারে কড়া হুকুম বেরুলো, সোর গোল পড়ে গেল, সে ঠাকুরবাড়ীতে আলাদা পূজো বরাদ্দ হলো, লোক নস্কর নিয়ে আমরাও সব ছুটে এলুম, তোমরা সব এখনি চল, কুমারদের না কোলে কোরে ছোটরাণীমা দাঁতে কুটো কাটবেন না।

বসন্ত। এই তো বাবা আজি নিতে পাঠিয়েছেন, দিদি বলে, ভাল দিন নয়, ভালদিন নয়, দিদি ভারি দুষ্টু, খালি একলা আমাদের ভালবাসবে, আদর করবে, আর কাকেও ভালবাসতে দেবে না, আদর করতেও দেবে না, বাবাকেও না, ছোটমাকেও না।

বিজয়। আহা, মা আমাদের কত ভালবাসতেন, স্বর্গে বসে বসেও ভালবাসেন, সেখান থেকে এসে ছোটমাকে আমাদের ভালবাসবার জন্যে স্বপ্ন দিয়ে গেছেন, এইবার থেকে ছোটমাও আমাদের ভালবাসবেন, বাবাও ভালবাসবেন, স্বর্গের মা ভালবাসবেন, শান্তাদিদি ভালবাসে; বসন ভাই আমরা কত ভালবাসা পাবো।

বসন্ত। আর তোমায় আমি ভালবাসি, তুমি আমায় ভালবাস।

বিজয়। হ্যাঁ ভাই, হ্যাঁ ভাই, আমরা দুটী ভাই আপনা-আপনি ভালবাসি।

শান্তা। রাধাবল্লভজী কি এত দিনের পর মুখ তুলে চাই-লেন, সতীলক্ষ্মী—বড় মা, তোমার পুণ্যে কি না হ'তে পারে?

যমুনা। মাসি, আর দেরি কোর না, ঝট্ কোরে এস, রাজার ব্যাটাদের দেখবে বলে শড়কে সব ভিড় জমে গেছে।

রা-কর্ম্ম। হ্যাঁ শান্তা, কুমারদের নিয়ে তুমি চল, মহারাজ বড় ব্যস্ত হয়েছেন।

বিজয় ও বসন্ত। (গীত)

প্রাণে সুখের লহর খেলে।
বাবা বুকে নেবে কাছে গেলে॥

নতুন মা করবে আদর, ও ভাই কত যতন কে
দুজনে দুজনার গলা ধরে যাব কোলে ;—
ভালবাসা সুখের সরে আমরা গা দেব ঢেলে

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

ময়দান—বটবৃক্ষতল।

দুর্ব্বুদ্ধি ও বটুকলাল।

দুর্ব্বুদ্ধি। দেখ বটুক ভাই—

বটুক। আজ্ঞে করুন হুজুর।

দুর্ব্বুদ্ধি। আমার বাবা ব্যাটা বড়ই আহাম্মক।

বটুক। আজ্ঞে তার আর সন্দেহ আছে? অত বড় বেকুব গাধা তো আমি দুনিয়ায় দেখিনি।

দুর্ব্বুদ্ধি। আমার নাম রাখে কিনা দুর্ব্বুদ্ধি।

বটুক। বেআক্কেল, বেআক্কেল, আমার অমন বাবা হলে আমি তাকে তেজ্যিপুত্তুর করতেম। নামটা আপনার বদ্‌লে ফেলুন, হুজুর।

দুর্ব্বুদ্ধি। ঠিক বলেছ, নামটা বদলে ফেলাই উচিত। রসো আগে রাজতক্তে বসি, তার পরেই একটা খুব জাঁহাবাজ রক নাম জাহির করতে হবে, নাম শুনলেই যাতে লোকের ভয় হয়।

বটুক। আজ্ঞে আমি একটা নাম ঠাউরে রেখেছি যদি হুজুরের পছন্দ হয়।

দুর্ব্বুদ্ধি। কি, কি, কি বল তো?

বটুক। আজ্ঞে—হুজুর—কৎলেহাম, কেমন নাম?

দুর্ব্বুদ্ধি। বেড়ে নাম, বেড়ে নাম, নামের সেরা নাম, মহারাজ কৎলেহাম বাহাদুর। জিতা রহ বটুক ভাই, মন্ত্রীগিরি আমি তোমাকেই দেবো,—পারবে তো?

বটুক। আজ্ঞে হুজুর বলছেন, পারবো না?

দুর্ব্বুদ্ধি। কিন্তু কাজটা একটু শক্ত।

বটুক। আজ্ঞে ইঁট্ ইঁট্—শক্ত বলে শক্ত, ইঁটের চেয়ে শক্ত।

দুর্ব্বুদ্ধি। তবে কাজ চালালেই চলে যায়।

বটুক। আজ্ঞে তাতো যায়ই হুজুর, চলে বলে চলে, যেন গোরুর গাড়ীর চাকা, একবার গড়িয়ে দিলেই হলো, অমনি গড় গড় চল্লো।

দুর্ব্বুদ্ধি। আর কোটালী দেব শালিকরামকে, কেমন মজ্‌বুত হবে না?

বটুক। আজ্ঞে নিরেট, নিরেট, একবারে নিরেট, ঝড়ে পড়বে না।

দুর্ব্বুদ্ধি। তবে হাঙ্গাম টাঙ্গামের সময় আমায় পেছুনে থাকৃতে হবে।

বটুক। হুজুর, তা থাকৃতে হবে না? আপনাকে ল্যাজের মত্ পেছুনে পেছুনে থাকৃতে হবে।

দুর্ব্বুদ্ধি। বে আর করবো না, কি বল? ঐ হিরেমন্‌কেই পাটরাণী কোরে ফেলা যাবে।

বটুক। তা কত্তে হবে বই কি, তা নইলে হুজুরের নেমক-হারামি হবে যে, মেয়েমানুষটো আপনার মুখ চেয়ে আছে।

দুর্ব্বুদ্ধি। হিরেমনের কথায় ভাল মনে পড়লো, আজ সন্ধ্যেবেলাই যে তাকে তিন হাজার টাকা দিতে হবে। দর্শনলালকে ধরে আনাবার কি হলো?

বটুক। আজ্ঞে হুজুর, পিছমোড়া কোরে বেঁধে আনতে লোক পাঠিয়েছি, তাতেই তো হুজুরকে বেড়াতে বেড়াতে এই বটতলায় নিয়ে এলুম, কি জানি রাজবাড়ীতে নিয়ে গেলে গোলটা মোলটা হয়, মন্ত্রীটা আছে; এখানে দু দশটা মাথা নিলেও মা বাপ বলবার লোক নেই—

দুর্ব্বুদ্ধি। আরে আমি কিছু করলে রাজবাড়ীতেই বা কে কি বলে? মন্ত্রী মন্ত্রী—পাজী ব্যাটা, নচ্ছার ব্যাটা, ছুঁচো ব্যাটা।

বটুক। শুয়ার ব্যাটা, ভাল্লুক ব্যাটা, যা না—তা ব্যাটা—

দুর্ব্বুদ্ধি। রসো না, আজ অন্দরে গিয়েই দিদিমণিকে বলছি, রাজাকে বলে শীগ্‌গির শীগ্‌গির যাতে বুড়ো ব্যাটাকে দেশান্তরী করতে পারে, তারির যোগাড় যেন করে, দিদিমণি যে পেরেও পাচ্ছে না, রাজা শালাকে ভেড়া বানিয়েছে বটে, কিন্তু আজও একবারে সেরে ফেলতে পাচ্ছে না কেন? নিশ্চিন্দি হয়ে ছাতা টাতা মাথায় দিয়ে বসি।

বটুক। হ্যাঁ, যা বল্লেন হুজুর, সিংহাসনে বসলে নিশ্চিন্দি হয়ে ঘুমিয়ে বাঁচেন, আমিও গোলাম উজীর হাজির আছি, গা হাত পা টিপি, হিরেমন্ পাঙ্খা হেলায়, আর প্রজাদের ভেতর তালুকদারই হোন্, সদাগরই হোন্ আর যিনিই হোন্, সোণা রূপো জহরৎ আর কারুর ঘরে রাখছিনে, সব হুজুরের ভাণ্ডারে এনে ভরছি, কি আজ্ঞে করেন?

দুর্ব্বুদ্ধি। হাঃ হাঃ হাঃ—আমি বরাবর জানি যে, তোমার মত মন্ত্রী হবে না, বুড়ো সুমন্ত্র ব্যাটাকে—উঃ—

নেপথ্যে দর্শনলাল। খবরদার ব্যাটারা, গায়ে হাত দিস্‌নি, আমি আপনি যাচ্ছি, কে তলপ দেয় আর কিসের তলপ দেখে নিচ্ছি, রাজার শালা কত বড় শালা বুঝবো—

দুর্ব্বুদ্ধি। বটুক ভাই, ও কি ও! হাঙ্গাম করতে আসছে কে? তুমি এগিয়ে সামনে দাঁড়াও, আমি তোমার পেছুনে থাকি—

বটুক। রাম কহ হুজুর, সে কি হয়? আপনাকে পেছুনে কোরে কি আমার সামনে দাঁড়ানো ভাল দেখায়?

দুর্ব্বুদ্ধি। আরে না না বোঝ না, যদি হঠাৎ কোন বদ-মায়েস এসে তরওয়ালের চোট চাট লাগায়।

বটুক। তবু আমি পেছুনে থেকে প্রাণে বাঁচলে দৌড়ে গিয়ে ছোটরাণীকে খবর দিতে পারবো।

দুর্ব্বুদ্ধি। দূর পাগল, আমি মলে তখন খবর দিলে কি লাভ হবে? সামনে আগ্‌লে দাঁড়াও।

বটুক। বেআদবি হবে, হুজুর, বেআদবি হবে, আমি তা কখনই পারবো না, আপনি সামনে।

দুর্ব্বুদ্ধি। না না, আমি পেছুনে।

বটুক। না না, আমি পেছুনে।

দুর্ব্বুদ্ধি। তবে আমি এই গাছটার উপরে উঠি।

বটুক। হ্যাঁ হুজুর, সেই ভাল, আমিও গাছটায় উঠি, নইলে আপনাকে ধরে থাকবে কে?

(প্রতিহারিগণসহ দর্শনলালের প্রবেশ)

দর্শন। কোথায় কে, এইখানে? এই কি রাজসভা, তালুকদারকে তলব দেবার এই কি উপযুক্ত স্থান?

১ম-প্র। আমরা হুকুমের চাকর, হুজুরে হাজির করে দিলুম, লাফ ঝাঁপ যত করতে পার কর, আমাদের সঙ্গে খোঁচা খুঁচি কেন?

দর্শন। তা তোদের সেই শালা—কোথায় সে?

দুর্ব্বুদ্ধি। বটুক ভাই, বটুক ভাই, দর্শনলাল ব্যাটাকে ধরে এনেছে, এগিয়ে বেরুও তো, ব্যাটার ঘাড়ে ধরে তিন হাজারের জায়গায় ছ হাজার টাকা আদায় করে নাও।

বটুক। হুজুর, আপনি আগে বেরিয়ে পড়ুন, আপনাকে দেখলেই ব্যাটা ভয়ে আড়ষ্ট হবে, হুড় হুড় করে টাকা ঢেলে দেবে আর কথাটী কইতে হবে না।

দুর্ব্বুদ্ধি। আরে না হে না, বেটা বড় গোঙার-গোঙার রকম দেখ্‌ছি।

বটুক। হোকগে গোঙার, আপনার রাশটা ভারি কত?

দর্শন। এই বেটা তালপাত সিং, কোথা তোর সেই শালা হুজুর? এই গাছতলা সাক্ষী কোরে দাঁড়িয়ে থাকবো না কি?

১ম-প্র। তাই তো, হুজুরের তো এইখানেই থাকবার কথা ছিল।

বটুক। হুজুর, এই বেলা বেরিয়ে পড়ুন, নইলে আবার ব্যাটা পালাবে।

দুর্ব্বুদ্ধি। বাঃ বাঃ, এ সব তোমার কাজ, নৈলে তোমায় উজীরি দিচ্ছি কেন? আমি হলেম রাজা লোক, আমার কি থামোকা থামোকা যাকে তাকে দেখা দিতে আছে?

বটুক। তেড়ে ফুঁড়ে বেরিয়ে পড়ুন হুজুর, একবার গিয়ে গজ্‌রে গাজ্‌রে আসরটা জমিয়ে নিন, আমি তো পেছুনে আছিই।

দুর্ব্বুদ্ধি। আচ্ছা, যা থাকে কপালে, তুমিও সঙ্গে এস। বটুকের হাত ধরিয়া টানিয়া বৃক্ষান্তরাল হইতে সম্মুখে আসিয়া) কি প্রহরি, কোথায় সেই বদমায়েস দর্শনলাল ?

দর্শন। এই তো সামনেই আছি, কি দরকার ?

দুর্ব্বুদ্ধি। দেখ, তুমি অত চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে কথা ক'ও না, তুমি মনে করছো তোমার হাঁক ডাকের ভয়ে আমরা গাছের আড়ালে লুকিয়েছিলেম, তা নয়, দুজনে হাতাহাতি করে গাছের বেড়টা মাপছিলেম।

বটুক। বাঃ বাঃ, হুজুরের কি বুদ্ধি—রাজবুদ্ধি রাজবুদ্ধি!

দুর্ব্বুদ্ধি। এখন দর্শনলাল টাকা এনেছ ?

দর্শন। কিসের টাকা ?

দুর্ব্বুদ্ধি। আমার নজরের তিন হাজার টাকা যা তোমার কাছে তলব করে পাঠিয়েছিলেম।

দর্শন। তোমার আবার নজর কিসের, তুমি কে ?

দুর্ব্বুদ্ধি। আমি কে! আমায় চেনো না! এখনি জান হুকুম দিয়ে তোমার সব গাঁ জ্বালিয়ে দিতে পারি।

দর্শন। ঢের শালা গাঁ জ্বালিয়েছে, বাকি তুমি রাজার শালা; দেখ তুমি রাজার শালাই হও, আর রাণীর ভাইই হও, আমি তোমায় সাবধান করে দিচ্ছি, আমার সঙ্গে বুঝে সুঝে লেগ; আমায় যে সে তালুকদার পাওনি যে তোমার ভয়ে ভয়ে খোসামোদ করবে, তোমার ইয়ারকির টাকা যোগাবে; আমার নাম দর্শনলাল, স্বয়ং মহারাজ জয়সেনও আমায় চেনেন, আমার তালুকের স্বত্ব দাগাবাজি ফেরেববাজিতে পাওয়া নয়, নির্দ্ধারিত দিনে রীতিমত রাজ-কর দিয়ে স্বত্ব ভোগ

করে থাকি। পরওয়ানায় রাজার মোহর ছিল, তারই সম্মান রাখবার জন্য আমি এসেছি, নইলে তোমার মত নীচ, মূর্খ, খল, বদমায়েসের তলবে দর্শনলাল বাড়ীর বার হয় না।

দুর্ব্বুদ্ধি। তোর যে যত বড় মুখ তত বড় কথা দেখতে পাই, এখনও আমায় চিনতে পারিসনে?

দর্শন। চিনি বই কি, ভগ্নীপতির অন্নদাস, পাষণ্ড, পিশাচ।

দুর্ব্বুদ্ধি। তোকে শূলে চড়াব, তবে আমার নাম—

দর্শন। দুর্ম্মুখ।

দুর্ব্বুদ্ধি। দুর্ব্বুদ্ধি দুর্ব্বুদ্ধি—শূয়ার।

দর্শন। ভাল দুর্ব্বুদ্ধি শূয়ার, তুই আমায় শূলে চড়াবি? জানিস আমার অধীন প্রজারা, আমায় বাপের মতন ভালবাসে, দু'শ অস্ত্রধারী লোক আমার পেছুনে পেছুনে এসেছে, আমি একটা ইঙ্গিত কল্লে মুহূর্ত্ত মধ্যে তোর ঐ নারকী দেহের চিহ্নও থাকে না, কিন্তু তোর গায়ে অস্ত্রাঘাত করা তলওয়ারের অপমান। আমি তোর কথায়, তোর তলবে, তোর শূলে, আর তোর এই নরকের চেয়ে কদর্য্য মুখে সকলের সামনে থুথু দিয়ে চল্লেম—থু থু থু।

[প্রস্থান।

দুর্ব্বুদ্ধি। কি কি, এত বড় স্পর্দ্ধা!—সেপাই—সেপাই, পালালো পালালো, ধর—ধর, কি, সব হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছিস, আমার মুখে থুথু দিলে আর তোরা দাঁড়িয়ে দেখছিস, আজ শালারা তোদের কাটবো কাটবো।

বটুক। হাঁ হুজুর সেপাই কাটুন, সেপাই কাটুন, কোন গোল নাই।

প্রতি। দোহাই হুজুরের, দর্শনলাল বড় গুণ্ডা।

দুর্ব্বুদ্ধি। চোপ্ শালারা, কাটবো—শালাদের কাটবো।

প্রতি। খুন করলে খুন করলে, রক্ষা কর রক্ষা কর।

[প্রতিহারিগণের প্রস্থান।

দুর্ব্বুদ্ধি। ধর্ শালাদের ধর্।

বটুক। পাকড়ো পাকড়ো।

(উভয়ের দৌড়িয়া যাইতে যাইতে উভয়েরই পা জড়াজড়ি হইয়া উভয়ের পতন)

দুর্ব্বুদ্ধি। উহু গেছি রে গেছি রে! বটুক ভাই শালা মেরে ফেলেছে।

বটুক। ও হুজুর, আমিও গেছি আমিও গেছি।

দুর্ব্বুদ্ধি। তোল শালা এখন আমায় তোল, কোমরখানা ভেঙে গেছে, মাথাটা ঝন্ ঝন্ কচ্ছে।

(দুর্ব্বুদ্ধিকে বটুকের ধরিয়া তুলিবার চেষ্টা)

বটুক। একটু আল্গা দিন হুজুর, একটু আল্গা দিন, অত ঝুঁকলে পারবো কেন।

দুর্ব্বুদ্ধি। চোপ্ শালা, তোমায় উজিরী দেব! নেহালচাঁদকে মন্ত্রী করবো, তোকে ছাতাবরদার করবো। কোমরখানা ভেঙে গিয়েছে, উহু চিড়িক মেরে মেরে উঠছে।

[বটুকের স্কন্ধে ভর দিয়া দুর্ব্বুদ্ধির প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

দুর্জ্জয়ময়ীর কক্ষ।

দুর্জ্জয়ময়ী।

দুর্জ্জয়। বাঃ বাঃ বেশ বেশ, জব্দ করবো বলে আনলেম, কিন্তু নিজেই জব্দ হলেম, ‘কোথায় অশেষ জ্বালা দেব মনে করেছিলেম, না এখন নিজে দারুণ বিষের জ্বালায় জ্বলে মরছি!’ প্রণয়, প্রেম, ভালবাসা, এ সব পাগলের প্রলাপ মনে কত্তেম, প্রাণ দেওয়া নেওয়ার কথা নিয়ে কতই বিদ্রূপ করেছি, তেমনিই শিক্ষা পেলেম, দুর্বলতা জানতে পারলে কি বলবে! আমরি মরি, প্রথম যৌবনে রূপ একবারে ফেটে পড়ছে। বিজয় বিজয়, তুই যে বুকে রাখবার ধন, তুই যে প্রাণের সঙ্গে মিশে যাবার জিনিস, তুই কি আমার ছেলে হবার উপযুক্ত! আমার এই রূপ, এই বয়স, এই প্রাণ তোর পায়ে ডালি দিলে তবে আশা মেটে। ধনের লোভে, মানের আশায় বাবা এই জরাগ্রস্ত বৃদ্ধের হাতে আমায় অর্পণ করে, আমার নবীন প্রাণে বিষ ঢেলে দিয়েছেন, প্রাণ আমার জ্বলে ভস্ম হয়ে গিয়েছিল; বিজয় রে, প্রাণের বিজয় রে, আমার বিজয় রে, তোরে দেখে, তোর রমণী-দর্পহারী রূপ দেখে, তোর লাবণ্য-জলে ঢল ঢল নয়ন দুটী দেখে, সেই দগ্ধ প্রাণ আমার আজ আবার প্রাণ পেলে! ভয়ে ভয়ে মুখের সামনে আমায় সকলে খোসামোদ করে, মিষ্ট বলে, কিন্তু আমি বেশ জানি, এই রাজপুরীতে সকলেই আমার উপর বিরক্ত, সকলেই আমার শত্রু; সকলেই মনে করে যে, আমি রাজাকে বশীভূত করে স্বার্থসিদ্ধির জন্য এই রাজ্য ছারখার দিতে, এই রাজবংশের সর্ব্ব-

নাশ করতে বসেছি—তাইতো বসেছি; স্বার্থের জন্য বাবা আমার সর্ব্বনাশ করেছেন, আমিও স্বার্থের পশরা মাথায় করে এ রাজ্যের সর্ব্বনাশ করতে এসেছিলেম। যে চাঁদ আমার হৃদয়ের প্রমোদ-কুমুদকে ফোটাবে, সে চাঁদ উদয় হয়নি—হৃদয় আমার বিষের হ্রদ হয়েছিল, এখন সেই সুধামাখা চাঁদ উদয় হয়েছে, হৃদয়ে আমার অমৃতের লহর বইছে, সহস্রদল কুমুদ ফুটে ভাসছে, হাসছে। বিজয় বিজয়, আমার হ, একবার আদর করে গলা ধরে বল্ তুই আমার—আমি দেখাব আমি কত ভালবাসতে জানি, যে চোখে বুড়োকে কেবল ঘৃণা দিয়েছি, দেখাব সেই চোখ প্রণয়জলে ঢল ঢল কচ্ছে, যে হৃদয়ে কাঠিন্য আর স্বার্থ ছাড়া কখনও কিছু ছিল না, সেই হৃদয় কমলের চেয়ে কোমল করে আপনহারা হয়ে তোর প্রাণে ঢেলে দেব! প্রাণের বিজয় আমার হয়ে হ, চিরদিন সকলকে বিষের চোখে দেখেছি, তোকে বুকে ধরে একবার সংসার মধুময় দেখি। ডাকতে পাঠিয়েছি এখনি আসবে, ভাবে ইঙ্গিতে না বোঝে, স্পষ্ট বলব, দুর্জ্জয়ময়ী কখনও প্রাণের আশা চেপে রাখতে পারেনি আজও পার্ব্বে না। যে রূপের মোহে, যে নয়নের আগুণে অশীতিপর বৃদ্ধ পাগল—সংসার জ্ঞানশূন্য নবীন নটবরকে কি সে রূপের তেজে সে আঁখির খেলায় ভোলাতে পার্ব্বো না? এই তো সময়, এই তো বয়স, যৌবনের প্রথম অঙ্কুরেই তো পুরুষের প্রাণ রূপের লালসায়, ভালবাসার পিপাসায় আকুল হয়। বিজয় বিজয়, আমার বিজয়—

(রাজার প্রবেশ)

রাজা। প্রাণেশ্বরি!

দুর্জ্জয়। কে, কেও! তুমি—তুমি কেন! তুমি কথেকে?

রাজা। হৃদয়রঞ্জিনি, এই আমি একবার হাত মুখ ধুতে গিয়েছিলেম মাত্র, নইলে তো আমি তোমার কাছে দিনরাতই আছি।

দুর্জ্জয়। "দিনরাতই আছি" কেন আছ? দিনরাত কাছে কাছে ভাল লাগে? আমার কি একটু বিরলে চিন্তা করবারও অবসর নেই—যাও—

রাজা। কোথা যাব প্রিয়ে? তুমিই তো আমায় তোমার কাছ ছাড়া হয়ে যেতে নিষেধ করেছ। তোমার মনস্তুষ্টীর জন্য তোমার সেবা করবার জন্য আমি তো একদণ্ড কোথাও যাই না, সভা সিংহাসন রাজকার্য্য সকলই জলাঞ্জলি দিয়েছি।

দুর্জ্জয়। "সভা" "সিংহাসন"—না—না—সেথায় না, রাজকার্য্যের ক্লেশ তোমার এ বয়সে সহ্য হবেনা, সেথায় যেওনা। এই অন্তঃপুরে আমার নূতন উদ্যান অতি চমৎকার স্থান, কেমন স্নিগ্ধবায়ু, কেমন পুষ্পের সৌরভ—যাও সেখানে একটু ভ্রমণ করগে।

রাজা। চল প্রিয়ে তাই চল।

দুর্জ্জয়। না তুমি একাকি যাও, আমি আজ শরীরে শীতল বায়ু লাগাব না, বুকটার ভেতর কেমন কচ্ছে।

রাজা। অ্যাঁ সে কি, কি সর্ব্বনাশ! বুকে কি হলো? এস আমি হাত বুলিয়ে দিই। প্রেয়সি, প্রেয়সি! আমার এ বয়েসে আর সর্ব্বনাশ করো না, তোমার অসুখ হ'লে আমি উন্মাদ হ'ব, তোমা হারা হ'লে আমার তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হবে।

দুর্জ্জয়। না না কিছু নয় কিছু নয়, আমার ও হয়, একটু,

একা চুপ্ করে থাকলেই ভাল হয়ে যাবে, কেউ যেন না আমায় বিরক্ত করে—যাও।

রাজা। না প্রিয়ে আমায় যেতে বলোনা, আজ আমি কোথাও যেতে পারবো না; আজ তোমার মুখ থেকে চোখ কোনমতে ফেরাতে পাচ্ছিনে; সর্ব্বস্ব আমার, আজ কি সাজে সেজেছ! মদনমোহিনী, রূপের ফোয়ারা আজ দশদিকে ছড়িয়ে পড়েছে, লাবণ্যের ঝলকে আমার চোখ ঝলসে যাচ্ছে, মরি মরি কি চক্ষু দুটী, ঐ চোখ তো রোজ রোজ রাতদিন দেখি, আজ ঐ চোখে এখন-কি তুফান তুলেছ! ও অধরে আজ কত সুধা লুকিয়ে রেখেছ! ভুবন ভোলাবার জন্য কি আজ কালভুজঙ্গিনী বেণীতে মদনমোহন মালা দুলিয়েছ! ফুল-অলঙ্কারের বাহারে আজ রতি তোমার কাছে হার মানছে, আমার অঙ্গ শিথিল হয়ে আসছে, আমি অবশ হয়ে পড়ছি; প্রিয়ে, আমি কোথাও যেতে পারবো না!

দুর্জ্জয়। না—ছি—যাও যাও।

রাজা। না প্রিয়ে বৃদ্ধকে দর্শনসুখে বঞ্চিত করো না।

দুর্জ্জয়। আমি বলছি যাও—আমি খানিক একা থাকবো।

রাজা। প্রিয়ে মনমোহিনি—

দুর্জ্জয়। আমার কথা শুনছ না, গেলে না? তবে আমার খুব অসুখ করুক, গহনা টহনা সব খুলে ফেলি।

রাজা। না না, না না প্রিয়ে আমি যাচ্ছি যাচ্ছি, ভগবান! ভগবান! অন্তিম দশায় এতরূপ ভোগ—এত স্বর্গের সুখ আমার সবে কেন।

[প্রস্থান।

দুর্জ্জয়। জ্বালা—জ্বালা—যাক, যতক্ষণ পারি মনের সাধে বিরলে ভাবতে থাকি, বিজয়, আমার বিজয়!

(রাজার পুনঃপ্রবেশ)

রাজা। প্রিয়ে প্রিয়ে!

দুর্জ্জয়। কে কে! আবার কি? এখনও যাওনি?

রাজা। এই যাই।

দুর্জ্জয়। যাও।

রাজা। জীবিতেশ্বরি, আমার সর্ব্বস্ব, আমার ইহলোক পরলোক, আমি যেতে পাচ্ছিনি যে।

দুর্জ্জয়। তবে থাক তুমি এইখানে, আমি অন্য ঘরে যাই, গহনা কাপড় সব দূর করে টেনে ফেলে দিইগে।

রাজা। না না, প্রিয়ে ক্ষমা কর, ক্ষমা কর, আমি যাচ্ছি। এই যাই—যাই—যাই; আহা প্রিয়ে, কেন তাড়ালে? সুধু দেখবার প্রয়াসী, চরণের ভিখারী চিরআজ্ঞাকারী বৃদ্ধকে কেন তাড়ালে! কেন সম্মুখ থেকে দূর করলে, এই যাই প্রিয়ে যাই—যাই—যাই, যাই।

[প্রস্থান।

দুর্জ্জয়। কণ্টক কণ্টক, এই জরাগ্রস্ত বৃদ্ধই আমার সকল সুখের কণ্টক। চরম দশায় ইন্দ্রিয় লালসায় মত্ত হয়ে এই বৃদ্ধ অন্তরায় না হ'লে আমি নিশ্চয়ই কোন নবীন রূপবান রাজপুত্রের অঙ্কশোভিনী হ'তেম। আবার আজ যার জন্যে আমার প্রাণ পাগল হয়েছে, এই বৃদ্ধ যদি তার জন্মদাতা না হ'ত তবে তাকে পাবার সম্বন্ধে আমার মনে কোন সন্দেহ কোন উদ্বেগই হ'ত না। আর ক্ষণেক যে তার মুখছবি মনে মনে ভেবে কল্পনায়

সে মনমোহনকে বুকে রেখে সজাগ স্বপ্নে স্বর্গসুখ সম্ভোগ করবো, এই স্বার্থপর জড়পিণ্ড সে পথেরও কণ্টক। এ কণ্টক দূর করতেই হবে করতেই হবে, নইলে আমার জীবন কখনও সুখকর হবে না, নিশ্চিন্তে সেই অনাঘ্রাত ফুলহার গলায় ধারণ করতে পারবো না, আহা! কি সুন্দর কি সুন্দর! বিজয়—নামটী কি মধুর—

(বিজয়ের প্রবেশ)

বিজয়। ছোট মা কি আমায় স্মরণ করছেন?

দুর্জ্জয়। কে কে, বিজয়! স্মরণ, রাতদিনই তো তোমায় স্মরণ করছি, বিজয় আমার!

বিজয়। ছোট মা, যখন আমরা শিক্ষা-বাড়ীতে থাকতেম তখন কত লোকে আপনার সম্বন্ধে কত মিথ্যা কথা বলতো, কিন্তু এই ক'দিন রাজবাড়ীতে এসে আপনার যত্নে ও আপনার স্নেহে আমাদের যে গর্ভধারিণী মা নাই তা আমরা ভুলে গেছি। আপনি আমায় কতবার কাছে ডাকেন বলে, আমায় বেশী যত্ন করেন, বেশী ভালবাসেন মনে করে, বসন আদর করে আমার সঙ্গে কত মিছি মিছি ঝগড়া করে—ওকি মা, আপনি কাঁদছেন কেন, আপনার চোখে জল কেন!

দুর্জ্জয়। বিজয় রে, আমি কাঁদবোনা তো কাঁদবে কে? আমার মত দুঃখী আর কে আছে!

বিজয়। সে কি! আপনি এই রাজ্যের সর্ব্বেসর্ব্বা রাজ-রাণী, পিতা আপনাকে কত যত্ন করেন, আপনার মনের ইচ্ছা মুখে প্রকাশ হ'বার পূর্ব্বে পিতা তা পূর্ণ করতে ব্যস্ত হন, অমাত্য ভৃত্য পুরজন সকলেই আপনাকে সম্মান করে, আপনার কোন অভাবই নাই, তবে আপনার কিসের দুঃখ?

দুর্জ্জয়। বিজয়, আমার যে কি দুঃখ তা মন খুলে বলবার লোক পাই না, এ পুরীতে সে কথা বোঝবার কেউ নেই এই আমার সব চেয়ে বেশী দুঃখ। তোমার এই নবীন বয়স, কোমল প্রাণ, আমার প্রাণের জ্বালা বুঝতে পারবে মনে করেই তোমায় আজ এই নিভৃতে ডেকেছি। বিজয়, রাজরাণী হওয়াই কি পৃথিবীর সুখ? হীরে মতি পরে দাসদাসীর উপর কর্ত্তৃত্ব করে ঐশ্বর্য্য ভোগ করাই কি এ জগতে সার? নারীজন্মে কি অন্য সাধ অন্য সুখের আশা নাই?

বিজয়। বলুন আপনার কি সাধ, কিসের অভাব, আমি এখনি গিয়ে পিতাকে বলছি, পিতা আমার অতি সদাশয়, এখনি তা পূর্ণ করবেন।

দুর্জ্জয়। — বিজয় বিজয়! আমার যে সাধ মহারাজ হ'তে তা পূর্ণ হবে না, আমার প্রাণের যে আকাঙ্ক্ষা, যে পিপাসা তা মিটাবার সাধ্য তাঁর নেই।

বিজয়। বলুন, আমা হ'তে তার কি কিছু হ'তে পারে? আমার প্রাণ দিলেও যদি আপনার দুঃখ দূর হয় আমি তাতেও প্রস্তুত।

দুর্জ্জয়। আহা কি শুনি কি শুনি, প্রাণ স্থির হ স্থির হ! (বিজয়ের হস্ত ধরিয়া) বিজয় বিজয়! বিজয় আমার, অভাগীর দুঃখ যদি ঘুচে সে তোমা হ'তেই। এ প্রাণের দারুণ জ্বালা, আজীবনের অতৃপ্ত পিপাসা, বিজয় তুমিই নিবারণ করতে পার; প্রাণ দিয়ে আমার দুঃখ দূর করতে চাচ্ছ, প্রাণ দিতে হবে না, তোমার প্রাণ তোমারি থাকবে, তোমায় যে দেখবামাত্র আমি আমার প্রাণটী তোমায় দিয়েছি সেইটী নাও তা' হ'লেই

আমার সকল দুঃখ সকল জ্বালা সকল অভাব ঘুচে যাবে, সংসার আমার চক্ষে নবীন ভাব ধারণ করে হাসতে থাকবে।

বিজয়। মা মা, আপনি কি বলছেন আমি যে কিছু বুঝতে পাচ্ছিনি।

দুর্জ্জয়। ও সম্বোধন নয়, ও সম্বোধন নয়! বিজয় আমি কি তোমার মাতৃসম্বোধনের যোগ্য? তা যদি হ'ত তবে তোমার অঙ্গ স্পর্শে আমার সর্ব্বশরীর কণ্টকিত রোমাঞ্চিত হবে কেন? কেন তবে শিরায় শিরায় বিদ্যুৎ খেল্‌তে থাকবে, দেহ প্রাণ আমার অননুভূতপূর্ব্ব সুখের ক্লেশে অস্থির হবে? বিজয় তুমি নবীন যুবা, আমি নবীনা যুবতী, আমাদের মিলন বিধাতার অভিপ্রেত; আমার জনকের বয়ঃজ্যেষ্ঠ বৃদ্ধ মহারাজ কি আমার পতির উপযুক্ত?

বিজয়। মা মা ওকি কথা! ওকি কথা! আমায় ছেড়ে দিন হাত ছেড়ে দিন; জগদীশ্বর! জগদীশ্বর! না জেনে কি মহাপাতক করেছি যে আজ এই কলুষিত কথা আমায় কাণে শুনতে হলো।

দুর্জ্জয়। বিজয় বিজয়!

বিজয়। মা মা! তুমি যে আমার জননী।

দুর্জ্জয়। না না, আমি তোমার প্রেমভিখারিণী রমণী।

বিজয়। ছি ছি, আমি তোমার সন্তান সন্তান।

দুর্জ্জয়। তুমি আমার প্রাণনাথ, হৃদয়েশ্বর, সর্ব্বস্ব! কোলে নয়, কোলে নয়; তোমায় হৃদয়ে স্থান দিয়েছি; কিসে আমি তোমার জননী, কে বল্লে আমি তোমার জননী? কোন্ শাস্ত্রে আমি তোমার জননী? তোমায় কি আমি গর্ভে ধারণ-

করেছি? আমার হৃদয়-ক্ষীরে কি তোমার শৈশব দেহের পোষণ হয়েছে? তোমায় কি আমি অঙ্কে ধরে লালন পালন করেছি? কেন তবে তোমার মনে আমার প্রতি মাতৃভাব আসছে?

বিজয়। যাঁর জীবন হ'তে আমার এ জীবন, যাঁর শোণিতে আমার এ দেহের পুষ্টি, যিনি আমার জন্মদাতা পিতা, আপনি যে তাঁর অর্দ্ধাঙ্গভাগিনী সহধর্ম্মিণী।

দুর্জ্জয়। ভ্রম, ভ্রম বিজয়, এই জরাগ্রস্ত অবস্থায় তোমার পিতা কি আমায় ধর্ম্মরক্ষার্থে বিবাহ করেছেন? সন্তান বর্ত্তমানে এ বৃদ্ধ বয়সে তা কেউ করে না, কেবল রূপমোহের আকর্ষণে, কেবল ইন্দ্রিয় লালসা পরিতৃপ্তির অস্বাভাবিক পিপাসায় উন্মত্ত হয়ে আমার পিতাকে ধন মানের উৎকোচ দিয়া আমার এই সর্ব্বনাশ করেছেন; তবে কিসে আমি তাঁর সহধর্ম্মিণী? আমার এই রূপ-যৌবন ভরা নবীন দেহ কি সেই শীতল শোণিত জর্জ্জরিত অঙ্গের অর্দ্ধভাগিনী হ'তে পারে? আর তোমায় আমায়—তোমায় আমায়, মাতা পুত্র ভাব কেমন করে হ'তে পারে? তোমার শৈশব দেখিনি, বাল্যকাল দেখিনি, প্রথম যৌবনে রূপের রাশি নিয়ে আমার সামনে এসে দাঁড়ালে, আমার নবীন প্রাণের চিররুদ্ধ প্রণয়ের স্রোত অমনি সুছন্দ ধারায় উথলে উঠলো; তোমায় পাবার জন্য আমি পাগল হয়েছি, আমার নিরাশ করোনা; যদি আমায় ঘৃণা করবে, উপেক্ষা করবে, আশায় বঞ্চিত করবে, তবে কেন তোমার ও মোহনমূর্ত্তি এনে আমার সামনে ধরেছিলে! কেন প্রাণনাথ, অভাগিনীর সর্ব্বনাশ করতে রাজপুরীতে প্রবেশ করেছিলে!

বিজয় বিজয়, তুমি জান—মহারাজ আমার কত বশীভূত, তাঁর উপর আমার কত অধিকার, আমি মনে করলে রাজ্য রাখতে পারি, ছাঁরখার দিতে পারি, যাকে ইচ্ছা সিংহাসনে বসাতে পারি; রাজ্য সিংহাসন ঐশ্বর্য্য অবিবাদে সকল তোমায় দিব, দাসী হয়ে তোমার চরণ সেবা করবো, কেবলমাত্র তোমার সঙ্গ-সুখের অভিলাষিণী, তোমার মধুর প্রেমের ভিখারিণী, দয়া কর আমায় তাই দাও, সদয় হও আমায় তাই দাও, আর কিছু চাইনি, আর কিছু চাইনি।

বিজয়। মা মা, আপনি কি বলছেন, আপনার মস্তিষ্ক স্থির নাই কি উন্মাদ-বায়ু আজ আপনাকে আক্রমণ করেছে! আপনি কারে কি বলছেন জানতে পাচ্ছেন না; বুঝতে পাচ্ছেন না, আমি যে বিজয়—আপনার পুত্র বিজয়। শৈশবে গর্ভ-ধারিণী জননীকে হারিয়েছি, যেদিন বাবার গলায় বরমাল্য দিয়েছেন, সেইদিন থেকেই আপনাকে জননী বলে জানি, আপনি বই আমাদের দু'ভায়ের আর মা বলবার যে কেউ নাই—আপনি কি আমার চরিত্র পরীক্ষা করছেন? মা মা, জননী, অমন কলুষিত বিষয়ে পরীক্ষা করবেন না, লোকে শুনলে কি বলবে, পিতা শুনলে কি বলবেন!

দুর্জ্জয়া। ওঃ তাই—তাই ভয়, তাই এত ইতস্ততঃ, নচেৎ সুন্দরী যুবতীর স্বেচ্ছাপ্রদত্ত প্রেম কোন্ নবীন যুবক উপেক্ষা করতে পারে! বিজয়, প্রাণাধিক! তোমার সম্মুখে আমি কুলকামিনীর সর্ব্বস্ব-সার লজ্জা ভয় বিসর্জ্জন দিয়েছি, তোমার প্রণয়ে অন্ধ হয়েছি, পাপ পুণ্যের জ্ঞান আর আমার নাই, তোমায় পাবার জন্য কোন কার্য্যেই আমার সাহস-

হীনতা পাবেনা ; মহারাজের ভয় কচ্ছো ? বল—একবার বল, তুমি আমার হবে, কালকার প্রাতঃসূর্য্য আর মহারাজকে দেখতে হবে না।

বিজয়। কি সর্ব্বনাশ! কি ভয়ানক কথা! তুমি কি রমণী! পিতা পিতা, এই প্রাচীন বয়সে শান্তিলাভের আশায় আপনি সরলা বালিকাভ্রমে পিশাচিনীকে গৃহে এনেছেন! ছি ছি, ধিক্ ধিক্! তোমায় আমি বার বার জননী বলে সম্বোধন করছি আর তুমি বার বার আমায় পাপবাণী বলছ ; মাতৃহীন বালক তোমার কাছে মাতার অমৃতময় স্নেহ ভিক্ষা করছে, আর তুমি তার সরল প্রাণে গরল ঢেলে দিচ্ছ ; ধিক্! ধিক্ তোমার রূপে, ধিক্ তোমার যৌবনগর্ব্বে, শত ধিক্ তোমার কুৎসিত ইন্দ্রিয় লালসায়, সহস্র সহস্র ধিক্ তোমার নরক কলুষিত জীবনে! পতিতপাবন পরমেশ্বর আমি পাপিয়সীর পাপ কথা কাণে শ্রবণ করেছি, আমার মহাপাতক হয়েছে, আমি কি প্রায়শ্চিত্ত করবো, কোথায় যাব, কোথায় পালাব, এ পাপের পাশ হ'তে কোথায় গেলে পরিত্রাণ পাব! আর আমার পিতা, পিতার আমার কি হবে! তিনি যে পিশাচিনীর কুহকে মুগ্ধ হয়েছেন, মোহিনী-ফণা বিস্তার করে কালসাপিনী যে তাঁর হৃদয় দংশন করতে উদ্যত হয়েছে ; করুণাময় জগদীশ্বর, আমার পিতাকে রক্ষা কর, পিতাকে রক্ষা কর!

[প্রস্থান।

দুর্জ্জয়। বটে এতদূর—এত তেজ, এত দর্প, এত গর্ব্ব, এত অহঙ্কার কিসের! রূপযৌবনের—পিপাসিত রমণী কাতর হয়ে প্রেমভিক্ষা করেছিল তাই কাপুরুষ তাকে তাচ্ছল্য করলি ?

বিজয় বিজয়, তুই জানিসনি আজ নিজে নিজের কি সর্ব্বনাশ করলি, আপনার শিরে আপনি আজ কি বজ্র হান্‌লি; তুই কি জানিসনে যে প্রত্যাক্ষ্যাত উপেক্ষিত নারী আঘাত প্রাপ্ত বিষধরী অপেক্ষাও ভয়ঙ্করী, জানিসনে, যে রমণী প্রণয়ের জন্য কুল মান লজ্জা ভয় সকলই জলাঞ্জলি দিতে পারে, প্রেমের প্রতিদান পেলে হেলায় প্রাণ ঢেলে দিয়ে ভালবাসতে পারে—সেই রমণী আবার ঘৃণিত হ'লে অবজ্ঞাকারীর প্রাণ পদতলে দলিত করতে পারে, নিজের প্রাণের জ্বালায় সে জগৎ সংসার জ্বালিয়ে দিতে পারে। (আমায় পিশাচিনী কালসাপিনী বল্লি, এতদিন তা ছিলেম না, কিন্তু আজ থেকে আমি কাল-সাপিনী পিশাচিনী হ'লেম, আর তার চেয়ে যদি আরও কিছু ভয়ঙ্করী থাকে তাও আমি হ'ব। নরক আমার সহায় হও, দুর্জ্জয়ময়ীর দারুণ হৃদয় অধিকার করে বসো, নারীসুলভ কোমলতা যদি হৃদয়ের কোন গুহ্যতম দেশে লুক্কাইত থাক দূর হও—দূর হও; রাক্ষস পশু ভূত প্রেত পিশাচ বেতাল দৈত্য দানব কে কোথায় আছ, সকলের অনিষ্টকারী শক্তি একদিনের জন্য আমায় ঋণ দাও, আমি প্রতিশোধ লই, প্রতিশোধ লই।) ছি ছি! রমণী হয়ে প্রণয় যাচিঞা করে উপেক্ষিত হয়েছি, আর অপমান কি আছে, আর অপমান কি আছে! দুর্লতা দুর্লতা—কে আছিস ওখানে, শীঘ্র দুর্লতা কোথা আছে খুঁজে আমার কাছে পাঠিয়ে দে; প্রতিহিংসা—প্রতিহিংসা—কি মধুর শব্দ! দাম্ভিক বিজয়, দুর্জ্জয়ময়ী শুধু তোর রক্তে তুষ্ট হবে না, যারে তুই বড় ভালবাসিস তোর সেই বড় আদরের বসন্তের রক্ত পান করবো, তোর সামনে তার ছিন্ন মুণ্ড গড়াগড়ি

যাবে, তারপর দুজনের রক্তে শ্মশানভূমি প্লাবিত হবে, জয়সেন নির্ব্বংশ হবে, জয়পুর রাজ্যে বাতি দিতে কেউ থাকবে না, তবে, তবে যদি এ আক্ষেপ মিটে, এ অপমানের প্রতিশোধ হয়! আর কেন এ বেশভূষা, কেন এ ফুলঅলঙ্কার, কেন এ বেণীবিন্যাস, দূর হ—দূর হ সব, ভয়ানক কাজ করবো, ভয়ানক মূর্ত্তির প্রয়োজন!

(রাজার প্রবেশ)

রাজা। প্রাণেশ্বরি প্রাণেশ্বরি! আমায় ক্ষমা কর, তোমার কাছে বসে থাকতে দাও, তোমায় না দেখে আমি আর থাকতে পাচ্ছিনে—অ্যাঁ একি এ! এ সব অলঙ্কারপত্র ছড়ান কেন? প্রিয়ে প্রিয়ে! তোমার একি ভাব? কেশভার লটপট কচ্ছে, বসন ছিন্ন ভিন্ন, চক্ষু রক্তবর্ণ, সর্ব্বনাশ! সোণার অঙ্গে যে রুধির চিহ্ন দেখি, বল প্রিয়ে কি হয়েছে? কথা কচ্ছনা কেন? অমন তীব্রদৃষ্টি কেন? বল বল, কথা কও।

দুর্জ্জয়। কি বলবো, কি কথা কব।

রাজা। এমন ভাব তোমার কখনও দেখিনি, বল কি হয়েছে? আমার হৃদ্‌কম্প হচ্ছে, আমায় বল কি হয়েছে?

দুর্জ্জয়। কিছু না—

রাজা। না না, অবশ্য কিছু হয়েছে, কে তোমায় আঘাত কল্লে? কে তোমার প্রতি এ অত্যাচার করেছে? কে তোমার এ দুর্দ্দশা কল্লে?

দুর্জ্জয়। কে করবে—কেউনা কেউনা, আমি আপনি করেছি—

রাজা। বলবে না, বলবে না আমায় প্রিয়ে! বলবে না যে কে আপনার মৃত্যু আপনি ডেকে এনেছে, জলন্ত আগুনের

মধ্যে কে সাধ করে প্রবেশ করেছে, সিংহের গহ্বরে কে হস্ত প্রদান করেছে? তুমি কি জাননা প্রিয়ে যে আমার রাজ্য সিংহাসন, প্রজা পরিজন নিজের প্রাণ সকল এক দিকে আর তুমি এক দিকে, তুমি কি মনে কর যে পাষণ্ড পিশাচ তোমার উপর এই অত্যাচার করেছে, এ রাজ্যের মাঝে তার কি আর নিস্তার থাকবে! তোমার ঐ বরঅঙ্গে একবিন্দু রুধিরের পরিবর্ত্তে সেই দুর্বৃত্তের শরীরের সমস্ত শোণিত নিঃশেষ করবো জাননা; হা অদৃষ্ট, হা অদৃষ্ট! আমি কখনও কারুর উপর কোন অত্যাচার করিনে, কি প্রজা, কি পরিজন, কি কর্ম্মচারী সকলকেই সুখস্বচ্ছন্দে রাখতে সাধ্যমত প্রয়াস পেয়েছি, নিজের সুখের প্রতি কখন দৃষ্টি করিনি, একমাত্র শেষ-দশায় প্রাণেশ্বরীকে হৃদয়ে ধরে কিছু শান্তি লাভ করবো, তাও কি লোকের চক্ষুশূল হ'ল! কারুর প্রাণে সইলো না, কে এ শত্রু? কে এ শত্রু?

দুর্জ্জয়। বিজয়—বিজয়—

রাজা। কি কি—কে কে? বল প্রিয়ে কে? কি নাম বল্লে? বিজয়! কে, কুমার বিজয়!

দুর্জ্জয়। না না কেউ না, আমি কারুর নাম বলিনি, সব আমার দোষ, আমার অদৃষ্টের দোষ! মহারাজ মানুষকে আমি আর এ মুখ দেখাব না, এ প্রাণ আর রাখব না, শীঘ্র তুষানল প্রস্তুত করবার অনুমতি করুন আমি তার মধ্যে প্রবেশ করি।

রাজা। অ্যাঁ তুষানল! প্রিয়ে—তুমি—প্রাণত্যাগ—তা' হ'লে আমার কি হবে! তা' হ'লে কি আর আমি একদণ্ড জীবিত থাকব!

দুর্জ্জয়। ভাল মহারাজ, দিন পেয়ে আজ তুমিও আমার অনুরোধ অবহেলা কচ্ছো; আচ্ছা, অতি তীব্র কালকূট তো আমার কাছেই আছে, তারই সাহায্যে এ পাপ প্রাণ পরিত্যাগ করবো।

রাজা। সর্ব্বনাশ! প্রিয়ে, এমন কাজ করো না, তা' হ'লে শুধু তুমি আত্মহত্যার নয় পতিহত্যার পর্য্যন্ত পাতকী হবে। চরণে ধরি মিনতি করি বল প্রিয়ে কি হয়েছে? কি অভিমানে তুমি প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে চাচ্ছ?

দুর্জ্জয়। কি বলবো মহারাজ, সে কথা শোনবার নয়, বিশ্বাস করবার নয়, সে ভয়ঙ্কর কথা, সে অস্বাভাবিক অসম্ভব কথা তুমি বিশ্বাস করবে না, কেউ করবে না।

রাজা। কি প্রিয়ে, তোমার কথা আমি বিশ্বাস করবো না! যে সরলা বালা শত শত রূপবান নবীন রাজকুমারকে উপেক্ষা করে আমার এই মৃত-হৃদয়ে অমৃত সিঞ্চন করেছে তার কথায় আমি বিশ্বাস করবো না! বল প্রিয়ে, কে তোমার অত্যাচারী? আমি তোমার অঙ্গস্পর্শ করে শপথ করছি সে আমার অতি আত্মজন হ'লেও, অতি স্নেহের পাত্র হ'লেও, সমুচিত শাস্তি প্রদান করবো, প্রয়োজন হয় তার ছিন্নমুণ্ড এনে তোমায় উপহার দেব।

দুর্জ্জয়। মহারাজ কল্লেন কি! কল্লেন কি! এমন শপথ করবেন না, যার দরুন আমার আজ এ দশা সে আপনার বড় স্নেহের ধন, আমারও বড় প্রাণের ভালবাসার—

রাজা। কে কে, কে সে বল? আমার শপথ, বিশেষ তোমার স্পর্শ করে শপথ অলঙ্ঘনীয়।

দুর্জ্জয়। মহারাজ, প্রাণনাথ, (রোদন)

রাজা। কেঁদনা কেঁদনা প্রিয়ে, কি বলছিলে বল, আমার প্রাণে আর ধৈর্য্য ধরছে না।

দুর্জ্জয়। মহারাজ, এই পৃথিবী যে কি পাপে পূর্ণ, যে ভালকে কেউ ভাল থাকতে দেয়না; আমি আপনার দ্বিতীয় পক্ষের রাণী বলে, আপনাতে আমাতে বয়সের একটু অসামঞ্জস্য আছে বলে, আপনার মনস্তুষ্টির জন্যে আমি একটু বেশবিন্যাসে মনোযোগী হই বলে, অন্তরালে কত লোকে কত কথা বলে, কত বিদ্রূপ করে—কিন্তু তা বলে গর্ভে ধরিনি বটে কিন্তু আপনার সন্তান তো—

রাজা। অ্যাঁ—আমার সন্তান, কে—বিজয়! কি তার এত-বড় স্পর্দ্ধা যে তোমায় বিদ্রূপ করেছে।

দুর্জ্জয়। বিদ্রূপ কি মহারাজ, সে তো অতি তুচ্ছ কথা, লোকের শ্লেষ তো আমার অঙ্গের আভরণ হয়েছে।

রাজা। তবে কি, তবে কি, শীঘ্র বল? তোমার অঙ্গে সেই পাষণ্ড আঘাত করেছে নাকি?

দুর্জ্জয়। অঙ্গে আঘাত! বিজয় যদি এই দেহ আমার খণ্ড খণ্ড করে ফেলতো তা' হ'লেও আমি হাসতে হাসতে প্রাণত্যাগ করতে পাত্তুম, কিন্তু—

রাজা। বল বল, কিন্তু কি বল? আমি যে কিছুই বুঝতে পাচ্ছিনে।

দুর্জ্জয়। ওহো! হৃদয়েশ্বর, সে কথা আমি বলতে পারবো না, সে কথা রসনায় আনলেও মহাপাতক হয়, হা বিজয়, কেন তোর এ দুর্ম্মতি হ'ল!

রাজা। অ্যাঁ সর্ব্বনাশ! কি দুর্ম্মতি! আমি যেন কিছু কিছু বুঝতে পাচ্ছি, তা কি সম্ভব, তাকি সম্ভব! সে অস্বাভাবিকতা যে পশু সৃষ্টিতেও বিরল!

দুর্জ্জয়। আমি তো বলেছিলেম মহারাজ যে সে কথা বিশ্বাসের নয়, আপনি বিশ্বাস করবেন না, কেউ বিশ্বাস করবে না।

রাজা। না না রাজ্ঞী, আমি তোমার কথা অবিশ্বাস কর্‌ছিনি, কিন্তু তোমার ভাবে কথায় আমার মনে যে সন্দেহ হচ্ছে, তাতো অতি অস্বাভাবিক অতি ভয়ঙ্কর! কলির প্রতাপ কি এতই বৃদ্ধি পেয়েছে যে শোণিতের বিচার লোপ হয়েছে!

দুর্জ্জয়। হৃদয়েশ্বর, বলে বিমাতা আবার মা কি, তার সঙ্গে আবার সম্পর্ক কি? বয়সের সামঞ্জস্যে আমিই তো তোমার উপযুক্ত, তোমার এই বিশ্ববিমোহিনী রূপ তোমার এই নবীন যৌবন, বৃদ্ধ পিতাকে ভজনা করে কেন নষ্ট কচ্ছো?

রাজা। রাজ্ঞী, চুপ্ কর চুপ্ কর, আর বলোনা, আর আমি শুনতে পারিনি, আর শোনবার প্রয়োজন নাই। আরে ছাগাধম বিজয়, আজ নিজ হস্তে তোর মুণ্ড ছেদন করবো, শৃগাল কুক্কুর দিয়ে তোর দেহ ভক্ষণ করাবো; রাণী রাণী, তুমিই তো এই সর্ব্বনাশ করলে, এ বীভৎসপূর্ণ দুর্ঘটনা তুমিই তো ঘটালে, আমি তো দূরে রেখেছিলেম, রাজপুরীতে প্রবেশ করতে দিইনি, তুমিই তো আপন সরল হৃদয়ের গুণে স্নেহরসে গলে পাষণ্ডদের পুরীতে আনালে।

দুর্জ্জয়। মহারাজ, প্রাণনাথ! আমার অপরাধ কি? আমি ভাল মনে করেই নিকটে আনিয়েছিলেম, ভালবাসব আদর করবো বলেই বিজয়কে সর্ব্বদা কাছে ডাকতেম; ঐ ভয়ঙ্কর কথা

বহুবার পরেও, যদিও আমার হৃদয়ে সহস্র বিষবাণ বিদ্ধ হচ্ছিল, তবুও বিজয়কে কত বোঝাতে গেলেম, কিন্তু সে একবারে উন্মত্তের ন্যায় আমায় আক্রমণ কল্লে, নখাঘাতে আমার অঙ্গ ক্ষতবিক্ষত কল্লে; আমি অবলা, তবু তার হাত ছাড়িয়ে পালাবার চেষ্টা কচ্ছি, এমন সময় বসন্ত কোথা হ'তে এসে "কি পাপিষ্ঠা আমার দাদাকে মারছিস" এই বলেই আমাকে প্রহার করতে আরম্ভ কল্লে, "আমার মা'র গহনা পরে তোর এত দর্প" বলেই বলপূর্ব্বক আমার অলঙ্কার সকল কেড়ে নিয়ে ছড়িয়ে ফেলতে লাগলো; অঙ্গে যে রুধির চিহ্ন দেখছেন এ তারি জন্য, অবশেষে বুকে, সেই বুকের যেখানে ব্যথা সেই-খানে, সজোরে পদাঘাত কল্লে, আমি মূর্চ্ছিত হয়ে পড়লেম, তার পর সংজ্ঞা লাভ করেই কেমন করে এ পাপ প্রাণ বিসর্জ্জন করবো তাই ভাবছি—

রাজা। আমার পুত্র নাই, পুত্র নাই, জয়পুররাজ আজ নির্ব্বংশ হ'ল, সিংহাসনে এসে শৃগাল কুক্কুর বসুক! নিজ বংশ আজ নিজ হস্তে ধ্বংস করবো! ওহো! পুত্র হ'য়ে এমন শত্রু! পুত্র হ'য়ে এমন শত্রু! এমন বিভৎসপূর্ণ ব্যাপার কেউ কখনও দেখেনি, কেউ কখনও শোনেনি, বুঝলেম এই জন্যই বিভীষণ "কলির শত পুত্রের পিতা হই" বলে শ্রীরামচন্দ্রের সাক্ষাতে শপথ করেছিলেন! ওঃ অসহ্য অসহ্য—প্রাণ অস্থির হ'ল, বুকের ভিতর ধূ ধূ করে জ্বলছে! বিজয়-বসনের শোণিত ব্যতীত এ আগুণ আর কিছুতেই নির্ব্বাপিত হবে না।

দুর্জ্জয়। মহারাজ মহারাজ! অকস্মাৎ এমন কর্ম্ম করবেন না, দাসীর জন্য আপনি পুত্রঘাতী হবেন না।

রাজা। পুত্রঘাতী! কিসের পুত্রঘাতী! কে আমার পুত্র? নিজ জননীর প্রতি যে এমন পশু আচরণ করতে পারে সে আবার পুত্র! মাতার বক্ষে যে পদাঘাত করে সে আবার পুত্র! এরূপ রাক্ষসদের জীবিত থাকতে দেওয়া জগতের অনিষ্ট করা; রাজ্ঞী বাধা দিওনা, তোমার সরল প্রাণের স্নেহের মৃদু ভাষ এখন শুনো না। আমি রাজার কর্ত্তব্য, পিতার কর্ত্তব্য, পতির কর্ত্তব্য এখন পালন করবো, এই দণ্ডে সভা আহ্বান করে অপরাধীর বিচার করে উপযুক্ত দণ্ড প্রদান করবো, বিচারকের চক্ষে নিজের পুত্র পরের পুত্র, আত্মীয় পর ভেদ থাকা উচিত নয়।

দুর্জ্জয়। মহারাজ—

রাজা। না না রাজ্ঞী আর বাধা দিওনা, একদিন তোমার অনুরোধ রাখতে পাচ্ছিনে, আমায় ক্ষমা করো, তুমিও সভায় এস, প্রয়োজন হ'তে পারে।

[বেগে প্রস্থান।

দুর্জ্জয়। আগুণ জ্বলেছে, খুব জ্বলেছে, ধূ ধূ জ্বলেছে! বিজয়, আপন হারা হ'য়ে তোকে প্রাণ দিতে গেছলেম, সে প্রাণ তুই পায়ে ঠেল্লি, দেখি তোর প্রাণ কোথায় থাকে! যার চরণে মাথা রাখবার জন্য স্বয়ং রাজা লালায়িত, তার হৃদয়ে তোর শয্যা পেতে দিয়েছিলেম, এখন অস্থি কঙ্কালময় মশানে তোর দেহ লুটাবে, দুর্জ্জয়ময়ীর আলিঙ্গন উপেক্ষা কল্লি, যা—যা—যমের আলিঙ্গনে যা—

[প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

অলিন্দ।

দুর্ব্বুদ্ধি ও বটুক।

বটুক। হুজুর আপনি দুঃখ করছেন কেন, কিসের লজ্জা? রাজাগিরি করতে গেলে লড়াই ঝগড়া হয়ই হয়, হারও আছে জিতও আছে।

দুর্ব্বুদ্ধি। যাও যাও, তুমি দাঁড়িয়ে থাকতে আমার এত অপমান, তোমায় উজিরী দিলেই তো আমার তক্ত টল্‌মল্ করবে দেখতে পাচ্ছি।

বটুক। হুজুর, আপনি রাজতক্তে বসুন, আমি উজিরের মস্‌নন্দে বসি, তখন দেখবেন আবার এই বুদ্ধি আর একরকম দাঁড়াবে, মেজাজ আপনা আপনি গরম হয়ে যাবে, তখন কি আর কাউকে ডরিয়ে চলবো, না দর্শনলাল ফর্শনলালের ভয়ে পিছ্‌পাও হ'ব; এখন কি করি বলুন, আপনার তো সব পূর এক্তারে আসেনি, কাজেই একটু চেপে চুপে যেতে হচ্ছে, এখন শীগ্‌গির শীগ্‌গির যাতে রাজা ব্যাটাকে নিকেশ করে আপনি গোড়াগেড়ে সিংহাসনে বসতে পারেন তার চেষ্টা করুন।

দুর্ব্বুদ্ধি। আরে আহাম্মক আমি চেষ্টা করলে কি হবে? দিদিমণিটা যে কোন কাজের নয়, তাকে যত বলি যা হয় একটা কিছু কর, আমরা দখল টখল করে বসি; ততই বলে এখনও ঠিক সময় হয়নি—সময় হয়নি, কবে যে রসময়ীর আমার সময় হবে তাতো বুঝতে পারিনি; আজ যা হ'বার হবে একটা চোটপাট শুনিয়ে দেব, বলবো যে সত্যি সত্যি কি আমার বাবার

রাজ্যে রুটী নেই, তাই তোমার দেউড়ীতে দুবেলা দু টুকরোর জন্যে হাপিত্যেস হয়ে পড়ে থাকব? আর এই দুর্লতা বেটীই বা মন্তন্নী রয়েছে কেন? দিদিকে সলিয়ে কলিয়ে আসল কাজটা হাসিল করতে পাচ্ছে না! বেটীকে আমি যত কাজের কথা বলি বেটী ততই ঘ্যানর ঘ্যানর করে পীরিত জানাতে এসে; বেটী ঠিক করে রেখেছে যে আমি রাজা হ'লে উনি পাটরাণী হবেন, আরে শালী বোঝে না যে যখন যেমন হাল তখন তেমন চাল, চাক্তির খাঁক্তি ছিল তাই বেটীর সঙ্গে তামাসা ফষ্টিটা করা যেত, এখন বোনের অগাধ ধন, হীরেমন্ বই কি আর মন ওঠে।

বটুক। মনতো মন হুজুর মনের কোণও ওঠেনা। আপনি রাজা হয়ে সিংহাসনে বসলে হীরেমন্কে তো পাটরাণী করবেনই, কিন্তু গোলামকেও একটা কাকাতুয়া টাকাতুয়া গোছ দেখে দেবেন, নিদেন টুন্টুনি—

দুর্ব্বুদ্ধি। চোপ্—শ্বশুর আমি কি তোর—

বটুক। আজ্ঞা না না, তাকি বলছি—তাকি বলছি, তবে আপনি দোর্দ্দিণ্ড প্রচণ্ড অপগণ্ড মহারাজ হয়ে সিংহাসনে জোড়া-মেলা হয়ে বসবেন, আর আপনার ডাইনের দোহার মন্ত্রী ফুট্ থাকবে সেটা কি ভাল দেখায়?

দুর্ব্বুদ্ধি। ফুট্ কি? একবার মটুকখানা মাথায় দিই, তার-পর রাজ্য চালাই কি রকম দেখনা, ঘর ঘর মেয়েমানুষ লুটব, এ রাজ্যে কেউ হুট্ করে সতীপনা দেখিয়ে যাবে তার যো রাখছিনি, আমার ধ্বজায় লেখা থাকবে, "সধবা বিধবা নাস্তি, নাস্তি নারী পতিব্রতা।"

বটুক। আহা হা! হুজুর, তবে তো একবারে রামরাজ্যি

হয়ে গেল! রামচন্দ্রজী যেমন লঙ্কাকাণ্ড করে "এক এক বানরের কোলে দশ দশ নারী" বকসিস্ করেছিলেন, হুজুর আমাদের উপর সেই রকম নেক্‌নজর করলেই কাশীতে মন্দির দেবার কাজ করে নেবেন, একবার তড়াক্ করে হুজুর তক্তখানায় বসে পড়ুন।

দুর্ব্বুদ্ধি। কিন্তু দেখ বটুক ভাই, হীরেমন্ বেটীর কি আক্কেল! আজকে দর্শনে ব্যাটার সঙ্গে হাঙ্গাম হওয়ায় টাকা-গুলো দিতে পাল্লুম না বলে আমাকে ফট্ করে অপমানটা করে বসলো; আমি এদ্দিন পরে বেশ বুঝতে পাল্লুম যে, বেশ্যার ভেতর সতী নেই।

বটুক। হুজুর যা বল্লেন—হায় রে সে কাল!

দুর্ব্বুদ্ধি। কিন্তু দেখ, বেটীকে একবার জব্দ করে দিচ্ছি।

বটুক। হাঁ হুজুর, কোটালকে হুকুম দিয়ে দিন বেটীকে তুড়ুম ঠুকে; আমি শাস্ত্রিদের গোটা দুই বাঁটলো চুরি করে বেটীর ঘরের ভেতরে রেখে আসবো, তার পর চোরাই মাল বেরিয়েছে বলে বেটীকে গ্রেপ্তার করা যাবে।

দুর্ব্বুদ্ধি। আ রাম রাম, বটুক ভাই, আমি দেখছি উজিরী করা তোমার কাজ নয়, তুমি মেয়েমানুষকে কি করে জব্দ করতে হয় তা জান না।

বটুক। আজ্ঞা না হুজুর, ঐখানটা আমি একটু খামতি আছি।

দুর্ব্বুদ্ধি। টাকা টাকা! বেটী তিন হাজার টাকার জন্যে আমায় অপমান করেছে, তেমনি তিন তিরিক্কে তেত্তিশ হাজার টাকা বেটীর নাকের ওপর ধরে দেব, দেখি বেটীর মুখখানা কোথায় থাকে! শ্বশুরী তখন, যে পান আজ ছুঁড়ে ফেলে দিলে,

সেই পান আমার হাত থেকে কেড়ে নিয়ে খাবে, হা হা হা! কেমন বটুক ভাই, কেমন জব্দ হবে কিনা? হা হা হা!

বটুক। হা হা হা! বেটী ভারি জব্দ হবে, তেত্রিশ হাজার টাকা পেলে বেটীর বত্রিশ নাড়ীর টান ধরবে, হীরেমন্ বাছাধন তখন মানের কপ্‌চানি ভুলে গিয়ে পীরিতের রাধাকৃষ্ণ বুলি ধরবে, হা হা হা!

(দুর্লতার প্রবেশ)

দুর্লতা। হা হা হা! চ্যা—হা হা হা! এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘোড়া ডাকছেন পোড়ার মুখো, মুখে তোপড়া বেঁধে দেব নাকি, দানা খাবে? উদিকে যে আকুণ্ডু কুণ্ডু বেঁধেছে, তার খবর আছে?

দুর্ব্বুদ্ধি। কি কি, তোমার মুণ্ডু বেঁধেছে, কি হয়েছে কি?

দুর্লতা। বালাই ষেটের বাছা ষষ্ঠীর দাস, আমার মুণ্ডু বাঁধতে যাবে কেন! মুণ্ডু বাঁধুক তোমার, সেই সেই—বুলবুলী, না নুরী, না হীরেমন্, কে—কে—সে—এ চোকখাগীর। বেটীকে একবার ধরতে পারি তো মশাল জ্বেলে বেটীর ডানা পুড়িয়ে দিই; আচ্ছা কেন বল দেখি মামুজী, তোমার আমার ওপর থেকে মন ফিরে যাচ্ছে? আমি বুঝতে পাচ্ছি, ঐ নচ্ছার মিন্‌ষে, ঐ হাড়হাবাতে হতচ্ছাড়া নেশাখোর গতরখেগো মিন্‌ষেই তোমার শনি, ঐ যত বেটী পবরীর বাড়ী ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আমার উপর তোমার চিত্তির চটিয়ে দিচ্ছে।

বটুক। ও দোল্লা—দোল্লা—দোলের নেতা—আমার ওপর কেন! আমার ওপর কেন, আমি কিছু জানিনি, তোমার মাথা খাই।

দুর্লতা। কেন, পেটের ফাঁড় কি আর কিছুতেই পূরছে না,

তাই আমার মাথা খেতে যাবে! তোর বুদ্ধি না পেলে দুর্ব্বুদ্ধি মামার সাধ্যি কি যে, আমায় অপঘেন্না করে। যে মামুজী আমায় দেখলে কত হাসতো, কত চোখের ভঙ্গিমে করতো, কথা কইতো, যেন গোলাপী গাণ্ডেরী, সেই মামুজী আজ আমায় বলে কিনা তোমার "মুণ্ডু"! আমার হ'ল মুণ্ডু—সেই চোকথাগীদের বদন! আচ্ছা আমিও দেখছি, দুল্লতাকে হেনস্থা কল্লে রাজগদী কার হিকমতে পাও তাও দেখছি! হীরেমন্ তো হীরেমন্, তখন ফিঙে যুটবে না, ফিঙে যুটবে না!

দুর্ব্বুদ্ধি। হা হা হা! চটেছে চটেছে, মাণিকচাঁদ আমার ভারি চটেছে—

ক'ওনা কথা, ও দুর্লতা, কেন মনে ব্যথা দাও।
চটে মটে কট্‌মটিয়ে, তুমি ফটিক চোখে চাও॥

বটুক। তারি সাথে কসের দাঁতে বটুকচাঁদে চিবিয়ে খাও।

দুর্লতা। বেয়ে বোটে, আন্‌নু ঘাটে, তাই বোড়াও বুঝি নাও॥ তা বুড়ুক না বুড়ুক, ভরা ডুবি হ'ক, যার ডুববে তার-ডুববে আমার কি, আমি তো দাসী আছিই, না হয় দাসীই থাকবো; রাজরাণী হওয়া যদি বরাতে নাই রইল, তবে কারুকে রাজা করবার জন্যে আমার ঘুরে ঘুরে লোকের মুন্নি কুড়নো কেন!

দুর্ব্বুদ্ধি। রাগ কচ্ছো কেন, খবরটাই কি বল না?

দুর্লতা। খবরের দাম অর্দ্ধেক রাজত্যি, কিন্তু আমি বলবো কেন? বলবো না তো—যাও।

দুর্ব্বুদ্ধি। ঐ যে হাসছে, মুখ টিপে টিপে হাসছে, এইবার দুল্—দুল্—দুল্—গুলবাহারের রাগ পড়েছে, এইবার বল্ তো নতুন খবরটা কি?

দুর্লতা। বল্লুম তো খবর খুব জবর, আজ একেবারে সব ফর্সা, এখন ভরসা করে আমায় নিয়ে সিংহাসনে বসতে পাল্লেই তুমি রাজা।

দুর্ব্বুদ্ধি। রাজা! রাজা! আজই আমি রাজা! কি রকম কি রকম?

বটুক। হুজুর রাজা, আমি উজির, ক্যাবাত ক্যাবাত!'

দুর্লতা। মামুজী, বোন তোমার একজন বটে, একেবারে ধনুক ভাঙা পণ করে বসেছে যে, রাজা যদি ছেলে দুটোকে মেরে রক্ত এনে না দেখায় তো নিজে রক্তগঙ্গা হয়ে মরবে; ওগো সাক্ষেৎ সতীলক্ষ্মীর পেটে জম্মেছিল গো সাক্ষেৎ সতীলক্ষ্মীর পেটে জম্মেছিল! কি কান্না গো কি কান্না, ঠিক যেন সত্যি সত্যি। বুড়ো রাজার আঁতে ঘা দিয়েছে, একেবারে আঁতে ঘা দিয়েছে, বলেছে যে বিজে ছোঁড়া তাঁর জাত থেতে গেছলো, আর এই ছোট বিজকুটে তাঁকে ধরে নিদ্দম করে মেরেছে, একেবারে গদ্দান নেবার হুকুম হয়ে গেছে গো গদ্দান নেবার হুকুম হয়ে গেছে।

বটুক। ধা ধিনী তা ধিনিক ধিসো, তাক্ তাক্ সিন্ তাক্,
দে পার ধূলো, আমার দুলো, বেঁচে থাক তুই থাক।

দুর্ব্বুদ্ধি। বলিস কি দুলি বলিস কি! দিদিমণি আমার বুদ্ধির খনি! কি বলবো দিদিমণি, নইলে তাকেই করতেম পাটরাণী। সত্যি বলছিস তো দুলি, ঠিক জানিস?

দুর্লতা। মাইরি ভাই মামুজী মাইরি, প্রাণ তো তোমায় অনেক দিনই দিয়েছি, আজ রাজ্য দিলুম, এইবার ডঙ্কা বাজিয়ে গিয়ে লঙ্কা ছারখার কর।

দুর্ব্বুদ্ধি। বটুক ভাই, বটুক ভাই, এইবার আমি মহারাজ ফৎলেহাম বাহাদুর হলুম আর কি, এইবার বুড়োব্যাটার মুড়োটাই নিই, কি একটা আঁধার গারদেই বা রাখি, যা ইচ্ছে তা করতে পারি সোজা কথা, কি বল বটুক ভাই?

বটুক। আর বটুক ভাই, এখন শীগ্‌গির শীগ্‌গির তোষাখানায় চলুন, আপনি একটা রাজার পোষাক, আমি একটা মন্ত্রীর পোষাক পরে ঝাঁ করে গে সভা আলো করে বসি।

দুর্লতা। আর আমি?

বটুক। আর তুমি একটা দেখে শুনে ঝাঁপ্পা ঝোঁপ্পাওয়ালা পাখোয়াজ টাখোয়াজ পর না।

দুর্লতা। মামুজী প্রাণনাথ! এইবার তো আমায় যা কথা দিয়েছিলে, আমায় গন্ধর্ব বিয়েটে করে ফেল, আমি ধান দুব্বো আনি—

(গীত)

আমার আহ্লাদে প্রাণ আটখানা।
প্রাণ কেমন কেমন করে বুঝতে পারি না॥
আমি আসছি [illegible] নিয়ে, মামুজী করবে বিয়ে,
গলাগলি ঢলাঢলি করবো দুজনা॥
তোমার মুখখানি কি চমৎকার,
দেখে তোরে মাথা ঘুরে হয় একাকার,
যদি ভালবাসিস, সামলে থাকিস,
দিস নাকো ভাই প্রাণে হানা॥

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

রাজসভা।

(মন্ত্রী, সভাসদ্গণ ও বন্দিগণ)

১ম সভা। মন্ত্রীমহাশয়, আজ এমন সময় মহারাজ যে সভা আহ্বান করলেন এর হেতু কি ?

মন্ত্রী। রাওসাহেব, হেতু কি তা আমি অবগত নই ; কারণ অনুসন্ধানের জন্য উৎসুকও হইনি, এত দিনের পর মহারাজকে যে আবার সভায় উপস্থিত হয়ে সিংহাসনে বসতে দেখব, আবার রাজ্য সম্বন্ধীয় কার্য্যে মনোযোগী হ'তে দেখব, এতেই আমার হৃদয় আনন্দরসে আপ্লুত হচ্ছে।

২য় সভা। কিন্তু যে কর্ম্মচারী আদেশ পত্র নিয়ে গিয়েছিল, তার মুখে শুনলেম যে, মহারাজ কার উপর যেন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়েছেন। কোথাও কি কোন যুদ্ধ বিগ্রহ হ'বার সম্ভাবনা আছে ? কোন শত্রু কি স্পর্দ্ধা করে আমাদের মহারাজকে অপমান করেছে ? নিদ্রিত সিংহকে জাগরিত করে আপনার অমঙ্গল কে আপনি ডাকলে ?

মন্ত্রী। কৈ, আমি যতদূর জানি, তাতে আপাততঃ কোন বহিঃশত্রুর সঙ্গে বিবাদের তো সম্ভাবনা নাই, কিন্তু আমিও মহারাজের ভাবে বিলক্ষণ ক্রোধের লক্ষণ দেখেছি ; কি যে

কারণ কিছুই বুঝতে পাচ্ছিনি! অনেক দিন—অনেক দিন কেন—কখনই আমি মহারাজের এরূপ বিকৃত ভাব পরিলক্ষিত করিনে। আমি যখন রাজসন্নিধানে উপস্থিত হলেম, দেখলেম তাঁর চক্ষুর্দ্বয় রক্তবর্ণ, সর্ব্বাঙ্গ কম্পমান, ললাট হ'তে স্বেদধারা প্রবাহিত হচ্ছে, কণ্ঠস্বর রুদ্ধপ্রায়, দুটী একটী কথায় আমায় সভা আহ্বানের আজ্ঞা দিলেন, তাও অতি কষ্টে, কিন্তু সে যাই হ'ক, যে কারণেই নরনাথের এরূপ ভাববৈলক্ষণ্য হ'ক, নিদ্রিত সিংহ যে জাগরিত হয়েছেন, এর জন্যেই আমি জগদীশ্বরকে ধন্য-বাদ দি, মহারাজের নির্জ্জীবপ্রায় প্রাণ যে আবার উৎসাহের তরঙ্গে আলোড়িত হয়েছে, এতেই আমার হৃদয় আশায় আনন্দে নৃত্য করছে।

১ম সভা। এই যে, এই যে! মহারাজ সভায় আসছেন।

(রাজার প্রবেশ)

সকলে। জয় জয় মহারাজ জয়সেনের জয়!

১ম বন্দী। জয়পুর রাজ্যে কমলা অচলা হ'ন, মহামান্য প্রবল প্রতাপশালী মহারাজ জয়সেন, সুস্থ শরীরে মনের সুখে দীর্ঘজীবী হয়ে, শত্রুদল দমন করে, মিত্রবর্গের মঙ্গলসাধন করে, ধরণী শাসন প্রজাপালন করুন। রাধাবল্লভজী রাজকুমারযুগলের মঙ্গলবিধান করুন।

সকলে। জয় জয়পুর রাজ্যের জয়! জয় মহারাজ জয়সেনের জয়! জয় রাজকুমারদ্বয়ের জয়!

১ম সভা। মহারাজ যে আজ স্বয়ং সভাস্থলে উপস্থিত হবেন এ শুভ সংবাদ বিদ্যুদ্বেগে রাজ্যের সকল স্থানে বিস্তৃত হয়েছে, উচ্চ নীচ সমস্ত প্রজাই আজ আনন্দে নৃত্য করছে।

রাজা। মন্ত্রী, কতওয়াল এখনও আসেনি? কতওয়াল এখনও বন্দীদের আনেনি?

মন্ত্রী। বন্দী! নরনাথ কোন্ বন্দীদের কথা আজ্ঞা করছেন, আমিতো তা কিছুই অবগত নই।

রাজা। বটে বটে! সে কথা আমি তোমাদের কাছে এখনও প্রকাশ করিনি বটে! ভাল এখনি জানতে পারবে। মন্ত্রি, সভাসদ্গণ! এখনি আমি কোন ভয়ঙ্কর গুরুতর অপরাধের বিচারে প্রবৃত্ত হ'ব, তোমাদের ন্যায়মত শাস্ত্রমত সাধ্যমত তদ্বিষয়ে আমাকে সাহায্য করতে হবে।

মন্ত্রী। এত দিনের পর মহারাজ যে এই সকল গুরুতর রাজোপযোগী কার্য্যে স্বয়ং হস্তক্ষেপ করছেন, এতে আমাদের উৎসাহ শতগুণে বর্দ্ধিত হচ্ছে; জগদীশ্বরকৃপায় আমরা কেহই কর্ত্তব্য পালনে ত্রুটি করবো না।

রাজা। আচ্ছা, তোমরা বল দেখি পক্ষপাতশূন্য হয়ে রাজার বিচার করা প্রধান কর্ত্তব্য কি না?

মন্ত্রী। সাক্ষাৎ ন্যায়ের প্রতিমূর্ত্তি জয়পুরাধিপতিকে সে কথা কি আর স্মরণ করিয়ে দেবার আবশ্যক? আর এ রাজবংশ ভেদাভেদজ্ঞানবিরহিত ন্যায়বিচারের জন্য কবে প্রসিদ্ধ নয়? মহারাজ, অধীনের ধৃষ্টতা মার্জ্জনা করবেন, আজকার বিচার্য্য বিষয় কি এবং অপরাধীই বা কে, জিজ্ঞাসা করতে পারি কি?

রাজা। আজকে যে অপরাধের বিচার জন্য আমি সভাস্থ হয়েছি, তা অবাচ্য অশ্রাব্য, অতি গুরুতর, অতি ভয়ঙ্কর! পিশাচেরও কল্পনার অতীত, আর অপরাধ—এই যে কতওয়াল পাষণ্ডদের আনছে।

(বিজয়, বসন্ত ও কতওয়ালের প্রবেশ)

মন্ত্রী ও সভাসদগণ। জয় কুমার বিজয় ও বসন্তের জয়!

রাজা। একি মন্ত্রিন্! একি অমাত্যগণ! সভাস্থলে তোমরা অপরাধীর জয় ঘোষণা করছো? এরূপ আচরণ রাজনীতি-বিরুদ্ধ।

মন্ত্রী। অপরাধীর জয় ঘোষণা! কৈ অপরাধী কে? কেউতো উপস্থিত নাই, আমরা তো প্রথামত কুমারদ্বয়ের নাম উচ্চারণ করে জয়ধ্বনি করেছি মাত্র।

রাজা। হ'তে পারে, ভ্রম হ'তে পারে, তোমাদের অপরাধ নাই। কতুওয়াল, কেন তুমি নিয়মের বিরুদ্ধাচরণ কাজ করলে? বন্দীকে বিচারের স্থলে বন্ধনাবস্থায় আনতে হয়, তা কি তুমি জাননা?

কত। মহারাজ, রাজকুমারদের অঙ্গ স্পর্শ করতে আমার সাহস হয় না। আর মহারাজ স্মরণ করেছেন বলবামাত্র, কুমারেরা আগ্রহের সহিত আমার সঙ্গে এলেন।

রাজা। তোমার কার্য্যে আমি অসন্তুষ্ট হয়েছি, ন্যায়ের চক্ষে, কর্ত্তব্যের চক্ষে আত্মপর উচ্চনীচ ভেদ থাকা কখনই উচিত নয়, আপনার কর্ত্তব্য কাজ কর, অপরাধীদের শৃঙ্খলে আবদ্ধ কর।

বিজয়। (স্বগত) কি এ! পিতা কার উপর ক্রুদ্ধ হয়েছেন! কাকে বন্ধন করতে বলছেন! কে অপরাধী! কতওয়াল রাজকুমারের অঙ্গ স্পর্শের কথা কি বলছে!

রাজা। কি, এখনও আমার আজ্ঞা প্রতিপালিত হচ্ছে না! অপরাধিগণ এখনও মুক্তহস্ত!

(কতওয়ালের বিজয় ও বসন্তকে বন্ধন করিবার উদ্যোগ)

বসন্ত। কি কোটাল, আমার গায়ে হাত! দাদাকে বাঁধ্‌ছ যে? (দৌড়িয়া রাজার নিকট গিয়া) বাবা বাবা, দেখুন দেখুন, আপনি কোন্ চোরকে না কাকে বাঁধতে বল্লেন, কোটাল আমাদের বাঁধতে যাচ্ছে, আপনি কোটালকে তাড়িয়ে দিন।

রাজা। পাষণ্ড পুত্র দূর হ, আমার অঙ্গ স্পর্শ করিসনে, অপরাধীদের স্থলে গিয়ে দাঁড়া।

বিজয়। কেন পিতা, আপনি আমাদের উপর ক্রুদ্ধ হয়েছেন? দেখুন আপনার বসন, আপনি বকেছেন বলে অভিমানে রোদন করছে, আমরা তো কোন অপরাধই করিনি, আমাদের লেখা-পড়ার, অস্ত্র-ক্রীড়ার পরীক্ষা নিন; পণ্ডিত মহাশয় আর বর্ম্মণজী আমাদের যতদূর শিখিয়েছেন, আমরা সব শিখেছি।

বসন্ত। বাবা, জিজ্ঞাসা করুন, আমি সমস্ত চাণক্যশ্লোক মুখস্থ বলছি, আমি ওড়া পাখী তীরে বিঁধতে পারি, হাঁ দাদা পারিনি?

রাজা। আরে নরাধম বিজয়, তুই না আমার জ্যেষ্ঠপুত্র? তুই না এ রাজ্যের উত্তরাধিকারী? তোকে না শীঘ্রই যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করে রাজমুকুট পরিয়ে আমি রাজ-কার্য্য হ'তে অবসর গ্রহণ করবো বলে মনে মনে বড় আশা কচ্ছিলেম, তা তোরই এই কাজ? অবশেষে আমায় এই প্রতিদান দিলি?

বিজয়। পিতা পিতা, আমার কি অপরাধ হয়েছে বলুন? আমরা অল্পবুদ্ধি ছেলেমানুষ, না জেনে কোন দোষ করে থাকি, আপনি পিতা, আমাদের শাসন করুন, শাস্তিবিধান করুন।

রাজা। "শাস্তিবিধান!" জানিস কুলাঙ্গার, যে অপরাধ করেছিস, তা'তে সামান্য ঘাতকের হস্তে সর্ব্বসমক্ষে প্রাণদণ্ড ভিন্ন তোদের অন্য শাস্তি নাই।

বিজয়। প্রাণদণ্ড!

সকলে। প্রাণদণ্ড!

মন্ত্রী। রাজকুমারদের প্রাণদণ্ড!

রাজা। কেন মন্ত্রিন্, কেন সভাসদ্গণ, আশ্চর্য্য হচ্ছো কেন? রাজকুমারদের প্রাণদণ্ড শুনে সকলে যে স্তম্ভিত হ'লে দেখতে পাই! তোমরাই না বলছিলে যে, রাজার পক্ষপাতশূন্য হয়ে বিচার করা কর্ত্তব্য, দণ্ডপ্রদান অপরাধের গুরুত্ব বা লঘুত্বের উপর নির্ভর করে, অপরাধীর পদ বা বংশমর্য্যাদার উপর নয়।

মন্ত্রী। নরনাথ, আপনার ন্যায়দৃষ্টি বা বিচারবুদ্ধির প্রতি সন্দেহ করতে কে সাহসী হবে? কিন্তু রাজকুমারযুগল অতি শান্ত, ধীর, নম্রপ্রকৃতি, অতি মিষ্টভাষী, সর্ব্বজনপ্রিয়, তাঁরা প্রাণদণ্ডের উপযোগী কি অপরাধে অপরাধী হ'তে পারেন তা আমাদের কল্পনার অগোচর।

রাজা। তোমাদের কি, মনুষ্যের কথা দূরে থাক, সে পাপকার্য্য পিশাচেরও কল্পনার অগোচর; আমি পূর্ব্বেই বলেছি, আজকে যে অপরাধের বিচার হবে, তা' অশ্রাব্য অবাচ্য, অপরাধীরা সমক্ষে আছে ওদের জিজ্ঞাসা কর। পাপিষ্ঠ বিজয়, দুরাত্মা বসন্ত, তোদের অন্তিমকাল উপস্থিত, সর্ব্বসমক্ষে আত্মদোষ স্বীকার করে যতটুকু পারিস মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত কর্।

বিজয়। বাবা, কি স্বীকার করবো, কি দোষ করেছি! আমরা তো কিছুই জানিনি!

বসন্ত। বাবা, রাজবাড়ীতে এসেছি বলে কি আমাদের দোষ হয়েছে? ছোট মা না আনতে পাঠালে, আপনি না ডাকতে পাঠালে আমরা তো শিক্ষা-বাড়ী ছেড়ে আসতেম না; বাবা আপনাকে দেখবার জন্য আমাদের মন কেমন করতো, আপনার কোলে ওঠবার জন্য শান্তাদিদির কাছে কাঁদতুম, কিন্তু আপনি আনতে না পাঠালে তো আমরা আসতে পারতুম না, আবার আমাদের সেখানে পাঠিয়ে দিন, আর আমরা কখনও আসব না, মন কেমন করলে মনে মনে কাঁদব, এখানে আসবার আর নাম করবো না।

রাজা। এখানে কি, এখানে কি, এ পৃথিবীতে আর তোদের স্থান নাই! ছি ছি ছি! এ নিষ্কলঙ্ক বংশে এমন কুলাঙ্গার সন্তান! পুত্র হয়ে জননীর প্রতি এমন অস্বাভাবিক অত্যাচার!

বিজয়। জননীর প্রতি অত্যাচার, সেকি! ছোটমার প্রতি—

রাজা। চোপ্ মহাপাতকী, তোর কুৎসিত রসনায় আর পবিত্র মাতৃশব্দ উচ্চারণ করিস্‌নে. ও স্বর্গীয় নাম উচ্চারণ করবার আর তোর অধিকার নাই।

বিজয়। কেন পিতা?

রাজা। কেন! কেন! তোর কলুষিত অন্তরাত্মাকে জিজ্ঞাসা কর্, তোর নরক সদৃশ হৃদয়কে জিজ্ঞাসা কর্, আজ কি মহাপাতকের কার্য্য করেছিস। স্নেহময়ী সরলা রমণী, যিনি তোদের আপনার গর্ভজাত সন্তান অপেক্ষা যত্ন করেন, তাঁর প্রতি আজ কি পৈশাচিক অত্যাচার করেছিস্?

বিজয়। মহারাজ আপনি পিতা—রাজা, উভয় সম্পর্কেই আমাদের শাসন পালনের অধিকারী—আপনার সমক্ষে বলছি,

সভাস্থ সকলের সমক্ষে বলছি, এই ধর্ম্মাসনের সমক্ষে, অন্তর্যামী জগদীশ্বরের সমক্ষে বলছি, বাল্যসুলভ চপলতা হেতু বিবিধ দোষে দোষী হ'তে পারি, কিন্তু অন্তরাত্মা পাপকলুষিত নয়, হৃদয় আমার নরক সদৃশ নয়; ছোট মাকে কোনরূপ পীড়ন করা দূরে থাক, দুঃস্বপ্নেও সে কথা কখনও আমার নিদ্রিত মনে স্থান পায়নি। যে জননী আমাদের শৈশবে ফেলে পালিয়েছেন, নিষ্ঠুর কাল যাঁর মধুর স্নেহে আমাদের অকালে বঞ্চিত করেছে, সেই স্বর্গগতা গর্ভধারিণীকে আমি যেমন আন্তরিক ভক্তির সহিত পূজা করে থাকি, ছোটমাকেও সেইরূপ পূজা করে থাকি।

রাজা। পাপের উপর পাপ, মহাপাতকের উপর আবার মিথ্যার পাপ সঞ্চয় করছিস। নরাধম, আজ কি জন্য অপরাহ্নে রাজ্ঞীর গৃহে গিয়েছিলি?

বিজয়। ছোট মা আমায় স্মরণ করেছিলেন।

বসন্ত। হাঁ, ছোট মা তো দাদাকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন; তিনি দাদাকে কতবার ডেকে পাঠান, কত আদর করেন, কত ভাল ভাল খাবার, কত ভাল ভাল জিনিস দেন, আমার চেয়ে মা দাদাকে বেশী ভালবাসেন, আমাকেও ভালবাসেন, কাছে গিয়ে মা বলে দাঁড়ালে কত আদর করেন, কিন্তু দাদার মত ডেকে পাঠান না। না বাবা না, দাদা মাকে কিছু বলেনি, আপনি বরং তাঁকে জিজ্ঞাসা করবেন, আপনাকে কে মিছিমিছি বলেছে।

(দুর্জ্জয়ময়ীর প্রবেশ)

মা মা, বাবাকে কে মিছিমিছি বলেছে যে, দাদা তোমায় মেরেছে, তুমি বাবাকে বলতো সে সব মিছে কথা, হাঁ মা

দাদা তোমায় ভালবাসে না? আমি তোমায় ভালবাসিনে? হাঁ মা, তুমি আমাদের ভালবাস না?

রাজা। রাজ্ঞি রাজ্ঞি, তুমি এসেছ বেশ করেছ; তোমার অপেক্ষায় এখনও পাপাচারদের মশানে পাঠাইনি। ওরে দুরাত্মা বিজয়, এখনও তোর মিথ্যা কথা বলতে সাহস হয়, রাণীর প্রতি অত্যাচার করিসনি, এ কথা কি এখনও তোর পাপ রসনা হ'তে নির্গত হবে!

বিজয়। মহারাজ, আপনি পিতা, জগতে জগৎপিতার প্রতিভূ-স্বরূপ, আপনার সমক্ষে বলছি, জননীর সমক্ষে বলছি, আমি তাঁর প্রতি কখনও কোন দিন কোন দুর্ব্যবহার করিনি। পিতা, আমার মুখপানে চেয়ে দেখুন, পিতার স্নেহবিগলিত পক্ষপাতের চক্ষে দেখতে বলছিনি, আপনার অভিজ্ঞতাপূর্ণ রাজচক্ষে দৃষ্টি করুন, দেখতে পাবেন, আমার চক্ষে মিথ্যা লুক্কায়িত আছে কি না? আমার মুখে হৃদয়ের নির্দোষিতা প্রকাশ পাচ্ছে কি না?

রাজা। তবে কি রাজ্ঞী আমায় মিথ্যা বলেছে! দুরাচার তোর প্রস্থানের পরক্ষণেই আমি উপস্থিত না হ'লে সরলা বালা এতক্ষণে আত্মহত্যা করে পাপপৃথিবী পরিত্যাগ করতো, অন্তিম-কালে সত্য কথা ক, বল্ আজ রাণীর গৃহে গিয়ে কি দুষ্কার্য্য করেছিলি? কি ঘটনা হয়েছিল? আনুপূর্ব্বিক সমস্ত ঘটনা বল্?

দুর্জ্জয়। (স্বগত) সর্ব্বনাশ! সর্ব্বনাশ! সবই তো প্রকাশ হবে! এখনি তো সব বলে ফেলবে! মহারাজ কার কথা বিশ্বাস করবেন? আমার কথা না বিজয়ের কথা? (প্রকাশ্যে) মহারাজ, অভাগিনী রমণীকে আর কেন রাজ-সভামাঝে লজ্জা দেন?

রাজা। তুমি সাধ্বী সতী, কলিযুগে সাবিত্রী, এ সভাস্থলে,

এ রাজ্যে, এ কথা কার অবিদিত? তোমার এতে কিসের লজ্জা? লজ্জা যার হওয়া উচিত, সেই পাপাত্মা, সেই পিশাচরূপী পুত্র কুল মান ধর্ম্ম লজ্জা যাকে বলে, তা জানেনা। বল্ নরাধম, তোর আর কি বলবার আছে?

বিজয়। জননীর প্রতি পুত্রের যে ব্যবহার হওয়া উচিত, তদ্ভিন্ন আমি ছোটমাতার প্রতি কখন কোন ব্যবহার করিনি, আর আমার কিছু বলবার নেই।

রাজা। তবে রে নরাধম, রাজ্ঞী কি মিথ্যা কথা বলছেন!

বিজয়। আমি জানিনি।

রাজা। কি! জানিসনে! আজ রাণীর গৃহে গিয়ে তুই কোনরূপ উৎপাত করিসনে? কোন গোলযোগ হয়নি?

বিজয়। পিতা, মহারাজ! অধম সন্তানকে মার্জ্জনা করুন, কি হয়েছিল না হয়েছিল, এ প্রশ্নের উত্তর আমার মুখ হ'তে পাবেন না, আমি কিছু বলবো না, আমি অপরাধী বলে আপনার বিশ্বাস হয়ে থাকে, দণ্ডপ্রদান করুন, আমি মস্তক পেতে নেব।

দুর্জ্জয়। (স্বগত) আঃ! বাঁচলেম, বল্লে না, বল্লে না! আঃ বাঁচলেম, তবে কি এখনও আমার আশা আছে? মন কি ওর ফিরেছে?

রাজা। তুই মনে করেছিস যে, আমি অপত্যস্নেহের বশীভূত হয়ে তোকে মার্জ্জনা করবো, তাই সাহস করে দণ্ডাজ্ঞা প্রার্থনা করছিস! কিন্তু তুই বেশ জানিস, তোর মত কুলাঙ্গার আজ পর্য্যন্ত এ বংশে জন্মগ্রহণ করেনি; ন্যায়পরায়ণতা, পক্ষপাতশূন্যতার জন্য জয়পুররাজ্য চিরবিখ্যাত। এখন তুই আমার চক্ষে আমার পুত্র নয়, একজন অতি সামান্য অপরাধী দীন প্রজাতে আর তোতে কিছুমাত্র ভেদ নাই। মন্ত্রিন্, সভাসদ্গণ, এই ছাগাধম

বালক, এই রাজ্যের রাজরাণীর প্রতি, পরম পবিত্রা সতী আপনার বিমাতার প্রতি বলপ্রকাশে অস্বাভাবিক অত্যাচার করতে উদ্যত হয়েছিল।

সকলে। অসম্ভব! অসম্ভব!! মিথ্যা কথা! মিথ্যা কথা!!

রাজা। কি! কে বল্লে অসম্ভব! কুপুত্র হ'তে কিনা সম্ভব! কে বলে মিথ্যা কথা! একজন সামান্য স্ত্রীলোকও নিজ সম্বন্ধে এ কথা সহজে প্রকাশ করে না, আর স্বয়ং রাজ্ঞী কি এ বিষয়ে মিথ্যা কথা বলেছেন? আহা! ঐ দেখ তাঁর সরল মুখমণ্ডল লজ্জায় পাণ্ডুবর্ণ হয়েছে, নীলকমল সদৃশ নয়ন হ'তে অশ্রু পতিত হচ্ছে। বরং আমি বিশ্বাস করতে পারি—ভাগীরথীর স্রোত বিপরীত গামী হয়ে হিমালয় প্রত্যাবর্ত্তন করবে, দ্বিপ্রহর নিশাতে সূর্য্য উদয় হবে, চণ্ডাল বেদ উচ্চারণ করবে, কিন্তু ঐ পবিত্রা সুশীলা বালা আমার হৃদয়রাজ্যের রাজ্যেশ্বরী যে মিথ্যা কথা বলবে, এ কথা আমি কখনও বিশ্বাস করতে পারি না। বিশেষ এমন কথা; যাতে আমায় নিদারুণ মনোব্যথা পেতে হবে, আপনার হৃৎপিণ্ড আপনাকে ছেদন করতে হবে। শুন সকলে! আমি রাজা, বিচারকর্ত্তা, আমার কখনও ভ্রম হ'তে পারে না, আমার আজ্ঞা অলঙ্ঘনীয়; এখনি জহ্লাদ মহাপাতকীকে মশানে লয়ে গিয়ে শিরশ্ছেদ করুক।

বসন্ত। না না, না বাবা! বাবা, দাদাকে কেটে ফেলতে বোলো না; দাদা আমার কিছু করেনি, দাদা আমায় বড় ভালবাসে, সকলকে ভালবাসে, দাদাকে কেটে ফেল্লে আমি কার কাছে থাকব, কার সঙ্গে খেলা করবো, কার গলা ধরে লুকিয়ে আমাদের মার জন্যে কাঁদব; ও বাবা তোমার পায়ে পড়ি, দাদাকে মের

না, ও ছোট মা, তোমার দুটী পায়ে পড়ি, বাবাকে মানা কর, তুমি মানা করলেই বাবা শুনবেন।

দুর্জ্জয়। মহারাজ, মহারাজ! দাসীর জন্য আপনি কেন পুত্রহত্যা করেন। হয়তো বিজয় আমায় এমন কথা বলেনি, হয়তো মতিভ্রম হয়েছিল, হয়তো বিজয় আমায় চিনতে পারেনি আর কেউ মনে করেছিল, হয়তো আমি মিথ্যা বলেছি।

রাজা। প্রাণেশ্বরি, প্রাণেশ্বরি! এত গুণ তোমার অন্তরে না থাক্‌লে আমি এত ভালবাসি। দেখ্ ছাগাধম পাষণ্ড, কি মহানুভবতা, কি সহৃদয়তা, কি আত্মবিসর্জ্জন! জহ্লাদ জহ্লাদ! কতওয়াল, জহ্লাদ কোথা?

কত। মহারাজের আজ্ঞামত তাকে সভার দ্বারদেশে অপেক্ষা করতে বলেছি।

রাজা। যাও, শীঘ্র তাকে এখানে নিয়ে এস।

[কতওয়ালের প্রস্থান।

দুর্জ্জয়। না না মহারাজ, এমন কাজ করবেন না; অমাত্য-বর্গ, পৌরজন, প্রজাগণ আমাকেই দোষী মনে করবে, আমারই নিন্দা করবে, আমি চিরদুঃখিনী রমণী, আমার প্রাণে সবই সইবে, বিজয়ের অপমানে, বসন্তের পদাঘাতে আমি তো আর মরে যাব না।

রাজা। ওহো! আমি ভুলে রয়েছি, ঐ সর্পশিশুর কথা ভুলে রয়েছি, তোমার কোমল বক্ষে পদাঘাত ভুলে রয়েছি; বড় রাণী সন্তানের রূপে দুটী কালসর্প আমার গলায় দিয়ে গেছেন, এই বয়সে এই স্পর্দ্ধা? বসন্তকে জীবিত রাখলে তো ভবিষ্যতে বিজয় অপেক্ষা দুরন্ত হবে!

(জহ্লাদের প্রবেশ)

রাজা। জহ্লাদ, শীঘ্র এই দুরাত্মা দুজনকে বন্ধন করে, মশানে লয়ে গিয়ে প্রাণ বধ কর, এদের কলঙ্কিত রক্ত দেখলে তবে আমার হৃদয়ের জ্বালা কিয়ৎ পরিমাণে শান্তি পাবে। জহ্লাদ, শীঘ্র লয়ে যাও।

জহ্লাদ। কাকে মহারাজ? কে অপরাধী?

রাজা। এই যে নারকী দুজন।

জহ্লাদ। মহারাজ! কার কথা আজ্ঞা করছেন, এঁরা যে রাজকুমারগণ!

রাজা। রাজকুমার কি না তোমার জানবার প্রয়োজন নাই, অপরাধী দেখতে পেয়েছ, আমার আজ্ঞা পেয়েছ, পালন কর।

জহ্লাদ। মহারাজ, দাসকে মাপ করতে আজ্ঞা হয়।

রাজা। কি, রাজাজ্ঞা অবহেলা?

জহ্লাদ। মহারাজ, জহ্লাদের কাজ করছি বটে, আমি কেন, আমার বাপ পিতামহ এই রাজ্যে এ কাজ করে গেছে, এই হাতের খাঁড়ার চোটে হাজার হাজার মুণ্ডু মশানে গড়াগড়ি গেছে। কান্না শুনে আমাদের প্রাণ কাঁদে না, রক্ত দেখে ভয় হয় না, প্রাণ আরও মেতে উঠে, কিন্তু তা বলে এমন সোণারচাঁদ ছেলেদের নিয়ে গিয়ে কাটতে আমি পারব না, চোখে দেখলেই আমি দুষী চিনতে পারি, ঢের দেখেছি, রাজপুত্রেরা কো[ন] অপরাধে অপরাধী নয়।

রাজা। কি, তোর এত স্পর্দ্ধা, আমার সঙ্গে তর্ক করিস

জহ্লাদ। মহারাজ, আমি কঠিন প্রাণঘাতক, বো[ঝা] কথা জানিনি, ভাল করে বলতে জানিনি, আমার অন্ন কে[...]

নিন, রাজ্য থেকে তাড়িয়ে দিন, প্রাণবধ করুন, যা ইচ্ছা করুন, রাজপুত্রদের গায়ে আমি হাত তুলতে পারব না। আমরা ইতর লোক, কিন্তু সব বুঝতে পারি, ছোটরাণী আর তাঁর ভাই এসে অবধি মশানের ঘটাটা, আমার কাজটা কিছু বেড়েছে, বাড়তে বাড়তে শেষে রাজপুত্রদের গলাতেও হাত পড়লো! রাজ্যে অলক্ষণ ঢুকেছে, অলক্ষণ ঢুকেছে, এ রাজ্যের আর নিস্তার নাই, আমি মহাপাতকী ঘাতক, এ পাপ রাজ্যে থাকতে আমারও ঘৃণা হচ্ছে।

[প্রস্থান।

সকলে। ধন্য জহ্লাদ! সাধু জহ্লাদ!

রাজা। কি—কি—বিদ্রোহ! বিদ্রোহ! রাজদ্রোহ! রাজদ্রোহ! কে আছ, ধর জহ্লাদকে।

(বলবন্তের প্রবেশ)

বল। মহারাজ, মহারাজ কি হয়েছে? জহ্লাদ উন্মত্তের ন্যায় খড়্গ খুলে দৌড়ুচ্ছে, যে ধরতে আসছে, যে সাম্‌নে আসছে, তাকেই আঘাত করছে। বোধ হয় সে এতক্ষণ গড়ের সীমা অতিক্রম করে গেল।

রাজা। আর এই সভাস্থ সকলে দাঁড়িয়ে সেই দুষ্টকে সাধুবাদ দিতে লাগল। আমি রাজদ্রোহীর মধ্যে বাস করছি। ভাল, আজকার কার্য্য সমাধা হ'ক, পরে আমি সকল অপরাধীর সমুচিত দণ্ড বিধান করবো। বলবন্ত, তুমি শীঘ্র গিয়ে ঘোষণা করে দাও, যে আজ ঘাতকের কাজ করবে, এই দুই পাষণ্ডের মস্তকচ্ছেদ করবে, তাকে আমি দশ সহস্র স্বর্ণ-মুদ্রা পারিতোষিক দেব।

বল। পৃথিনাথ, এই রাজকুমারদের প্রাণবধের আজ্ঞা হয়েছে?

রাজা। হাঁ, হাঁ, আমার পুত্র, তোমার শিষ্য। কেউ মাতাকে পদাঘাত করে, কেউ মাতার প্রতি পশুবৎ ব্যবহার করতে উদ্যত হয়।

বল। কি পাপ, কি পাপ! প্রাণদণ্ড অপেক্ষা যদি আর কিছু দণ্ড থাকে, এ পাষণ্ডেরা তার উপযুক্ত। আমি বরাবর জানি যে, এই দুই শিশু ক্রমে একটা কিছু না কিছু অমানুষিক কাজ করবেই, এই বয়সে আমার চেয়ে ভালরূপ লক্ষ্যভেদ করে, যে ঘোড়ায় আমার চড়তে সাহস হয় না, সে ঘোড়ায় অনায়াসে চড়ে!

রাজা। বলবন্ত, আজকার সভায় দেখছি তুমিই আমার সঙ্গে সহানুভূতি করছো; এ কথা আমি বিস্মৃত হ'ব না, শীঘ্র ঘোষণা করে একজন ঘাতক নিয়ে এস। বল, দশ সহস্র স্বর্ণমুদ্রা পারিতোষিক, দুরাত্মাদের রক্ত আমায় শীঘ্র দেখাক্!

বল। মহারাজ, ঘোষণার প্রয়োজন কি? আমিই রাজাজ্ঞা পালন করবো, আমিই এ পাষণ্ডদের মুণ্ডচ্ছেদ করে রক্তমাখা হস্তে মহারাজকে এসে অভিবাদন করবো।

সকলে। সে কি! সে কি!

মন্ত্রী। বলবন্ত!

বল। মন্ত্রী মহাশয়, রাজাজ্ঞা পালন ছাড়া আমি অন্য কর্ত্তব্য জানিনা। চল্ পাষণ্ডেরা চল্। (বিজয় ও বসন্তকে বন্ধন)

বিজয়। গুরুদেব! আপনিও—

বল। চোপ্ চোপ্!

বসন্ত। গুরুজি, লাগে লাগে, আমায় বেঁধ না, অত শক্ত করে বেঁধ না, ঐ দেখ দাদা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছেন, ওঁর বাঁধন

খুলে দাও। ও বাবা, তোমার পায়ে পড়ি, আমাদের কেটনা, ও বাবা, আমার গলায় তরওয়াল মারলে আমায় বড় লাগবে, হঠাৎ একটা বাণের ফলা লেগে আমার আঙ্গুল একদিন কেটে গিয়েছিল, তাতেই কত লেগেছিল, কত রক্ত পড়েছিল, কত কেঁদেছিলুম। শান্তা দিদি, দাদা আমায় কত করে ভুলিয়েছিল। তরওয়ালের বাড়ি গলায় মারলে আমায় বড় লাগবে। বাবা, ও ছোট মা, তুমি কিছু বলছো না কেন, বাবাকে বারণ কর না; উহুহু হাতে বড় লাগছে, ওগো তোমরা কেউ কিছু বলবে না, কেউ আমাদের ধরবে না, আমাদের সে মা থাকলে এখনি দৌড়ে এসে কোলে করে নিয়ে পালাতো, আমাদের কেউ বাঁধতে পাত্তো না, কেউ কাটতে পাত্তো না। মা মা তুমি কোথায়! একবার এসে আমাদের নিয়ে পালিয়ে যাও, তুমি কোথায় আছ, সেইখানে লুকিয়ে রাখ মা।

বিজয়। চুপ্ কর্ বসন, চুপ্ কর্ ভাই, মা মা করে কাঁদিসনি, তা' হ'লে আমি চোখের জল আর ধরে রাখতে পারব না।

রাজা। বলবন্ত, লয়ে যাও, লয়ে যাও।

বল। বজ্জাতি করে আবার এখন স্থাকাপনা করে কান্না, চল্ চল্।

বসন্ত। শান্তাদিদি, শান্তাদিদি! আমাদের কাটতে নিয়ে যাচ্ছে, তুই আজ কোথায় গেলি, কোথায় গেলি!

[প্রস্থান।

রাজা। প্রিয়ে, আর কেন অধোমুখে? তোমার অপমানের প্রতিশোধ এখনি হবে, মুখ তুলে চাও, একটা কথা কও, বল তুমি সন্তুষ্ট হ'লে কি না?

দুর্জ্জয়। (স্বগত) নারীর অপমান! প্রেমভিখারিণীর অপমান! বিজয়, কেন তোর এ কুমতি হ'ল? তোর মৃত্যুতে কি আমি সুখী! কিন্তু তুই যে বেঁচে থাকবি অথচ আমার হবিনি, আমায় দেখে মনে মনে হাসবি, তা আমার সবে না, সবে না!

রাজা। প্রিয়ে, কথা কচ্ছো না যে? আর কি মনোদুঃখ আছে আমায় বল?

(শান্তার প্রবেশ)

শান্তা। কি শুনি, কি শুনি! মহারাজ, কি সর্ব্বনাশ করলেন, কি সর্ব্বনাশ করলেন? আমার বিজয়-বসন কি অপরাধ করেছে যে, তাদের মশানে প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা দিলেন?

রাজা। শান্তা, শান্তা, এ রাজসভা স্ত্রীলোকের আর্ত্তনাদের স্থল নয়, ন্যায়মত বিচার করে অপরাধীর দণ্ড দিয়েছি।

শান্তা। মহারাজ, আমি রাজসভা জানিনি, ন্যায় জানিনি, বিচার জানিনি, আমার বিজয়-বসনকে আমায় দাও! বড় রাণী আমার হাতে হাতে সঁপে দিয়ে গিয়েছিলেন, তিনি প্রসব করেছিলেন মাত্র, আমি কোলে করে মানুষ করেছি, বিজয়-বসন আমার, আমার! আর কারুর অধিকার নেই। ছোট মা, দুধের ছেলে কি অপরাধ করেছিল যে, তাদের রক্ত না দেখে তোমার প্রাণের জ্বালা মিটবে না? বাছারা আমার কারুর দিকে মুখ তুলে কথা কয় না, শান্তা বই জানেনা; বড় মা কি এই জন্যে স্বপ্নে তোমায় দেখা দিয়ে বাছাদের পালন করতে বলেছিল? এই জন্যেই কি মধুমাখা মুখে আদর করে বাছাদের শিক্ষা-বাড়ী থেকে রাজপুরীতে আনতে পাঠিয়েছিলে?

না না মা, আমি কি বলতে কি বলেছি, কাঙ্গালিনীর কথায় রাগ ক'র না, আমার বাছাদের প্রাণ দাও, তুমি রাজ্য নাও, ঐশ্বর্য্য নাও, সর্ব্বস্ব নাও, বাছাদের প্রাণ দুটী নিওনা। আহা! বাছারা আমার মাতৃহীন, মরবার সময় কাঁদতে কাঁদতে বড় মা আমার হাতে দিয়ে গেছেন, আমি বাছাদের বুকে করে নিয়ে বনে চলে যাই, ভিক্ষা করে খাওয়াই, বিজয়-বসন আমার প্রাণে বেঁচে থাক। মহারাজ, নিষ্ঠুর হবেন না, ছোট মা নিষ্ঠুর হয়ো না মা!

দুর্জ্জয়। মহারাজ! আমি বলেছিলেম সকলেই আমাকে দুষবে। হয়েছিল হয়েছিল আমার অপমান, তাতে কার কি এসে যায়, আপনার ছেলেরা তো তবু বেঁচে থাকতো। (সরোদনে) বসনকে যেন আমি স্নেহ করি না, বিজয়ের ওপর যেন আমার প্রাণের ভালবাসা নেই, আমি অবলা সরলা, তাই কত লোকে কত জ্বালা দিচ্ছে, আপনি এখনি আজ্ঞা দিন, বিজয়-বসন ঘরে আসুক, আমি বাপের বাড়ী যাই।

রাজা। আর আমি আত্মহত্যা করি! প্রিয়ে, চল চল আমরা অন্তপুরে যাই।

মন্ত্রী। মহারাজ, আমার একটী নিবেদন—

রাজা। কোন কথা নয়, কোন কথা নয়, আমার আজ্ঞা অলঙ্ঘনীয়।

মন্ত্রী। আজ্ঞা কুমারদের নয়, আমার নিজ কথা, বহুকাল রাজসেবা করেছি, এক্ষণে বয়স হয়েছে, আমি অপারক, অনুমতি করুন, শেষ দশায় সপরিবারে গিয়ে কাশীবাস করি।

১ম স। মহারাজ, আমরাও তীর্থপর্য্যটনে যাবার অনুমতি প্রার্থনা করি।

শান্তা। ওহো! শান্তার যে আর কোথাও যাবার স্থান নেই, বিজয়-বসনকে না নিয়ে শান্তা কোথাও যেতে পারবে না, কোথাও থাকতে পারবে না!

রাজা। ওহো হো বুঝেছি, তোমরা আমায় নিষ্ঠুর স্ত্রৈণ অবিচারক মনে করে আমায় ছেড়ে যেতে চাচ্ছ। আমি ন্যায় বিচার করেছি, তোমাদের যে যার ধর্ম্মে হয় কর, কিন্তু মনে রেখ তোমাদের প্রতি আমি কখনও কুব্যবহার করিনি, সন্তান তুল্য ভালবেসেছি।

(রাজা ও রাণীর গমনোদ্যোগ, শান্তার উভয়ের পদে পতিত হওন)

শান্তা। না না মহারাজ, না না মহারাণি, যেতে পাবেন না, যেতে পাবেন না, সুবিচারের ভয়ঙ্কর যজ্ঞ করেছেন, শেষ আহুতি দিয়ে যান, পুত্রহত্যা করলেন, স্ত্রীহত্যা করুন, শিশুর রক্ত পান করলেন, নারীর রক্ত পান করুন, আমায় বধ করুন। রাণি! রাণি, দু-দুটো রাজার ছেলে খেলে আর এই বৃদ্ধাকে খেতে পাচ্ছ না!

রাজা। উন্মাদিনীর কথায় কার্ণ দিও না! প্রিয়ে, চল।

[রাজা ও রাণীর প্রস্থান।

শান্তা। মন্ত্রী মহাশয়, বিজয়-বসনকে কোথায় নিয়ে গেছে?— মশানে? আমি যাই, এ রাজ্যে নারীর প্রাণে দয়া নেই, বাপের প্রাণে দয়া নেই! যাদের দয়া করবার, স্নেহ করবার কথা, তারা করলে না! দেখি, বিপরীত দিক দেখি, কঠিন ঘাতকের প্রাণে দয়া হয় কি না দেখি, চক্ষের জলে মশানভূমি ভিজিয়ে দেব, ঘাতকের খাঁড়া কেড়ে নিয়ে নিজের গলায় দিয়ে রক্তে তার পা ধোয়াব, আমার রক্ত এনে রাজা রাণীকে দেখাক্, বিজয়-

বসনকে আমার ছেড়ে দিক; মন্ত্রী মহাশয় এস, সকলে এস, আমার সঙ্গে সকলে ঘাতকের পায়ে ধরে কাঁদবে এস।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

অলিন্দ।

দুর্ব্বুদ্ধি ও বটুক।

দুর্ব্বুদ্ধি। কেমন, কেমন বটুক ভাই? চেহারাখানা চটক-দার এখন দেখাচ্ছে—কেমন?

বটুক। নিকুলে চুকুলেই ঘর, কামালে জমালেই বর; আমারও এই জোড়া টোড়াগুলো পরে আপনাআপনি একটু গ্রাম্‌ভারি গ্রামভারি গোছ বোধ হচ্ছে, মাথায় আপনাআপনি যেন কত রকম বুদ্ধির মৎলব আসছে। আমার প্রথম পরামর্শ হুজুর ঐ বুড়ো সুমন্তর ব্যাটাকে আগে রাজ্যি থেকে দূর করুন, সোজায় না যায়, একেবারে একটা অন্ধকূপে বদ্ধ করে ফেলুন, ব্রহ্মহত্যাটা আর করে কাজ নেই।

দুর্ব্বুদ্ধি। সে সব হবে, সে সব হবে, এখন ভাবছি, দিদি-মণিকে কি করা যায়! মেয়েমানুষটা বড় জাঁহাবাজ ওকে ডিঙ্গিয়ে আর কোন কাজই করা যাবেনা।

বটুক। না হুজুর, ঘোড়া ডিঙ্গিয়ে ঘাস খাওয়া বড় শক্ত কথা; তবে কি জানেন রাজার এই বয়েস, তার ওপর কারা-গারে রাখলে কদিনই বা টেঁকবে, তখন রাণীজী বিধবা হবেন, ওঁকে একটা খুব বড় রকম ঠাকুরবাড়ী টাড়ী করে দেওয়া

যাবে, পূজা আহ্ণিক দান ধ্যান করবেন, একরকম থাকবেন, তাঁর খরচার জন্যে প্রজাদের ওপর "খয়রাৎ ভাণ্ডারের" আদায় বলে একটা বড় রকম নতুন কর ধার্য্য করা যাবে। কেমন হুজুর, বুদ্ধি আসছে না—বুদ্ধি আসছে না?

দুর্ব্বুদ্ধি। হাঁ এ এক রকম একটা ঠাউরেছ মন্দ নয়।

বটুক। হুজুর, পোষাক পরেই এই রকম বুদ্ধি, আবার যখন মসলন্দে বসবো একবার দেখে নেবেন—দেখে নেবেন; আপনাকে কিছু করতে হবে না, আড় হয়ে পড়ে মজা লুটবেন, আমি একলা রাজ্যি চালিয়ে দেব। ও আমি সব বুঝে নিয়েছি, রাজকায্য রাজকায্য বলে একটা ভারি লোক হাঙ্গাম তোলে, কাজ তো ভারি! রাজার আবার কাজটা কি! খালি টাকা আদায়, ফটক দেওয়া, ফাঁশী দেওয়া বৈত নয়! তা খুব পারা যাবে।

দুর্ব্বুদ্ধি। আচ্ছা হীরেমন্ বেটী রাণী হ'তে রাজী হবে তো?

বটুক। হুজুরের রাণী হ'তে কেনা রাজি হয়, নেহাত গোলমাল করে দশ বিশ লাক টাকা নগদ ঝেড়ে দেবেন, বাবা বলবে আর রাণী হবে। মোদ্দাৎ হীরেমন্‌কে রাণী করলে দুল্লতা বেটী বড় হাঙ্গাম করবে দেখছি।

দুর্ব্বুদ্ধি। হাঁ ছাই করবে, ও মেয়েমানুষ শাসন করতে আমি খুব জানি। ও বাবা! বলতে না বলতে ঐ যে বেটী আসছে।

(দুর্লতার প্রবেশ)

দুর্লতা। মামুজি, মামুজি, একেবারে পাকা, কাজ পাকা! ধাক্কা দিতে দিতে ছোঁড়া দুটোকে মশানে নিয়ে গেল, আমি স্বচক্ষে দেখে এলুম! আগে ছোট্টাকে কাটবে, তারপর বড্ডা;

রাণীজীর এই লুকোনো হুকুম আমি বর্ম্মাজীকে বলে এসেছি। বুড়ো মিন্‌ষে এখন অন্দরে গেছে, রাণীকে একটু একলা পেলেই রাজার দফা যাতে চট্‌পট্‌ রফা হয় তারির একটা মতলব ঠাওরাচ্ছি, তোমাকেও থাকতে হবে, একটু খুব করে আবদার ধরে বসবে; আর দেখ ভাই, রাণীর এই খুসীর সময়, এই সুযোগে আমাদের বিয়ের কথাটা ঠিক করে নিও। আমি হাজার হ'ক মেয়েমানুষ, সে কথাটা পষ্ট বলতে লজ্জা করে। দেখ, তুমি বলবে যে আমিও তো ক্ষেত্রির মেয়ে, আমার সঙ্গে বে হ'তে কোন দোষ নেই, যদি আমি বিধবা বলে আপত্তি করে তো বলবে গন্ধর্ব্ব বিবাহ করবো তার আবার বিধবা সধবা কি?

দুর্ব্বুদ্ধি। না না ও সব কথা এখন থাক, আগে জেঁকে-জুঁকে রাজা হয়ে বসি, সে সব তখন দেখা যাবে।

দুর্লতা। না তা হবে না, গোড়ায় যা কথা ছিল, তোমায় আমায় একসঙ্গে রাজারাণী হ'ব, তবে আমি এদ্দিন খেটে খুটে এত মতলব খাটীয়ে মলুম কেন?

দুর্ব্বুদ্ধি। দেখ দুল্লতা তুমি তো সব বোঝ টোজ, আজ আছ দাসী কাল একেবারে রাণী হয়ে বসবে, সেটাকি ভাল দেখায়! লোকে বলবে কি?

দুর্লতা। বটে, আমি ছিলুম দাসী রাণী হলে "লোকে বলবে কি?" আর তুমি শালা রাজা হলে লোকে অমনি জয় জয়কার করবে। নদী পার হয়ে এখন কুমীরকে কলা দেখাতে চাও। এই ভাল কাপড় চোপড়গুলো পরেছি আমায় কি রাণীর মঁতন দেখাচ্ছে না? ঐ হতচ্ছাড়া মিন্‌ষে বুঝি কুপরামর্শ দিয়েছে?

বটুক। বটে, বটে দুল্লতা, গালাগালগুলো খেতে বুঝি আমিই আছি! আমিই না তোমায় পাখোয়াজ টাখোয়াজ পরে আসতে বল্লুম।

দুর্ব্বুদ্ধি। না না দুল্লতা, ও রাণী টানী হওয়া কি তোমার হয়, খেপেছ নাকি!

দুর্লতা। বটে আমি খেপেছি! মনে করেছ তুমি রাজা হয়ে বসেছ? দুল্লতাকে চেননা? (এখনি উল্টো গাইতে পারি, যে গড়তেও জানে সে ভাঙ্গতেও জানে তা জান? আমি এই দু-বচ্ছর ধরে রাণীকে ফোঁসলাচ্ছি যে সিংহাসনে তোমার ভাইকেই বসাতে হবে, সেইটে দেখায় ভাল, তুমি তো মেয়েমানুষ সব কাজ একলা করতে পার্ব্বেনা; শেষ আমারই সঙ্গে নেমকহারামী!) এই চল্লুম রাণীজীর কাছে; বলিগে যে তোমার গুণধর ভাই সেই বটুকা মড়ার সঙ্গে জোট করে একবার সব হাত করে নিতে পারলেই তোমায় বনবাস দেবে পরামর্শ আঁটছে; দেখি তো কার কথা টেঁকে তোমার না আমার!

দুর্ব্বুদ্ধি। ও দুল্লতা, তোমায় একখানা গাঁ দেব, একখানা বাড়ী দেব, সোণা জহরৎ দেব, সব দাসীর উপর তোমায় সদ্দার করে রাখব।

দুর্লতা। নেমকহারাম মিন্‌ষে, তোমার ছাড়ন্ত শনি ধরেছে, আমায় দাসীর সদ্দারণী করবে, আর তুমি রাজা হয়ে পাগ বেঁধে বসে আর পাঁচ পেত্নীমাগীকে নিয়ে আমার চোখের উপর রাসলীলা করবে! আমি এখনি চল্লুম রাণীজীর কাছে, দেখি তোমায় আজই এ রাজ্যি ছাড়া করতে পারি কি না।

বটুক। হুজুর, গোড়ে গোড় দিন, গোড়ে গোড় দিন,

ধ্যাপার বড় বেগোচ দেখছি। এখন ও বেটী ঘোড়ার চাল চাল্লে—না বাঁধতে বাঁধতে রাজা মন্ত্রী দুই মারা যাবে।

দুর্লতা। ডাহা নেমকহারামী, দিনে ডাকাতি! আজ কি কাণ্ড করি একবার দেখাচ্ছি।

দুর্ব্বুদ্ধি। ও দুল্লতা তোর পায়ে পড়ি, ও দুল্লতা তোর পায়ে পড়ি, মাথা খাস এমন কাজ করিসনি, তোকে আমি বড় ভালবাসি, আমি তামাসা কচ্ছিলুম, তোকে ঠাট্টা কচ্ছিলুম, তোর মন বুঝছিলুম দুলুমণি!

দুর্লতা। যাও তোমার এখন আর গোড়া কেটে আগায় জল দিতে হবে না, আমায় দাসীর সর্দ্দারণী করবে!

দুর্ব্বুদ্ধি। প্রাণপ্রেয়সি, দেখনহাসি, সোণারশশি, তুমি যে আমার গলার ফাঁসী, তুমি কি যে সে দাসী, তোমায় আমি করবো সেবাদাসী।

বটুক। অ্যাঁ—ছ্যা ছ্যা ছ্যা! দুলোলমণি, হুজুর একটা রসিকতা কচ্ছিলেন তা তুমি বুঝতে পাল্লে না?

দুর্লতা। ইস্! ওকি রকম রসিকতা! আঁতে ঘা দিয়ে ঠাট্টা? কৈ আমার মাথায় হাত দিয়ে বল দেখি ঠিক আমায় পাটরাণী করবে—করবে—করবে?

দুর্ব্বুদ্ধি। হাঁ, তোমায় ঝাঁটপাটের রাণী করবো—করবো—করবো।

দুর্লতা। কি ঝাঁটপাটের রাণী, চাকরাণী, আমি হিঁয়ালি বুঝতে পারিনি বটে।

দুর্ব্বুদ্ধি। আরে ঝাঁট নয়, ঝাঁট নয়, ঝট্—মানে কিনা শীগ্গির।

দুর্লতা। হাঁ, তাই বল, তবে এখন শীগ্‌গির শীগ্‌গির চল, এখনি কেটে রক্ত দেখাতে আসবে, রাণীর সেই খুসীর সময় যে আবদার নেব তাই রক্ষা হবে।

দুর্ব্বুদ্ধি। হাঁ, তাই চল্ চল্; বটুক ভাই, তুমি কাটা কুটির কতদূর হ'ল মশানবাগে একবার খবরটা নাও।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

মশান।

বিজয়, বসন্ত ও বলবন্ত।

বসন্ত। ও গুরুজি, তোমার পায়ে পড়ি আমায় কেটনা, আমায় বড় লাগবে গুরুজি, আমায় কেটে ফেল্লে শান্তাদিদি পাগল হবে, দাদা কত কাঁদবে।

বল। আরে তোর দাদাই কি থাকবে, তুই বইতরণী পার যেতে না যেতে এক ঝিঁকেতে তোর দাদাকেও সেখানে পৌঁছে দেব।

বসন্ত। কেন কাটবে গুরুজি? আমাদের দুজনকেই কেন কাটবে? দাদাকে তো তুমি কত আদর করতে, আমাকে তো কত কোলে করতে, সে সব কেন ভুলে যাচ্ছ!

বল। আরে ছোঁড়া আমরা হুকুমের চাকর, রাজার হুকুমে তোদের আদর করতেম কোলে করতেম, আবার হুকুমে তোদে কেটে রক্ত নিয়ে গিয়ে দেখাব।

বিজয়। গুরুদেব, সভাস্থলে পিতার সম্মুখে বলেছি (

আমি সম্পূর্ণ নির্দ্দোষী, কিন্তু যে কারণেই হ'ক, ছোটমার মনে আমার প্রতি মর্ম্মান্তিক বিদ্বেষ জন্মেছে, আমার প্রাণ-নাশ তাঁর প্রয়োজন; কিন্তু প্রাণের ভাই অবোধ শিশু বসন্ত কি করেছে, ও তো তাঁর সঙ্গে কোন কথাই কয় নাই, আজ তাঁর কাছেও যায় নাই, তবে পিতা ওর প্রাণ বধের আজ্ঞা কেন দিলেন? গুরুদেব, আমার মৃত্যুকালে আপনার চরণে ভিক্ষা, আমার ভাইকে ছেড়ে দিন, আমার প্রাণের বসন্তের প্রাণদান দিন, আমায় কেটে রক্ত নিয়ে গিয়ে পিতা মাতাকে দেখান।

বসন্ত। না দাদা, না দাদা, তোমায় কাটবে কেন! গুরুজি, হয় আমাদের দুজনকেই ছেড়ে দিন, নয় দুজনকেই কাটুন। দাদা মরে গেলে আমি একা থাকতে পারব না, দাদাকে না দেখতে পেলে আমি আপনিই মরে যাব। গুরুজি, তোমার দুটী পায়ে পড়ি, আমাদের বন্ধন খুলে দিন, আমরা কোথাও পালিয়ে যাই।

বল। খবরদার কাঁদিসনে বলছি, কান্না ফান্না আমার ভাল লাগেনা; চোখের জল ফেলবি তো একটুও দেরি করবো না এখনি কেটে ফেলব।

বিজয়। না না বসন, ভাই আমার, প্রাণের ভাই আমার, কাঁদিসনি ভাই, আমাদের কান্না দেখে দয়া করবার আর কে আছে, কার কাছে আর কাঁদব বল! ছেলে ভয় পেলে, বিপদে পড়লে, কাঁদতে কাঁদতে পালিয়ে মা বাপের কাছে যায়, মা আমাদের ফেলে পালিয়ে গেছেন, বাবা নিদয় হলেন, শান্তা-দিদি বৃদ্ধা, দুর্ব্বলা, পরাধীনা; আমাদের চোখে জল দেখে আর কার প্রাণ গলবে বল!

বসন। দাদা, আমরা কি তবে সত্যি সত্যি এই মশানে প্রাণ হারাব! আমাদের কি কেউ বাঁচাবে না! আমাদের দুঃখ দেখে কি কারুর প্রাণ কাঁদবে না! হাঁ দাদা আমাদের কি তবে কেউ নাই!

বিজয়। কেউ নাই ভাই, কেউ নাই! এ সংসারে যার মা নাই তার কেউ নাই! সন্তানের বেদনা মায়ের প্রাণে যত বাজে এত আর কারুর প্রাণে বাজেনা! আজ যদি আমাদের মা থাকতো তা' হ'লে কি বাবা এমন নিষ্ঠুর আজ্ঞা দিতে পারতেন! জননীর অভয়-কোলে লুকালে কার সাধ্য আমাদিগকে সেখান থেকে টেনে আনতে পারতো! ভাইরে, যেদিন মা গেছেন, যেদিন বাবা আবার বিবাহ করেছেন, সেদিন থেকেই আমরা তাঁর পর হয়ে গিয়েছি।

উভয়ে। (গীত)

আমাদের মা নাই মা নাই।
ভাইরে তাইরে এত দুঃখ পাই॥
যে দিন গিয়েছে জননী, আঁধার হয়েছে অবনী,
ভবে তবে ভাই আর কার মুখ চাই।
সংসারে যার নাইকো মা, চিরদিন তার হা হা হা,
মায়ের মায়া পাবনারে আর তো কারু ঠাঁই॥

বল। আবার ঐ মায়া বাড়ান কান্না? দেখতে পাচ্ছিসনি সব চারদিকে কত লোকজন বেড়াচ্ছে, এখনি কে কোত্থেকে গিয়ে রাজাকে লাগাবে যে এখনও কাটেনি, রাজা মনে করবে আমি গাফিলি করছি। নে শীগ্‌গির শীগ্‌গির আয়, এই কাঠ-

খানার উপর মাথাটা চেপে ধরে ঝড়াকসে এক কোপে কেটে ফেলব টেরও পাবিনি, আগে বসনাকে, তার পর বিজে তোকে।

বিজয়। না না গুরুদেব, আমার এই অনুরোধটী রাখ, বসনের প্রাণ আমার সামনে নেবে, আমি চোখে দেখতে পারবো না! আগে আমার প্রাণ নাও, তার পর তোমার যা ইচ্ছা তাই কর। রাখ গুরুদেব আমার এই শেষ অনুরোধ রাখ, আসন্নকালের এই শেষ ভিক্ষাটী দাও, এতে পিতার কাছে তোমার কোন অপরাধ হবে না, বসনের মরণ আমি চোখে দেখতে পারবো না।

বসন। না দাদা, না দাদা, তোমায় কাটতে দেখলে আমার বড় ভয় করবে, বড় কান্না পাবে, যদি দুজনকেই কাটে তো আমাকে আগে কেটে ফেলুগ, আমার একটুখানি প্রাণ শীগ্‌গির বেরিয়ে যাবে।

বিজয়। (গীত)

নিদারুণ কথা বলো না বসন।
আমি আঁখিতে দেখিতে নারিব তোমার মরণ॥

বসন। না না তা হবেনা হবেনা,
প্রাণে যে সবেনা সবেনা,
পায়ে ধরি আগে মরি দাদা করোনা বারণ।

বিজয়। কথা রাখরে বসন, ভাই, ভাই প্রাণধন।
যদি যেতে হয় আগে যাই শমন ভবন॥

উভয়ে। তবে আগু পাছু নাই, এস সাথে সাথে যাই,
এক যূপে এক কোপে কর উভয়ে নিধন,
খর ধারে হর গুরু দোঁহার জীবন॥

বল। ভারি জ্বালাতন আরম্ভ কল্লে রে, ওরে হতভাগারা জানিসনি রাণী আমাকে আলাদা হুকুম পাঠিয়েছে যে বসন্তকে আগে কাটবে বিজয় দেখবে, তার বুক ফাটবে, তবে তাকে কাটবে। নে নে বসনা তোর দাদাকে কিছু বলবার থাকে তো এইবেলা বলে নে, আমি আর দেরি করতে পারিনি, আর বলবিইবা কি ওওতো আসছে।

বসন। দাদা যাই! আমি তবে মর্‌তে যাই! হাঁ দাদা, এই লোকে বলে মরে যায়, মরে কোথায় যায় দাদা? মা আমাদের মরে গেছে, কোথায় গেছে? আমি মলেও কি মার কাছে যাব? তুমিও কি সেখানে যাবে? তবেতো দাদা মরণ ভাল, হুভায়ে কোথায় সে, সেখানে গিয়ে মার কোলে থাকবো, সেখানে তো আর কোন ভয় থাকবে না, সেথায় ছোট মা কিছু করতে পার্ব্বেনা, বাবা কিছু করতে পার্ব্বেনা, গুরুজী কিছু করতে পার্ব্বেনা, তবে আর মরতে ভয় কেন দাদা; কিন্তু—কিন্তু—

বিজয়। কিন্তু—কিন্তু! বসনরে—ভাই, ঐ কিন্তু!! মলে ভাল মলে ভাল—সবাই বলে, কিন্তু এই মায়ার সংসার, সাধের মানব জনম ত্যাগ করে, স্নেহ ভালবাসার সহস্র বন্ধন ছিন্ন করে যেতে প্রাণ বড় কাঁদেরে ভাই! এই শরীর যারে এত যত্ন করছি এখনি ছেড়ে যাব, স্বভাবের সৌন্দর্য্য, সুচারু শিল্পের রমণীয়তা, আত্মীয় জনের মুখ দেখে দেখে যে চক্ষুর সাধ মেটেনা, এখনি আর সে কিছু দেখতে পাবেনা! বিদ্বেষের নির্দ্দয় কর্কশ কোলাহলের মধ্যে একটী ভালবাসার আদরের কথা কাণে অমৃত ঢেলে দেয়, এখনি আর তাও শুনতে পাব না! যশ, মান, বিদ্যা, কীর্ত্তি, প্রেম, স্নেহ, দেওয়া, নেওয়া, এই প্রাণে কত আশা, কত

আকাঙ্ক্ষা, দেখতে দেখতে সকলই শেষ হবে!) এই আছি, এই থাকব না! চলে যাব, কোথায় যাব, সব ফুরিয়ে যাবে!

বসন। না দাদা, ফুরুবে কি, কিছুই ফুরুবে না; শান্তা-দিদির দুঃখ টুথ্য হলে বলে শোনোনি, যে কবে মরবো, যন্ত্রণা এড়িয়ে হরির চরণে গিয়ে জুড়ুব। শান্তাদিদি তো মিছে কথা বলে না, আমার আর লাগবার ভয় কচ্ছে না, মরবার ভয় কচ্ছে না, মলে যন্ত্রণা থাকবে না, মলে কোথায়—সেই হরি, তাঁর চরণে গিয়ে জুড়ুব।

বিজয়। আহা! শিশু-চরিত্র কি বিচিত্র! এই আপনার ছায়া দেখে ভয় পায়, এই আবার কাল সাপ গিয়ে ধরে। বসন ভাই আমার অতি শিশু, প্রাণের আকাঙ্ক্ষা কম, তাই প্রাণের ভয়ও কম, আর আমি—সভাতলে পাছে সকলে ভীরু বলে এই অভিমানে প্রাণদণ্ডাজ্ঞা শুনে স্থির ছিলেম, কিন্তু এখন—এখন সম্মুখে শমন প্রাণের মায়া শতগুণ বাড়ছে, মরতে ভয় করছে।

বসন। না দাদা ভয় নেই, ভয় নেই, মরতে ভয় করোনা; শান্তাদিদির হরির কথা শুনে, হরির নাম মুখে এনে এখন আর আমার মরতে ভয় করছে না, তুমিও হরির নাম কর, তোমারও ভয় থাকবে না; কাটবার সময় একটু লাগবে, তা চুপ্ করে সইব, তারপর হরির কাছে গেলে আর কেউ মারতে পারবে না, কখনও কোন বেদনা লাগবে না এই মনে করে সইব। হরি, হরি, আমরা দুটী ভাই বড় দুঃখী, আমাদের মা নাই, বিমাতা বিমুখ, পিতা পর হয়েছেন, পৃথিবীতে আমাদের আর স্থান নাই; শান্তাদিদি বলে তুমি কাঙ্গালের ঠাকুর, অনাথের নাথ, আমরা বড় কাঙ্গাল দুঃখী, আমাদের তোমার চরণে স্থান দিও, তুমি

নাকি যে ভয় পায় তাকে অভয় দাও, দাও দয়াময় হরি, আমাদের মরণ ভয় ঘুচিয়ে দাও!

বস। বাড়াবাড়ি করলে, আমি আর দাঁড়াতে পারিনি, তোদের ঢের কথা হয়েছে, আমার হাত নিস্‌পিস্‌ করছে, আবার নতুন ন্যাথ্‌রা ধরলে—হরি, হরি, হরি! হরির কাছে যাবার সাধ হয়ে থাকেতো আবার দেরি কেন, আয়না!

বিজয়। হরি—হরি—হরি মধুর নাম, প্রাণ জুড়ান নাম! ভয়হারী নাম! বসন, বসন, ভাই কি নাম বলে দিলি! মনে কি বল দিয়ে দিলি! যাঁর নাম শুনেই প্রাণ জুড়িয়ে যাচ্ছে, তাঁর কাছে গেলে নাজানি ভাই কত আরাম পাব! আর মরণে ভয় নাই, আর মরণে ভয় নাই, আয় ভাই, হরি বলে প্রাণ দিই।

উভয়ে। (গীত)

জুড়াই ভাই আয় মরণে।
জুড়াতে পাইনে এ ছার জীবনে॥
বলে হরি নাম, যাই শান্তিধাম,
আরাম পাব গিয়ে হরির চরণে।
হরে হরে হরে, নামে ভয় হরে,
ব্যথা যাবে দূরে সে পদ স্মরণে॥

(মন্ত্রী ও শান্তার প্রবেশ)

শান্তা। বিজয় রে, বসন রে, কৈ! কৈ! কাঙ্গালিনীর নয়ন কৈ! আমি চোখের জলে অন্ধ হয়েছি দেখতে পাচ্ছিনি, তোরা কোলে আয়, এই না সেই মশান ভূমি! পাষাণ প্রাণে তোদের বাপ না আজ তোদের এইখানে পাঠিয়েছে!

নাই, সকল বাটীর দ্বার রুদ্ধ, নগর অন্ধকার! প্রেতরূপিণী রমণীর কুটিল কুহকে মহারাজ বাতুল প্রায় হয়ে আজ যে পৈশাচিক কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েছেন তা'তে রাজলক্ষ্মী চঞ্চল, অমঙ্গল আশঙ্কায় প্রজাগণ মৃত প্রায়! বলবন্ত, কুমারদ্বয়ের প্রাণবধ করলে তুমি রাজাজ্ঞা ...ন করবে না, রাজ্য ধ্বংস করবে; তুমি বীর, ধীর, ধার্ম্মিক, এ পাপ...ষ আজ একার্য্যে স্বেচ্ছায় প্রবৃত্ত হ'লে তা আমার বুদ্ধির সম...াচর! তুমি মনে করলেই কুমারদ্বয়ের প্রাণ রক্ষা হয়, জয়পুর রাজ্য রক্ষা হয়; ওঁদের ছেড়ে দাও, আমি গোপনে স্থানান্তরিত করছি, কেউ কিছু জানতে পারবে না; তুমি মহারাজকে কোন পশুর শোণিত দেখিয়ে বলগে কুমারদের বধ করেছি, এ মহৎ উদ্দেশে মিথ্যা কথা কইলে তোমার পুণ্য বই পাপ হবেনা। কোন দিন না কোন দিন আমার দ্বারা উপকৃত হয়েছ, আজ প্রত্যুপকার কর, কুমারদ্বয়ের প্রাণ ভিক্ষা দাও; আর যদি পুরস্কারের প্রার্থী হও তবে মহারাজের স্বীকৃত দশ সহস্র. স্বর্ণ মুদ্রার পরিবর্ত্তে, আমার পুত্র পরিবারের গ্রাসাচ্ছাদন উপযোগী অর্থমাত্র রেখে জীবনের সঞ্চিত সমস্ত ঐশ্বর্য্য তোমায় দিচ্ছি।

শান্তা। ওগো দাও গো দাও, বাছাদের প্রাণ দাও! বড়রাণী তোমায় কত ভালবাসতেন, তাঁকে মনে করে তাঁর বাছাদের প্রাণ দাও, কাল তুমি যাদের কোলে করেছ, যাদের হাতে করে বিদ্যা শিখিয়েছ, হাতে করে যাদের চাঁদমুখ মুছিয়ে দেছ, সেই চাঁদ দুটী দেখ আজ চাঁদমুখ মলিন করে তোমার মুখপানে চেয়ে আছে; দয়া কর বীরবর, বন্ধন খুলে দাও! তোমার দয়া হচ্ছে, তবে কেন দেরি কচ্ছো? তোমার কণ্ঠস্বর নিষ্ঠুর কর্কশ বটে কিন্তু আমি বেশ দেখতে পাচ্ছি তোমার চোখ স্নেহরসে ভাসছে।

বল। আমার কণ্ঠস্বর—রাজাজ্ঞা—চক্ষু আমার আপনার।

শান্তা! চোখ তো মনের কথা কয়, তবে মন যা বলছে, তাই কর—দয়া কর, বাছাদের ছেড়ে দাও, কেউ দেখবে না, কেউ জানবে না; আমি বাছাদের বুকের ভেতর লুকিয়ে নিয়ে নগর ছেড়ে পালিয়ে যাব—অন্য রাজ্যে যাব, ভিক্ষা করে খাওয়াব; নিবিড় বনে গিয়ে বাঘ ভাল্লুকের কাছে থাকব, গাছের পাতা খাইয়ে বাছাদের বাঁচাব—দাও ছেড়ে দাও!

বল। চর—চর—

বসন। না না, আমাদের কেটে ফেল; বাবা জানতে পারলে, ছোট মা জানতে পারলে, শান্তাদিদি তোমারও প্রাণ যাবে; আমাদের প্রাণ বাঁচলে গুরুজী তুমিও প্রাণ হারাবে।

বল। হতভাগা ছোঁড়ারা, হতভাগা ছোঁড়ারা, চুপ্ করে থাকতে পারিসনি! আমাকে কাঁদালি তবে ছাড়লি! ওরে, তোরা যে আমার শিষ্য, ছেলের চেয়ে বেশী, তোদের আমি কাটব! যে হাতে যত্ন করে ধনুক ধরতে শিখিয়েছি, সেই হাত তোদের রক্তে কলঙ্কিত করবো! শান্তা—মন্ত্রীবর—কুমারদের প্রাণ নেবার জন্য কি আজ অর্থ লোভে বলবন্ত নীচ চণ্ডালাধম জঘন্য ঘৃণ্য ঘাতকের কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েছিল! আমি সভার অন্তরালে দাঁড়িয়ে সকল ব্যাপার দর্শন করছিলেম; যখন সেই ঘাতকরূপী মহাত্মা সাধু, রাজাজ্ঞা অবহেলা করে বীরদর্পে রাজবাটী পরিত্যাগ করে, আমিই কৌশলে তার পথ উন্মুক্ত করে দিই, পাছে রাজভয়ে বা অর্থলোভে এই নিদারুণ কার্য্যে অন্য কেহ অগ্রসর হয় তাই আমি নিষ্ঠুরতার কর্কশ-বর্ম্মে প্রাণের স্নেহ মমতাকে আচ্ছাদন করে রাজসমক্ষে তাঁর আজ্ঞা প্রতিপালনের ভার

উপস্থিত হই, যতক্ষণ বিজয় বসন মশানে রোদন করছে, আমার হৃদয়ে সহস্র বিষাক্ত ছুরিকা বিদ্ধ হচ্ছে; কোথায় কে শত্রু লুক্কায়িত আছে সেই আশঙ্কায় একা কিছু করতে পাচ্ছিলেম না। মন্ত্রী মহাশয়, আপনি এসেছেন আমার ভরসা হচ্ছে; এই কুমারদ্বয়ের বন্ধন মুক্ত করে দিলেম, আপনি ত্বরায় উপায় করুন, রাজ্যের মধ্যে কেউ না দেখতে পায়।

মন্ত্রী। সাধু বলবন্ত সাধু! আজ যদি তুমি এই নিদারুণ কাজ করতে তা' হ'লে আমার জীবন চিরদিনের জন্য বিষময় করে দিতে। ধার্ম্মিক হ'ন, বীরই হ'ন, সাধুই হ'ন, মনুষ্য জাতিতে যে ভাল লোক থাকতে পারে এ কথা আমি আর বিশ্বাস করতেম না। তুমি রাজার নিকট যাও, আমি কুমারদের একটা ছদ্মবেশে রাজ্যের বাহিরে রেখে আসি।

শান্তা। বলবন্ত বলবন্ত, দুখিনীর আশীর্ব্বাদ ধর, তুমি রাজ রাজেশ্বর হও! আয় আয় কাঙ্গালিনীর বাছারা! তোরা যে রাজপুত্র তা ভুলে যা, আয় তোদের নিয়ে আমি পালিয়ে যাই, ভিক্ষা করে খাওয়াব, প্রাণে বেঁচে থাক।

বল। না না শান্তা, তুমি কোথায় যাবে! তোমায় রাজবাটীতে না দেখতে পেলে ছোটরাণীর ঘোর সন্দেহ জন্মাবে, নিশ্চয় মনে করবেন যে আমি বিজয় বসন্তের প্রাণ বধ করিনে তোমার হাতে দিয়েছি তুমি নিয়ে কোথায় পালিয়ে গেছ; চারদিকে লোক ছুটবে, বৃদ্ধা তুমি, শিশু দুটীকে নিয়ে কত দূর পালাবে, তা' হ'লে আমাদের এত যত্ন এত আশা সকলি বিফল হবে!

শান্তা। ওগো, আমি বাছাদের একলা কোথায় ছেড়ে দেব!

মন্ত্রী। না না শান্তা, বলবন্ত যথার্থ বলেছেন; তুমি এখন কোথাও গেলে সত্য সত্যই শত্রু পক্ষের মনে মহা সন্দেহ উপস্থিত হবে। ধৈর্য্য ধর, আশঙ্কা কোরনা; কুমার বিজয়ের জ্ঞান হয়েছে, বিদ্যা হয়েছে, অস্ত্রচালনে পটু; উনি অবাধে কনিষ্ঠ কুমারকে রক্ষা করে লয়ে যাবেন। রাজচক্রবর্ত্তী-লক্ষণাক্রান্ত কুমারদ্বয় রাজ্যান্তরে কোথাও না কোথাও আশ্রয় পাবেন। কায়মনোবাক্যে, রাধাবল্লভজীর চরণ পূজা কর, একদিন না একদিন মহারাজের চক্ষু খুলবেই খুলবে; আজকার বিপদ কেটে গেলে কুমারদ্বয়কে এই রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত দেখে আমরাও চক্ষু সার্থক করবো।

বিজয়। শান্তাদিদি, দয়াময় হরির ইচ্ছায় আজ যদি আমাদের প্রাণ রক্ষা হ'ল, তবে তুমি আর রোদন কোরনা, আমাদের বিদায় দাও, তোমার আশীর্ব্বাদে আমাদের কোন বিপদ হবে না; আমি আপনি না খেয়ে বসনকে খাওয়াব, বসন নিদ্রা যাবে আমি প্রহরীর কার্য্য করবো, আপনার প্রাণের মমতা না করে বসনের প্রাণ রক্ষা করবো।

শান্তা। ওরে তোরা যে আমার দুজনে দুটী চক্ষেরমণি, তোদের হারা হ'লে যে জগৎ আমার কাছে অন্ধকার!

বল। শান্তা আর বিলম্ব কোরনা, কে কোথা হ'তে আসবে!

মন্ত্রী। সত্য!—আসুন কুমারেরা আমার সঙ্গে আসুন, এই নদীর ধার দিয়ে যাই।

বিজয়। দিদি বিদায় দাও—কেঁদনা—

বসন। কেন দিদি কাঁদছিস! তোর হরিকে ডাকনা আমাদের কিছু হবে না, এই দেখনা হরি বলে মরতে যাচ্ছিলুম অমনি হরি বাঁচিয়ে দিলে!

শান্তা। এস বিজয়, এস বসন, হরি তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকবেন, মনে রাখিস অভাগী বৃদ্ধার আঁচলের ধন তোরা, চোখের জল বই এখন আর তার অন্য সম্বল রইল না!

বিজয়। গুরুদেব প্রণাম হই।

বল। দুই ভাইয়ে অভেদাত্মা হয়ে সর্ব্বত্র বিজয়ী হও, ধর্ম্মের জয় হ'ক!

[একদিকে শান্তা ও বলবন্ত, অপরদিকে বিজয়, বসন্ত ও মন্ত্রীর প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

দুর্জ্জয়ময়ীর কক্ষ।

রাজা ও দুর্জ্জয়ময়ী।

রাজা। কেন কেন—আমি কি অন্যায় করেছি? হাঁ প্রিয়ে তুমিই বলতো আমার কি কিছু অন্যায় কাজ করা হয়েছে?

দুর্জ্জয়। আমি স্ত্রীলোক কি বলবো বলুন।

রাজা। কেন কেন, বলবে না কেন? এতো সকলেই বুঝতে পারে, এর আর স্ত্রীলোক কি? বিশেষ তুমি অতি বুদ্ধিমতী, যথার্থ কথা বলবে তা'তে আর দোষ কি? কেমন সত্য বল, আমি কি অকস্মাৎ ক্রোধের বশীভূত হয়ে কিছু করেছি? না, হ'বার যদিও কথা তবুও বাহ্য ব্যবহারে কোনরূপ ঈর্ষার লক্ষণ দেখিয়েছি? পদ্ধতিমত অপরাধের বিচার করে ন্যায়মত দণ্ড বিধান করেছি, এতে আর অন্যায় কি? এতে আমার উপর কারুর বিরক্ত হ'বার যে কি কারণ তাতো বুঝতে পারিনি।

দুর্জ্জয়। মহারাজ আপনার উপর বিরক্ত হ'বার সাধ্য কার

আছে? তবে আমি অভাগিনী নারী, সকলেই আমাকে দূষছে, আমার প্রতি কারুর দৃষ্টি প্রসন্ন নয়, আমি কারুর কিছুতেই নেই, অথচ লোকে বলে—বলুক না বলুক মনে মনে করে যে যত গোলযোগ, যত অমঙ্গলের হেতু আমিই।

রাজা। না না, তোমায় দূষবে কেন! আমারই উপর বিরক্ত; দেখলে না, মন্ত্রী তীর্থবাস করতে চাচ্ছেন, সভাসদেরা বিদায় চাইলেন, সামান্য নীচ ঘাতক সেও আমার মুখের উপর স্পর্দ্ধা করে আজ্ঞা লঙ্ঘন করে চলে গেল; যেরূপ ব্যবহার দেখছি তা'তে তো সম্পূর্ণ বিদ্রোহের লক্ষণ প্রকাশ পাচ্ছে, আমায়, এই বৃদ্ধ বয়সে দুর্ব্বল পেয়ে কৃতঘ্নেরা রাজবিদ্রোহী হ'বার উদ্যোগী হয়েছে। প্রিয়ে, প্রিয়ে, তুমি ভিন্ন এখন আর কেউ আমার সহায় নাই, কেউ আমার আপনার লোক নাই। কি করি, কি করি—ন্যায়ের অনুরোধে অপত্যস্নেহের বশীভূত হ'লেম না, কঠিন প্রাণে পুত্রের প্রাণ বধের আজ্ঞা দিলেম এতেও সকলে অসন্তুষ্ট! এক বলবন্ত আমার পক্ষ, আর যে কে আমার সহায় হবে তাতো বুঝতে পাচ্ছিনি, কি করি—কি করি—

দুর্জ্জয়। মহারাজ, আমি যখন কোন কথা বল্লেও দূষী না বল্লেও দূষী হ'ব তখন মনে যা ভাল বুঝছি তা বলাই ভাল; আমার তো বেশ বোধ হচ্ছে মহারাজ, যে এ রাজ্যে সকলেই আপনার শত্রু, মন্ত্রী মহাশয় নিজে লোক ভাল হ'লেও হ'তে পারেন, কিন্তু পাঁচজনের কুচক্রে পড়ে ওঁরও মতিভ্রম হয়েছে; আজকের এ কাণ্ডে নয় অনেক দিন অবধি যে এর একটা যড়-যন্ত্র হচ্ছে তা আমি বুঝতে পেরেছিলেম, তাই আমার সহোদর দুর্ব্বুদ্ধিকে এখানে আনিয়ে সকলের কার্য্যের উপর বিশেষ

দৃষ্টি রাখতে বলে দিয়েছি।) মহারাজ, আমি চারিদিকে বিপদের সম্ভাবনা দেখছি তাতে দুর্ব্বুদ্ধি যদি আমার সহোদর না হ'ত তা' হ'লে তা'র উপরই আপাতত রাজ-প্রতিনিধিত্বের ভার দেবার জন্য আপনাকে অনুরোধ করতেম।

রাজা। কেন, কেন প্রিয়ে, তোমার সহোদর তা'য় দোষ কি? সেতো আরও ভালই, তোমার সহোদর আমার পরমাত্মীয়, বিশেষ বিশ্বাসের পাত্র।

দুর্জ্জয়। প্রাণেশ্বর, একেই তো লোকে কত বলছে, তা'তে যদি আপনি আবার দুর্ব্বুদ্ধিকে রাজ-প্রতিনিধিত্বে নিযুক্ত করেন, লোকে বল্‌বে আমিই বলে কয়ে, ভাইকে ক্রমে কৌশলে সিংহাসন দেওয়াবার চেষ্টা করছি।

রাজা। কে বলবে, কে বলবে! যারা বলবে তারাতো আমার শত্রু; বলে বলুক, আমি কারুর কথা গ্রাহ্য করি না; দুর্ব্বুদ্ধিকেই রাজপ্রতিনিধি করবো, সম্পূর্ণ শাসনের ভার তার উপর দেব; সে রাজপুত্র, যুবা পুরুষ অবশ্যই বিদ্রোহ দমন করতে পার্ব্বে। মন্ত্রীর ইচ্ছা হয়ে থাকে করুন গিয়ে কাশীবাস; আমি নিশ্চিন্তে কিছুদিন তোমার কাছে থেকে আরাম উপভোগ করি।

দুর্জ্জয়। তা মহারাজ, দুর্ব্বুদ্ধিকেই রাজ্যভার দিন আর যাকেই দিন আপাতত আপনাকে আমি চোখের বা'র হ'তে দিচ্ছিনি, গুপ্ত শত্রুদের মনের ভেতর কি আছে কে জানে! কেউ যদি আপনার প্রাণের উপরেই হন্তারক হয়!

রাজা। প্রিয়ে প্রিয়ে, তোমার চোখের বা'র হয়ে আমি কোথায় যাব! যার সন্তোষের জন্য মশানে পুত্রের প্রাণ বিসর্জ্জন দিলেম তার জন্য রাজ্য শ্মশান হ'লেই বা ক্ষতি কি! হৃদয়েশ্বরি

কাছে এস, তোমার মধুমাখা কথায় ছুটো প্রণয় আলাপ কয়, অন্য সব কথা ভুলিয়ে দাও, আমরি মরি কিরূপ! কিরূপ!

নেপথ্যে। মহারাজ, আমি এসেছি—কার্য্য শেষ করে এসেছি!

রাজা। কে, কে! এ সময় আবার কে! কেও, কি চাও?

দুর্জ্জয়। মহারাজ, আপনি বাহিরে যান, বাহিরে যান, বুঝি বলবন্ত।

রাজা। না না এইখানে—এইখানে, তোমার কাছে থাকি, কাছে থাকি!

(রক্তাক্ত হস্তে বলবন্তের প্রবেশ)

বল। মহারাজ, সব শেষ—সব শেষ—

রাজা। কি! কি! বলবন্ত তুমি কাঁপছ যে! কাঁপছ যে!

বল। কাঁপছি মহারাজ, কৈ তাতো জানিনা! রাজ আজ্ঞা পালন করেছি, কুমারদের নিঃশেষ করেছি! কুমারদের নিঃশেষ করেছি! দেখবেন, দেখবেন! আমার সঙ্গে আসুন, ছুই মুণ্ড মশানে গড়াগড়ি যাচ্ছে, এখনও শৃগাল কুকুরে খায়নি! মহারাণী আপনিও আসুন, বিশ্বাস না করেন স্বচক্ষে দেখে যান, খুব প্রতিশোধ হয়েছে, খুব প্রতিশোধ হয়েছে!

দুর্জ্জয়। যাও—যাও, বলবন্ত তুমি যাও, মহারাজের সামনে থেকনা, হস্ত প্রক্ষালন করগে।

বল। কি প্রক্ষালন করবো—রক্ত! একি যে সে রক্ত যে সামান্য জলে প্রক্ষালিত হবে! এই হাতে বিজয়ের রক্ত, এই হাতে বসন্তের রক্ত, রাজবংশধরদের রক্ত! গাঢ়—তপ্ত! সপ্ত সমুদ্রের সমস্ত জলে এ রক্ত প্রক্ষালিত হবে না! দেখুন মহারাজ, দেখুন মহারাণী, আমি কেমন কৃতজ্ঞ ভৃত্য—রাজ আজ্ঞা অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালন করেছি!

রাজা। যাও বলবন্ত যাও, তোমার পুরস্কার পাবে, যাও।

বল। যাই ; মহারাজ দেখুন আমার কোন ত্রুটী নাই, ঠিক দেখুন কুমারদের রক্ত কি না! দেখুন আপনার রক্ত—আপনি দেখলেই চিন্তে পারবেন!

দুর্জ্জয়। বলবন্ত যাও—যাও, দেখছনা মহারাজ কাতর হচ্ছেন।

বল। কিসের কাতর! রাজা রাজকার্য্য পালন করেছেন, পতি পত্নীর সম্মান রেখেছেন, পিতা পুত্র বধ করেছেন, তার আবার কাতরতা কি! কাতরতা দেখেছি আমি—এই তামসী নিশিতে বিভীষিকাময় মশানে কুমারদের কাতর ক্রন্দন শুনেছি! "কোথায় মা, কোথায় বাবা" বলে চীৎকার করে কেঁদেছে তা শুনেছি—"গুরুদেব রক্ষা কর" বলে আমার পায়ে পড়েছে অমনি মুণ্ডচ্ছেদ করেছি!

রাজা। ওঃ—হোঃ!

বল। কেমন মহারাজ, আজ্ঞা পালন করেছি তো! মহারাণী, আপনারও আজ্ঞা লঙ্ঘন হয়নি, আগে বসন্তের তারপর বিজয়ের মুণ্ডচ্ছেদ!

দুর্জ্জয়। আমার আজ্ঞা! আমার আজ্ঞা! বিজয় নাই! বিজয় নাই!

রাজা। হাঁ হাঁ রাণী, তোমারই আজ্ঞা, তোমারই আজ্ঞায় বিজয় নাই ; বিজয়ও নাই—বসনও নাই—আমি নির্ব্বংশ! আমার কেউ নাই, কেবল তুমিই আছ, তুমিই আছ, আর তোমার অপরূপ রূপ আছে—এস এইরূপে ডুবে থাকি, আমায় আলিঙ্গন কর, পার যদি পুত্রঘাতীকে আলিঙ্গন কর!

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

বনপথ।

বিজয় ও বসন্ত।

বসন্ত। কখন খাব দাদা? এ তিনদিন বন ছিল ভাল, কত রঙ বেরঙের পাখী, কেমন মিষ্টি মিষ্টি ডাক, কত ফুলের গাছ, কত সব ঝর্ণা, আজ এ কি বনে এলুম, একটা সোজা পথ নেই, পায়ে কেবল কাঁটা ফুটছে, সব মস্ত মস্ত গাছ, কেমন পাতার একটা বিশ্রী গন্ধ, একটা ফল নেই, এত বেলা হ'ল এখনও কিছু খেতে পেলুম না, বড় খিদে পেয়েছে।

বিজয়। চল ভাই, একটু আস্তে আস্তে সয়ে চল, এ তিনদিন বনের ধারে ধারে এসেছি, যেন কতক বন কতক বাগান; হাতে করে ফল পেড়েছ আঁজলা করে জল খেয়েছ, নতুন নতুন তোমার আহ্লাদ হয়েছে; এ যে ভাই বিজন বন!

বসন। বিজন বনে কি ফল পাওয়া যায়না? তবে আমি খাব কি? আমি এত বেলা হ'ল কিছু খাইনি, বাড়ীতে থাকলে শান্তাদিদি এতক্ষণ আমায় কবার খেতে দিত বল দেখি?

বিজয়। আয় ভাই, একটু আস্তে আস্তে আয় চলে আয়—বরাবর কি বন থাকবে, একটা গ্রাম কি নগর দেখতে পাবই পাব। সেখানে গেলেই কারুর কাছে চেয়ে তোমায় খাবার দেব।

বসন। না দাদা, কিছু না খেলে আর আমি চলতে পারবো না, আমার গা কেমন কচ্ছে, মাথা ঘুরছে।

বিজয়। হাঁ ভাই বসন, একটু যেতে পারবে না? একটুখানি চল, আমায় ধরে ধরে চল।

বসন। না দাদা, আমি আর পাচ্ছিনি দাদা, যতক্ষণ পেরেছি তোমায় বলিনি, আমি আর এক পাও চলতে পাচ্ছিনি, কথা কইতে কষ্ট হচ্ছে, গলা শুকিয়ে যাচ্ছে দাদা, দুটো একটা পাতা ছিঁড়ে দাও আমি তাই চিবুই, তা' হ'লে একটু গলাটা ভিজবে।

বিজয়। হা অদৃষ্ট, হা অদৃষ্ট! সোণার কমল বসন, আজ একটী ফলের জন্য লালায়িত! রাজপুত্র আজ বৃক্ষপত্র খেয়ে ক্ষুধা তৃষ্ণা শান্তি করতে চাচ্ছে! কি করি, কোথায় কি পাই, বসনের মুখে কি দিই! পথশ্রমে অনাহারে ক্রমে আমারও শরীর দুর্ব্বল হচ্ছে, কি করে প্রাণের ভাই বসনকে রক্ষা করি! শান্তাদিদির কাছে প্রতিজ্ঞা করে এলেম যে বসনের ভার আমার উপর, তার এখন কি করি!

বসন। ও দাদা, আমি আর বাঁচিনি, বুঝি এখনি মরে যাব, যা হয় আমার মুখে কিছু দাও, একটু জল না হয় দাও! মাগো—গেলুমগো মা!

বিজয়। কারে ডাকছিস বসন, মা আমাদের কৈ! মা মা করে কারে ডাকছিস? আজ মা নাই তাই আমাদের এই দশা, ওহো! শৈশবে মাতৃহীন হওয়া অপেক্ষা দুর্ভাগ্য জগতে আর কিছুই নাই!

বসন। দাদা, দাদা, তুমি না বল মা স্বর্গে আছেন, আমরা

খিদেয় কাঁদছি মা কি শুনতে পাচ্ছেন না? আমাদের এমন দশা হয়েছে, মা কি দেখতে পাচ্ছেন না?

বিজয়। চুপ্ কর ভাই, আর মার কথা তুলিসনি, মার কথা শুনলে আমার বুক ফেটে যায়, আমি ধৈর্য্য হারাই! খানিক ভাই তুমি এইখানে স্থির হয়ে বোস, আমি একটু এগিয়ে দেখি, কোন একটা গাছটাছ খুঁজে দু-একটা ফল পাইতো এনে তোমায় দিচ্ছি।

বসন। যাও দাদা যাও, যা পার খুঁজে আন, তুমি কিছু খাও, আমায় কিছু দাও।

বিজয়। আমি যা পাই এখনি আনছি ভাই, তুমি এইখানে একটু বোস, কোথাও যেওনা।

[বিজয়ের প্রস্থান।

বসন। দাদা বলে কোথাও যেওনা, আমি কোথায় যাব, আমি আর এক পাও চলতে পাচ্ছিনি, চলতে পারলে কি দাদাকে খিদে খিদে করে এত জ্বালাতন করি, দাদাও তো সেই কাল দুপুর বেলা থেকে দুটী পেয়ারা খেয়ে রয়েছে, দাদারও তো কত খিদে পেয়েছে, তবে কারেও বলেনা, কারে বলবে! আমি ছেলেমানুষ আমায় বলে কি হবে, আমি কি করবো! শান্তাদিদি থাকতো তবে দাদা খিদের কথা বলতো, আর যদি মা থাকতো তো বলতেও হ'ত না, মা আপনি খাবার দিত—দাদা এখনও ফল পেলেনা, কখন আসবে! আহা আমাদের কেন মা নেই! মা থাকলে আমরা দুজনেই খাবার চাইতুম, খাবার পেতুম; মা কোথায় গেলে!

(গীত)

ও মা তুমি কোথায় কোথায়।
বিজয় বসন তোর কাতর ক্ষুধায় ॥
মাগো তুমি নাই তাই, দেখ আজ দুটী ভাই,
ক্ষুধানলে জ্বলে খেতে নাহি পায় ;—
অনাহারে বনে ওমা জীবন হারায় !

(বৃক্ষ হইতে একটী ফল পতন)

কি. ওটা গড়িয়ে যাচ্ছে—ফল না ! হাঁ হাঁ ঐ যে গাছটা আকাশে ঠেকেছে ঐটে থেকে বুঝি পড়লো, এ ফল আমায় মা দিয়েছে, মা আমার কান্না শুনতে পেয়েছে, আমি খিদেয় মরে যাচ্ছি মা জানতে পেরেছে। (ফল লইয়া ভক্ষণ) আঃ বাঁচলেম—আঃ—উঃ—একি—উঃ—গলার ভেতর কেমন কচ্ছে—থু থু—ও বাবা একি হ'ল !—বড় গা জ্বলছে—জল জল—ও দাদা, ও দাদা !—জল—জল—কোথায় তুমি, কোথায় তুমি—জ্বলে গেল, জ্বলে গেল, জল দাও, জল দাও, মরে গেলুম, মরে গেলুম, ও মা, ও দাদা, ও শান্তাদিদি তুমি কোথায়! কি খেলুম, ও বাবা, ও মা, মাথার ভেতর রঙমশাল জ্বলছে, পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত চড় চড় করে টেনে বাঁধছে, কথা কইতে পাচ্ছিনি—জল—জ—ল—দা—দা—মা—(অচৈতন্য হইয়া ভূতলে পতন)

(বিজয়ের প্রবেশ)

বিজয়। ভাই—পেয়েছি, বেশ ফল পেয়েছি, বসন, বসন ! আহা, পথ হেঁটে হেঁটে খিদেয় ছেলেমানুষ ভাই আমার মাটিতে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে—একটু ঘুমুক—না, তুলে খাওয়াই, বড়

খিদে পেয়েছে, খেয়ে তখন ঘুমুবে। বসন, বসন! ওঠতো ভাই, কেমন ফল এনেছি দেখ, দুটো মুখে দাও। আহা, ঘুমিয়ে অচেতন হয়ে পড়েছে, গায়ে হাত দিয়ে ডাকি। ও বসন, বসন! ওঠনা ভাই, এ কিএ! শরীর এমন হিম কেন! এত শক্ত কেন! অ্যাঁ, অ্যাঁ, নীলবর্ণ যে! মুখে ফেনা! তবে কি সর্ব্বনাশ হয়েছে!—বসন রে—ভাই রে, শেষ কি এই হ'ল, সর্পাঘাতে তোর মৃত্যু হ'ল! কালসাপিনী বিমাতার দংশন হ'তে পরিত্রাণ পেয়ে বসন ভাই আমার শেষ কি সত্য সত্যই ভুজঙ্গ দংশনে প্রাণত্যাগ কল্লি! ভাই রে, তুমি ক্ষুধায় আকুল হয়েছিলে বলে আমি নিজের কষ্ট ভুলে কত চেষ্টা করে তোমার জন্য এই ফল নিয়ে এলেম; আমারও বড় ক্ষিধে পেয়েছিল, তবুও তুমি না খেলে খাবনা বলে আসতে আসতে একটীও মুখে দিইনি ভাই রে আমার এত কষ্টের ফল তুই আহ্লাদ করে হা... নিবিনি! আমার মুখে তুলে দিয়ে তুই আপনি খাখিনি! কথা ক' ভাই কথা ক' চোখ চা' আমি ডাকছি, আদর করে দাদা বলে উত্তর দে। অ্যাঁ—কি হ'ল, কি হ'ল! বসন নাই—নাই! না না—তা হ'তে পারেনা, হ'তে পারেনা, আমি বেঁচে আছি বসন নাই! ও শান্তাদিদি, তুমি কোথায়, দেখ এসে তোমার বড় আদরের বসন, যাকে কোল ছাড়া করতে না, আজ সে প্রাণশূন্য হয়ে নিবিড় বনে কঠিন মাটিতে পড়ে আছে! মাগো তোমার বসনের বনবাসের ক্লেশ দেখতে না পেরে কি তারে আপনার কোলে টেনে নিলে! তবে মা আমি কি অপরাধ করেছি যে আমায় নিচ্ছনা, বসনকে কাছে নিয়েছ, বিজয়কেও কাছে নাও, কার জন্য আর আমি বেঁচে থাকবো, একমাত্র

বন্ধন বসন ছিল—তাও গেল, দগ্ধ প্রাণ এখনি তোরে বিসর্জ্জন দিয়ে বসনের সাথী হ'ব।

(একজন ব্রহ্মচারীর প্রবেশ)

ব্রহ্ম। শিবরাম, শিবরাম! বাল-কণ্ঠ-বিনিঃসৃত রোদনধ্বনি এই দিক থেকেই তো আমার কর্ণে প্রবেশ করেছিল। হাঁ, এই যে একটী বালক শুয়ে রয়েছে, অপরটী তার পাশে বসে রোদন করছে, বৎস কি হয়েছে, তোমরা কে?

বিজয়। মহাশয়, আর আমরা নাই, আমি এখন একা! জয়পুর রাজ্যের হতভাগ্য রাজপুত্র আমরা বনবাসে এসেছিলেম, প্রাণের ভাই, দুঃখের দোসর ভাই আমার আজ প্রাণত্যাগ করে গেছে, আমিও তার সাথী হ'ব, নিজ হস্তে দগ্ধ প্রাণ বিসর্জ্জন দেব।

ব্রহ্ম। বৎস, তুমি ভ্রাতৃশোকে বিহ্বল হয়েছ তাই অমন কথা বলছো, আত্মহত্যা মহাপাপ, আত্মহত্যা কি করতে আছে! আত্মঘাতীতে নরঘাতীতে কোনরূপ প্রভেদ নাই; তোমারই বা কি, আমারই বা কি, অন্যেরই বা কি, সকলেরই প্রাণ সেই করুণাময় পরমেশ্বরের প্রদত্ত, এ প্রাণকে দেহ হ'তে বিচ্ছিন্ন করবার কারুরই অধিকার নাই; এখন তুমি নিদারুণ ভ্রাতৃশোকে উন্মত্ত হয়ে আত্মহত্যা করতে উদ্যত হয়েছ, কিন্তু হৃদয়ের বেগ শমিত হ'লে, যখন স্থিরচিত্তে বিবেচনা করে দেখবে, তখনি বুঝতে পারবে যে তুমি কি ভয়ানক দুষ্কর্ম্ম করতে যাচ্ছিলে!

বিজয়। প্রভু, আপনার প্রশান্ত মূর্ত্তি দর্শনে ও জ্ঞানগর্ভ মধুর বচন শ্রবণে বোধ হচ্ছে নিশ্চয়ই আপনি কোন মহাপুরুষ; দেব, আমায় বলুন দেখি, এই ভাই বই আর আমার এই

সংসারে আপনার বলবার কেউ নাই, যখন এও গেল তখন কিজন্য আমি এই দুঃখময় জীবন বহন করি!

ব্রহ্ম। বৎস, জীবন কখনই দুঃখময় নয়। এক্ষণে বল কিরূপে তোমার কনিষ্ঠের প্রাণবিয়োগ হ'ল।

বিজয়। প্রভু, ভাই আমার ক্ষুধায় বড় আকুল হয়ে চলৎ-শক্তি রহিত হয়েছিল, আমি ওকে এখানে রেখে কিছু দূরে ফল অন্বেষণ করতে গিয়েছিলেম, এসে দেখি এই অবস্থা, সর্পা-ঘাতে ভাই আমার প্রাণত্যাগ করেছে!

ব্রহ্ম। সর্পাঘাত! সর্পাঘাতেরও তো চিকিৎসা আছে, বিষধর দংশনে মৃত্যুর সমস্ত লক্ষণ বিদ্যমানেও কখন কখন শরীরে প্রাণবায়ু অতি ক্ষীণ ভাবে লুক্কায়িত থাকে; ঈশ্বর প্রসাদে আমি অনেকরূপ বনজ ভৈষজ্যের গুণ অবগত আছি; দেখি তোমার ভাইয়ের কোনরূপ প্রতিকার করতে পারি কি না।

বিজয়। প্রভু, প্রভু, আমায় চিরঋণী করুন, একসঙ্গে দুটী জীবন দান করুন, আপনার আশ্বাসবাক্যে আমার মনে বড় আশার সঞ্চার হচ্ছে!

ব্রহ্ম। স্থির হও। (বসন্তের অঙ্গ পরীক্ষা করিয়া) কৈ অঙ্গের কোন স্থানে তো কোনরূপ ক্ষত চিহ্ন দেখছি না, সর্প-দংশন কখনই নয়, আমার নিশ্চয় বোধ হচ্ছে, কোন বিষাক্ত দ্রব্য ভক্ষণে এই শিশুর এ দশা প্রাপ্তি হয়েছে।

বিজয়। তবে কি হবে, আর কি তবে আশা নাই!

ব্রহ্ম। বৎস, পলে আশান্বিত, পলে নিরাশ হচ্ছো; তা তোমার দোষ কি, তুমি তো বালক মাত্র, মনুষ্যের স্বভাবই

ঐই ; এই আশা—এই নিরাশা ! এই দৃঢ় বিশ্বাস—এই ঘোর অবিশ্বাস ! তুমি একটু স্থির হও আমি তোমার ভ্রাতাকে ঔষধ প্রয়োগ করি।

(ঝুলি হইতে বৃক্ষপত্র বাহির করিয়া নিজ করে মর্দ্দন করত বসন্তের নাশারন্ধ্রে ও কর্ণে প্রদান)

দেখি, দেখি—তোমার হাত দাও—এই দেখ অল্প অল্প নিশ্বাস প্রবাহিত হচ্ছে, মহেশ্বরের কৃপায় আমার ঔষধ কার্য্য করেছে, শরীর উষ্ণ হচ্ছে, চক্ষু উন্মীলন কচ্ছে—

(কমণ্ডলু হইতে জল লইয়া বসন্তের চক্ষু ও মুখে সিঞ্চন)

বসন। দাদা, দাদা !

বিজয়। ভাই, ভাই !—বসন, বসন ! এই যে আমি, আবার কথা কইলি বসন, আবার আমায় দাদা বলে ডাকলি ভাই !

বসন। দাদা, আমি বড্ড ঘুমিয়ে পড়েছিলুম, এই গাছ থেকে একটা ফল পড়লো, খেয়ে বড্ড ঘুমিয়ে পড়েছিলুম।

বিজয়। ঘুমিয়ে—ঘুমিয়ে! হাঁ ভাই, চিরনিদ্রায় অভিভূত হয়েছিলে ! প্রণাম কর ভাই, প্রণাম কর, এই মহাপুরুষকে প্রণাম কর ; প্রভু, আপনি সাক্ষাৎ কোন দেবতা, তাই আজ অনাথ বালক দুটীর দুঃখে দুঃখিত হয়ে তা'দের প্রাণদান করলেন।

ব্রহ্ম। বৎস, এখন একবার ভাব দেখি, তুমি যদি পূর্ব্বাপর বিবেচনা না করে উন্মাদের ন্যায় আত্মহত্যা করতে, আর তার পর অপর কেহ বা আমি এসে তোমার ভ্রাতার শরীরের বিষাপনোদন করে চৈতন্য সম্পাদন করতেম, তা' হ'লে এই শিশুর দশা কি হ'ত ! আর তোমার নিজের প্রেতাত্মাই বা কতদূর অস্থির

হ'ত! ক্রোধ, দুঃখ, অভিমান বা নৈরাশ্যের বশে মনুষ্য পূর্ব্বাপর বিবেচনা না করে কখন কখনও এইরূপে আত্মঘাতী হয়, কিন্তু তখন যদি তারা মুহূর্ত্তের জন্য বুঝতে পারে যে, যা করতে যাচ্ছে তা আর ফেরবার নয়, ধৈর্য্য ধরে আত্মজীবন রক্ষা করলে চক্রবৎ পরিবর্ত্তনশীল অবস্থা পুনর্ব্বার অন্য ভাব ধারণ করবে, তা' হ'লে তারা কখনই অমূল্য প্রাণ বিনষ্ট করে না! বৎস, মানব জীবন কখনই দুঃখময় নয়, আশীর্ব্বাদ করি দীর্ঘায়ু হও, বহু— বহুদিন পরে যখন অবস্থার পরিবর্ত্তনে, আপনাকে সুখের অমৃত-সাগরে ভাসমান জ্ঞান করবে, তখন একবার আজকার এই দুর্দ্দিনের কথা স্মরণ করো, মনে মনে বুঝতে পারবে, যে দিন জীবনকে অতি দুঃখময়, অতি বিষপূর্ণ জ্ঞান করে পরিত্যাগ করতে উদ্যত হয়েছিলে, সেই দিনের স্নেহবিগলিত নিঃস্বার্থ ভ্রাতৃশোকের মধ্যেও এক অতি পবিত্র মধুর শান্তিময় সুখকর ভাব প্রবাহিত ছিল।

বিজয়। দেব, আপনার অমৃতময় সরল উপদেশে আজ আমার যেরূপ জ্ঞানোদয় হ'ল, আচার্য্যের নিকট বহুবিধ শাস্ত্র পাঠেও তা' হয় নাই।

ব্রহ্ম। বৎস, এক্ষণে তোমরা কোথায় যাবে?

বিজয়। দেব, আমাদের যাবার কোথাও স্থিরতা নাই, যেথানে দু-চক্ষু যায় সেথানে যাব।

ব্রহ্ম। বেলা অপরাহ্ণ হয়েছে, সন্ধ্যা আগত প্রায়, অনতি দূরে এক কুটীরে অদ্য নিশা যাপন করে কল্য আমি পুনঃ তীর্থ যাত্রা করবো, আমার সঙ্গে এস আজ বিশ্রাম করে কাল যথা ইচ্ছা যেও।

বিজয়। যে আজ্ঞা প্রভু; চল বসন, আজ আমরা মহাপুরুষের আশ্রয়ে থাকিগে।

বসন। হাঁ দাদা, তাই চল।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

রাজপুরস্থ উদ্যান।

রাজা জয়সেন।

রাজা। কোথায় গেল প্রেয়সী, কেন এখন আমার কাছ থেকে সরে সরে যায়—সকলে যেন আমায় ত্যাগ করছে; মন্ত্রী, রাজকর্ম্মচারিগণ, পৌরজন, কেউ আর আমার কাছে আসতে বসতে চায়না; সব যেন বিষণ্ণ, দাস দাসীদের মুখেও যেন আর হাসি নাই; বিজয় বসন্তের প্রাণদণ্ডের পর থেকে কি যেন একটা বিপ্লব ঘটেছে! আমি তো অন্যায় করিনি, বিচার করে ন্যায্য দণ্ড দিয়েছি—বিচার কি ঠিক করেছি? অবশ্য, অবশ্য, নিঃসন্দেহ—তবে কেন মনের ভিতর থাকে থাকে তর্ক উপস্থিত হয়! আপনাকে আপনি অপরাধী বলে মনে হয়, প্রাণ যেন কেবল কাঁদতে চায়, সুখ কিছুতেই পায়না! ও কিছুনা, কিছুনা, হৃদয়ের দুর্ব্বলতা, অপত্যস্নেহের পক্ষপাতিতা। প্রাণদণ্ড, প্রাণদণ্ড! একবার হয়ে গেলে আর ফেরবার নয়, কারারুদ্ধ বা নির্ব্বাসিত করলেই যথেষ্ট হ'ত না? কিন্তু প্রিয়ার মনঃক্ষোভ কি তাতে দূর হ'ত? আর আমার—আমার হৃদয়ের জ্বালার কি শান্তি হ'ত! এত বড় স্পর্দ্ধা, আমার প্রণয়ের প্রতিদ্বন্দ্বী! পুত্র হয়ে পিতার

প্রণয়ের প্রতিদ্বন্দ্বী! বিমাতার উপর বাসনা, আমার প্রণয়িনীর উপর অভিলাষ!—বেশ হয়েছে, ঠিক হয়েছে, আমি কোন অন্যায় করিনি। হৃদয়েশ্বরী কোথায় গেল, দাসীরা তো বল্লে একলা বাগানের দিকে এসেছেন। কৈ—কদলি-গৃহে কি আছে—দেখি।

[প্রস্থান।

(দুর্লতার প্রবেশ)

দুর্লতা। আরে তোর কলিকালের মুখে মারি ঝাঁটা, (আরে তোর ধর্ম্মের মুখে দিই চুলোর পাঁশ, পৃথিবীতে সব অধর্ম্মে) সব-নরুকে, সব বেইমান !/ভাতার ভেড়া হ'ল, সতিনপোদের মাথা গেল, ভাই গদীতে বসলো, আর কি—মেয়ে একবারে নিশ্চিন্দি হয়েছেন, আর দুল্লতার খবরটীও নেই, খোঁজটীও নেই; আমর চোখখাগী, আমি না বুদ্ধি দিলে, আড়ি পেতে পেতে সব খপর না আনলে এসব কোত্থেকে হ'ত? এখন যে পোড়ার বাঁদর ভাই আমার এতটা অপমান কচ্ছে, আমার বুকের ওপর ভাতের হাঁড়ী ভাঙ্ছে তার দিকে একটু দিষ্টি নেই! আচ্ছা, আমিও একবার দেখে নিচ্ছি, আগে ঠাকরুণকে যা ইচ্ছে তাই শোনাব, তারপর দুব্বুদ্ধি পোড়ার মুখোর মুখে নুড়ো জ্বালব, তবে আমার নাম দুল্লতা! রাজার কাছে বসে বসে সোহাগ কচ্ছেন বুঝি, আমার ভয় কি! বুড়োর সামনেই ফাঁকি দিয়ে ভাইকে রাজ্যি দেবার মন্তন্না সব ভেঙে দিচ্ছি।

[প্রস্থান।

(রাণীর প্রবেশ)

রাণী। সে তো বল্লে না! প্রাণ দিলে তবু আমায় লজ্জা দিলে না! আমার কলঙ্ক বুকের ভেতর লুকিয়ে রেখে নিজে কলঙ্কের বোঝা মাথায় করে নিয়ে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করলে! অতি মহৎ, অতি উচ্চ প্রাণ! সে স্বার্থশূন্য হৃদয় আমার এই আসক্তি-

পূর্ণ ক্ষুদ্রাশয় হৃদয়ের সঙ্গে মিশবে কেন! কি কল্লুম, কি কল্লুম, আমি পিশাচিনী কি কল্লুম! নীচ প্রতিহিংসা প্রবৃত্তির উত্তেজনায় এমন প্রাণকে পৃথিবী হ'তে নির্দ্দয় বিদায় দিলেম! আর তুই না পুরুষ, তুই না রাজা, তুই না তার পিতা! তুই কি বলে তারে বধ করতে আজ্ঞা দিলি! আমি মতিহীনা নারী, যেন অভিমানে জ্ঞানহারা হয়েছিলেম, তুই পামর না তুল ধরে সভাস্থলে বিচার করতে বসেছিলি! বিচার! বিচার! আমি সব বুঝতে পারি; ন্যায্য বিচার করলি না ঈর্ষার তাড়নে, গাত্রদাহের জ্বলনে আমার মত তুইও নিজ পুত্রের উপর প্রতিহিংসা সাধন করলি! ধিক্ ধিক্ ক্লীব কাপুরুষ, তোর স্পর্শ এখন আমার পূরীষ অপেক্ষাও ঘৃণ্য!

রাজা। এই যে, আঃ! সমস্ত উদ্যান খুঁজে খুঁজে আমি ক্লান্ত হলেম আর প্রাণেশ্বরী আমার এইখানে! প্রি—

দুর্জ্জয়? রাজা—রাজা—

রাজা। আমারই নাম কচ্ছেন, প্রিয়ে নির্জ্জনে আমাকেই ভাবছেন, কি বলেন শুনি—

দুর্জ্জয়। আমি তো তার প্রাণ নিতে বলিনি, কেন তুই নিলি! আমি তা'কে দেখতেম, দেখতেম, পেতেম না, প্রাণ জ্বলতো—জ্বলতো, জ্বলতো, সে জ্বলনেও সুখ ছিল! সে তো আমায় ভালবাসতো! আমি যেমন চেয়েছিলেম তেমন ভাল না বাসুক, এক রকম না এক রকম মায়া তো ছিলই, নইলে নিজের প্রাণ বলিদান দিয়ে আমার লজ্জা নিবারণ করলে কেন!

রাজা। একি এ! কার কথা! কার প্রাণদণ্ড! কে ভালবাসতো! কারে দেখে সুখ—

দুর্জ্জয়। সে কথা কেউ জানেনা, আমি কাকেও প্রকাশ করিনি, সেও কারুর কাছে প্রকাশ করে যায়নি, কিন্তু আমি আর চেপে রাখতে পাচ্ছিনি, প্রাণ সে কথা কারুর কাছে প্রকাশ না করে আর থাকতে পাচ্ছেনা! কারে বলি, কারে বলি! কার কাছে প্রাণের বোঝা নাবাই!

রাজা। কি কথা! কার কথা! রাজ্ঞী কি তবে আমার কাছে কোন কথা গোপন করে রেখেছে!

দুর্জ্জয়। পিশাচিনী যে তোকে প্রাণ দিয়ে ভালবেসেছিল, আবার প্রতিদান না পেয়ে তোর রক্ত পান করলে, একথা আমি কারে বলি বিজয়!

রাজা। রাণি! রাণি! সে নাম কেন—সে নাম কেন! তোমার মুখে সে নাম কেন!

দুর্জ্জয়। কেও রাজা! কি নাম—কার নাম!

রাজা। তার—তার—যে গেছে তার—যে আর ফিরবেনা তার নাম। কে তাকে ভালবেসে ছিল? কে তার রক্ত পান করেছে?—পিশাচিনী কে?

দুর্জ্জয়। তোমার পুত্রের রক্তপানের কথা জিজ্ঞাসা কচ্ছো মহারাজ!

রাজা। আর কেন তার কথা—আর কেন! তোমারই সন্তোষের জন্য তো তার প্রাণ বধ করেছি!

দুর্জ্জয়। আমার সন্তোষ!—আমার সন্তোষ!

রাজা। তোমারই সন্তোষ—কেন রাণী, তুমি আমার পানে অমন করে চাচ্ছ কেন!

দুর্জ্জয়। আমার সন্তোষ!

রাজা। তবে আর কার!

রাণী। তোমার—তোমার—তোমার আপনার! বিষ—বিষ—গায়ের জ্বালা! পুত্রকে আমার প্রণয়ের প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করেছিলে, তাই তার প্রাণবধ করলে, আমি কখন প্রাণবধ করতে বলিনি!

রাজা। রাণি—রাণি!—

দুর্জ্জয়। চুপ্ কর পুত্রঘাতী, আমি রাণী না পিশাচিনী! জিজ্ঞাসা করছিলি না কে পিশাচিনী? পিশাচিনী আমি—আমি—আমি! পিশাচের রাণী তাই পিশাচিনী! শমনের দ্বারস্থ, জরাগ্রস্ত, কেন আমায় বিবাহ করেছিলি! তোর অমন অরুণ বরণ তরুণ তনয়ের করে আমায় না দিয়ে, কেন দুষ্ট-ক্ষুধারবশে আপনি গ্রাস করেছিলি! তাইতো আমি পিশাচিনী! বিরোধী সম্পর্কের অনুরোধে সে আমার হ'তে চাইলে না, তাইতো আমি ক্রোধে অন্ধ হয়ে, হতাশে উন্মাদ হয়ে, তার মাথায় কলঙ্কের বোঝা চাপিয়ে দিলেম!

রাজা। না—না, না—না—

রাণী। হাঁ, হাঁ—স্বাভাবিক প্রবৃত্তি দমন করতে না পেরে, প্রকৃতির গতি রোধ করতে না পেরে, পুরুষ-পুণ্ডরীক বিজয়ের রূপে উন্মাদ হ'য়ে তার কাছে প্রেমভিক্ষা করেছিলেম, সে আমায় মাতৃসম্বোধনে প্রত্যাখ্যান করলে! ক্রোধের উত্তেজনায় কালফণা ধরে তাকে দংশন করেছি, আবার আজ—আজ আপনার বিষের হল্কায় আপনি জ্বলছি, তাই গুপ্ত কথা ব্যক্ত করছি, দুর্জ্জয়ময়ী বাল্যকাল হ'তে কখনও মনের বেগ সম্বরণ করতে পারেনি আজও পাচ্ছেনা; সে বলেনি আমি বলছি,

সে নিষ্কলঙ্কচাঁদ, আমার কলঙ্ক গোপন করে প্রাণ দেছে, আমি কলঙ্কিনী, আপনার কলঙ্ক প্রকাশ করছি ;—মহাপাতকী পুরুষাধম, সিংহাসনের শূকর! আমার মিথ্যা কথায় তুই পুত্রহত্যা করেছিস!

রাজা। ওঃ—হোঃ—হোঃ—হোঃ! ওঃ—হোঃ—হোঃ—হোঃ! কি হবে—কি হবে! আমার কি হবে!!

দুর্জ্জয়। নরক, নরক, জীবনে মরণে নরক! থাকে থাকে সেথা কুম্ভীপাক, আমিও যাব, জাঁক জমকে দুজনে বিহার হবে!

রাজা। সত্য, সত্য পিশাচিনী! কৈ সেরূপ কৈ, কি দেখে ভুলেছিলেম, কি দেখে মনুষ্যত্ব হারিয়েছিলেম! কি এ মূর্ত্তি, কি এ মূর্ত্তি! যে মুখ দেখে পুত্রের মুখ চাইনি সে মুখ কৈ! সরে যা—সরে যা—

দুর্জ্জয়। যাবই তো, এগিয়ে যাব নাকি! বিষের হল্কা বিছিয়ে ফুলশয্যা সাজাইগে, কোটী কেউটে ফণায় ফণায় মিশিয়ে সেথা কেমন কুঞ্জ রচেছে, দুজনে বেশ থাকব, কেমন মজা, হাঃ—হাঃ—হাঃ—

[প্রস্থান।

রাজা। ভয়! ভয়! কোথা যাব, কে রক্ষা করবে! কেউ নাই আমার কেউ নাই, বিজয় নাই! বসন নাই! বড়রাণী, বড়রাণী, আমায় নরকে নে যায়, নরকে নে যায়, কোথায় যাই, কোথায় যাই!

[প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

সভাগৃহ।

দুর্ব্বুদ্ধি, বটুক ও মোসাহেবগণ।

বটুক। হুজুর, আর কেন—আপনি সিংহাসনখানায় উঠে বসুন, কিসের ভয়, কাকে ভয়!

দুর্ব্বুদ্ধি। ভয় আবার কাকে! তবে দিদিমণি না জানতে পারে।

সকলে। দিদিমণি না জানতে পারে।

বটুক। আঃ, তিনি এখন অন্তঃপুরে আছেন, বুড়োমিনষে তাঁকে আগলে বসে আছে, আপনি ঝড়াকসে উঠে বসুন, আমিও মস্‌নন্দখানা দখল করি।

(দুর্ব্বুদ্ধির সিংহাসনে উপবেশন)

বটুক। (মস্‌লন্দে বসিয়া) হাঁ খবরদার, দেখ সবাই—যেন দিদিমণি না জানতে পারে।

সকলে। রাম কহো, রাম কহো, সাধ্যি কি যে দিদিমণি জানতে পারে।

দুর্ব্বুদ্ধি। কেমন হে, সিংহাসনের ওপর আমায় কেমন মানিয়েছে বল দেখি?

বটুক। আজ্ঞা,—"গলায় গজমতি মুক্তার মালা,
বোনায়ের বেহদ্দ সেজেছে শালা।"

বুড়ো মহারাজকেও সিংহাসনের ওপর এমন কখনও খোলেনি; কি বলেন হুজুর, আর একটু চালিয়ে দেব নাকি?

সকলে। হাঁ হাঁ, বটুক ভাই, চালাবে বইকি, না হ'লে তুমি আর নতুন মন্ত্রী কি!

দুর্ব্বুদ্ধি। এরই মধ্যে একটু একটু নেশা হয়েছে, আবার চালাবে? মোদ্দাৎ গোল না হয়, দিদিমণি না জানতে পারে।

সকলে। দিদিমণি না জানতে পারে।

বটুক। সাধ্যি কি হুজুর। (মদ্যপ্রদান) হুজুর নিবেদন করে দিন তারপর সকলকে দিচ্ছি।

দুর্ব্বুদ্ধি। (মদ্যপান) আঃ বাঃ বাঃ, বড় জবর, মাথার ভেতর অমনি চড়াক্ করে উঠলো; বটুক ভাই, নয়া গাঁওএর খেয়াঘাটের খাজনা জমা পেলেই তা থেকে ১০০৲ আস্‌রফি কালালকে বক্‌সিস করো, বড় জবর মাল ত'য়ের করেছে, সকলকে এক একপাত্র দাও।

(সকলের মদ্যপান)

সকলে। ক্যা বড়িয়া, ক্যা বড়িয়া সরাপ!

দুর্ব্বুদ্ধি। আস্তে আস্তে, দরবারে বসে সরাপ চালান যাচ্ছে, দিদিমণি না জানতে পারে।

বটুক। হাঁ হাঁ, দিদিমণি না জানতে পারে।

সকলে। রাম কহ, দিদিমণি না জানতে পারে।

দুর্ব্বুদ্ধি। হাঁ বটুক ভাই, চালাও চালাও, রাখলে কেন, আস্তে আস্তে চালাতে থাক, পাঁচশ কবুতর চোলাই করে তবে এক ঘড়া মাল ত'য়ের হয়েছে, ভারি ফূরতিদার, চালাও।

(সকলের পুনঃ মদ্যপান)

বটুক। হাঁ, এই যে চালাচ্ছি হুজুর, মোদ্দাৎ দিদিমণি না জানতে পারে।

সকলে। দিদিমণি না জানতে পারে।

দুর্ব্বুদ্ধি। জমেও জমছে না, এখানে আমার হীরেমন্ হাজির নেই।

বটুক। আনতে পাঠব না কি হুজুর?

দুর্ব্বুদ্ধি। বড় রগড় হয় বটে, কিন্তু দরবারের ভেতর আনা, দিদিমণি না জানতে পারে।

সকলে। দিদিমণি না জানতে পারে।

বটুক। জানবার যো কি হুজুর, ওরে কোন্ হ্যায়রে—

(একজন প্রতিহারীর প্রবেশ)

প্রতি। আজ্ঞে করুন হুজুর।

বটুক। ওরে ব্যাটা এক কাজ করতে পারিস?

প্রতি। কার ঘর জ্বালিয়ে দিতে হবে হুকুম করুন।

বটুক। আরে না না, এ আর এক কাজ—

প্রতি। উত্তমলালের মেয়ে দেখতে বেশ, দুদিন শ্বশুর বাড়ী থেকে এসেছে, চোখ মুখ বেঁধে নিয়ে আসব না কি?

বটুক। বটে, বটে! থাক, আজ সেটা থাক, আপাততঃ হীরেমন্ বাইজীকে লুকিয়ে ডেকে আনতে পারিস, বাড়ী চিনিস তো?

প্রতি। চিনি বই কি, আমিই তো পরশু হুজুরের সঙ্গে মশাল ধরে গিয়েছিলুম।

বটুক। তবে যা শীগ্‌গির নিয়ে আয়।

দুর্ব্বুদ্ধি। মোদ্দাৎ খুব সাবধান! একটা খুব মোটা কাপড় চোপড় মুড়ি দিয়ে আসতে বলিস, দিদিমণি না জানতে পারে।

সকলে। দিদিমণি না জানতে পারে।

প্রতি। হুজুর আমি তাতে খুব হুঁসিয়ার আছি।

দুর্ব্বুদ্ধি। বেশ বেশ, আমি ভাল করে বক্‌সিস্ দেব, আপা-ততঃ একপাত্র টেনে যা; বটুক ভাই ওকে দাও, দিয়ে চালাও।

বটুক। নে ব্যাটা খেয়ে ফেল্, এমন মাল তোর বাপ চোদ্দপুরুষে খায়নি। (মদ্য প্রদান)

প্রতি। আজ্ঞে হুজুরদের সামনে কি খেতে পারি, বেয়াদবি হবে।

দুর্ব্বুদ্ধি। নে নে ব্যাটা, ওতে দোষ নেই—

মনিব দিলে সরাপ যে জন গরব করে খায়।
তাঁর চোদ্দপুরুষ কুরুষ মেরে বাজি জিতে যায়॥

প্রতি। আজ্ঞে এখানে কি করে খাই—

দুর্ব্বুদ্ধি। খানা ব্যাটা, আমরা সকলে চোখ বুজেছি, ওহে চোখ বোঝ সবাই। খা ব্যাটা, শীগ্‌গির খেয়ে ফেল্।

(সকলে চক্ষু মুদ্রিত করণ)

প্রতি। আজ্ঞে হুজুর সব চোখ বুঝেছেন তো, কেউ দেখতে পাচ্ছেন না।

সকলে। না না।

প্রতি। (স্বগত) বাঃ বাঃ! এটুকুতে আমার কি হবে! (মদ্যপান

দুর্ব্বুদ্ধি। হয়েছে?

প্রতি। আজ্ঞে এই খাই হুজুর, লজ্জা কচ্ছে, (সোরাই ধরিয়া মদ্যপান) হুজুর হয়েছে, বেয়াদবি করে ফেলেছি।

দুর্ব্বুদ্ধি। এইবার যা তবে, ব্যাটা শীগ্‌গির যা।

প্রতি। যে আজ্ঞে হুজুর, যাব আর আসব। [প্রস্থান

বটুক। হীরেমন্ আসছে, হীরেমন্ আসছে! ক্যা বেহতর জয় মহারাজ কৎলেহাম বাহাদুর!

সকলে। জয় মহারাজ কৎলেহাম বাহাদুর!

১ম মো। বটুক ভাই, পাত্র দাও পাত্র দাও, চোখে ধোঁয়া দেখ্‌ছি।

বটুক। (সুর করিয়া) ধূঁয়ামে ধূমিল ভৈঁলে কারিরে বদরবা—

দুর্ব্বুদ্ধি। বহুৎ আচ্ছা, বহুৎ আচ্ছা! একটা গান টান চলুক, মোদ্দাৎ দিদিমণি না জানতে পারে।

সকলে। দিদিমণি না জানতে পারে।

বটুক। গান চাই, গান চাই—(সুরে)

দৈয়া সেজিয়েঁ ধূমিল ভৈঁলে বলমুয়াঁ॥

বটুক। জমছেনা, আরে কোন্ হায়? দেউড়ীকো সিপাহী লোকন্‌সে দো একঠো বাজানা লেওয়াও তো।

নেপথ্যে। যো হুকুম হুজুর।

দুর্ব্বুদ্ধি। সরাপ চালাও, গান চালাও, মোদ্দাৎ দিদিমণি না জানতে পারে।

সকলে। দিদিমণি না জানতে পারে।

(হুড়কা ডুগডুগী ও করতালি আনয়ন)

বটুক। ক্যা মজা, ক্যা মজা! বাজাও বাজাও; মট্রু ভাই তোম জেরা নাচবি তো কর।

দুর্ব্বুদ্ধি। নাচ গাও মজা ওড়াও, আমিও নাচব, মোদ্দাৎ দিদিমণি না জানতে পারে। (সিংহাসন হইতে অবতরণ)

সকলে। দিদিমণি না জানতে পারে।

(নৃত্য-গীত)

ধূয়াঁমে ধূমিল ভৈঁলে কারিরে বদরবা।
দৈয়া সেজিয়েঁ ধূমিল ভৈঁলে বলমুয়াঁ॥

নিহুরল নিহুরল আঙ্গনা বহরলোঁ।
মুজবা চলাবেঁ এক রোরি আনা।
গাঁবকে লোগবা রাজা ভাইরে ভতিজবা।
দৈয়াঁ হমরা সে কৈসন ঠঠোলিয়ানা॥
ফুল লোটে গৈলোঁ মৈঁ রাজা ফুলবরিয়াঁ।
মুজবা এক রোরিয়াঁ চলাবেঁনা॥
কা তুম রাজা রোরিয়া চলাবেনা।
হমহুঁ তো গাঁবকে বেটীবানা॥

দুর্বুদ্ধি। মোদ্দাৎ দিদিমণি না জানতে পারে।

সকলে। দিদিমণি না জানতে পারে।

(রাজার প্রবেশ)

রাজা। আর পালাব কোথা! কোথায় এলেম! এই যে—এই যে নরক! ভূত প্রেত সব বিকট চীৎকার করে নৃত্য কচ্ছে! আর উপায় নাই, আর উপায় নাই! নরকে এসেছি, কি ভয়ঙ্কর দুর্গন্ধ!

বটুক। আমলো এ আবার কে এসে দলে ভিড়লো, কে বাবা তুমি বুড়ো ইয়ার?

১ম মো। যে হও বাবা, দুপাত্র টেনে মজায় যোগ দাও, মোদ্দাৎ দিদিমণি না-জানতে পারে।

সকলে। দিদিমণি না জানতে পারে। নাচ বাবা নাচ।

(রাজাকে ধরিয়া সকলের নৃত্য)

রাজা। কুম্ভীপাক, এই কুম্ভীপাক! যমদূত, আমি সশরীরে নরকে এসেছি, পীড়ন তীব্র হ'তে তীব্রতর, আমার শরীর নাশ করে দাও, শরীর নাশ করে দাও!

দুর্ব্বুদ্ধি। ও বাবা, এ যে রাজা! বুড়ো রাজা!!

সকলে। রাজা! রাজা!!—

রাজা। হাঁ, হাঁ, রাজা ছিলেম, অবিচারে পুত্র বধ করেছি! রাজা ছিলেম বলে কি অন্য লোক অপেক্ষা নরকে আমায় অধিক দণ্ড দেবে, যা দণ্ড দেবে দাও, শরীর নাশ করে দাও, অস্থি মাংসে এ পীড়ন আর সহ্য হয় না! ইন্দ্রিয়াসক্ত ছিলেম বোলে কি ইন্দ্রিয় সকলের অনুভবশক্তি এখনও লোপ পাচ্ছে না।

দুর্ব্বুদ্ধি। চর হয়ে এসেছে এখনি দিদিমণিকে গিয়ে বলে দেবে, ধর্ রাজাকে, লুকোও রাজাকে, দিদিমণি না জানতে পারে।

সকলে। দিদিমণি না জানতে পারে।

(দুর্লতার প্রবেশ)

দুর্লতা। ওরে ও আঁটকুড়ীর ব্যাটারা দিদিমণি জানবে কি, তোদের ষাঁড়ের ডাকে পৃথিবী টলমল কচ্ছে।

সকলে। মেয়েমানুষ! মেয়েমানুষ!

বটুক। বাইজী, বাইজী!

দুর্ব্বুদ্ধি। হীরেমন্ এয়েছে, হীরেমন্ এয়েছে! দেখ দিদিমণি না জানতে পারে।

সকলে। দিদিমণি না জানতে পারে।

দুর্লতা। যম জানতে পেরেছে, যম তোমায় নিতে এয়েছে; চোখখেগো ছারকপালে—নরকে যা, নরকে যা, এই ঝাঁটার বাড়ী খেয়ে নরকে যা। (ঝাঁটাপ্রহার)

দুর্ব্বুদ্ধি। গেলেম, গেলেম, হীরেমন্, করকি করকি, মরেগেলেম!

রাজা। নরক, নরক, কি তাড়না!

দুর্ব্বুদ্ধি। বটুক ভাই, বটুক ভাই, হীরেমন্ খুন করলে, কিছু টাকা দিয়ে ঠাণ্ডা কর।

দুর্লতা। ফের্ হীরেমন্—এত ঝাঁটাতেও হচ্ছেনা।

বটুক। ও বাবা, এ দুল্লতা যে! পালা পালা, বাবা, নৈলে সবার ঘাড়ে ঝাড়ু পড়বে!

সকলে। পেত্নীরে বাবা পেত্নী, পালা, পালা—

[বটুক ও মোসাহেবগণের পলায়ন।

রাজা। কতকাল—কতকাল এ নরকে থাকতে হবে!

দুর্লতা। ও পোড়াকপাল! রাজা মুখপোড়াও এসে এদের মদের হল্লায় জুটেছে! বুড়ো বয়সে আধিক্যেতা বেড়েছে;—ভাই, ভাতার দুজনের নরুকে কীর্ত্তি দেখিয়ে দি, ডেকে আনছি, সোহাগিনী রাণীকে—

রাজা। রাণি, রাণি, তোমার হাতে কি ও—মুষল! তোমারই প্রতিহিংসা পরিতৃপ্তির জন্য পুত্র বধ করেছি, তুমিও কি আমায় প্রহার করতে এই নরক অবধি তেড়ে এসেছ!

দুর্লতা। এই প্রহার করবে যে আসছে সে, বুড়ো মড়া, এ বয়সে মদ খেয়ে দাপাদাপি করতে লজ্জাও করেনা! গলায় দড়ি, গলায় দড়ি!

রাজা। গলায় দড়ি! গলায় দড়ি দে আবার কোন্ নরকে টেনে নিয়ে যাবে! ইন্দ্রিয়াসক্ত স্ত্রৈণ্যের জন্য, পুত্রঘাতীর জন্য আরও কত নরক আছে!

দুর্ব্বুদ্ধি। হীরেমন্, হীরেমন্, মাথা ঘুরে যাচ্ছে, আমায় ধর, মোদ্দাৎ দিদিমণি না জানতে পারে।

দুর্লতা। এই যে ধরছি। (দুর্ব্বুদ্ধিকে ধাক্কা দেওয়া ও দুর্ব্বুদ্ধির পতন।)

দুর্ব্বুদ্ধি। (পতিত হইয়া) কোথায় যাচ্ছি—পাতালে! মোদ্দাৎ দিদিমণি না জানতে পারে। হীরেমন্, চল পাতালে যাই।

[গড়াইতে গড়াইতে প্রস্থান।

রাজা। সবাই জানতে পেরেছে, নারীর কুহকে পড়ে পুত্র-হত্যা করেছি, কেউ জানতে বাকি নাই!

দুর্লতা। আমলো, রাজা কি খেপেছে! সোহাগিনী কি কচ্ছে একবার ডেকে আনি।

[প্রস্থান।

(মন্ত্রী, বলবন্ত ও শান্তার প্রবেশ)

বল। এই যে মহারাজ এইখানে—

রাজা। একটু সুস্থির হই পীড়ন করো—করো, একটু পরে—একটু পরে—ভূতের দল এই প্রহার ক'রে গেছে, তোমরা কি যমদূত?

শান্তা। মহারাজ, মহারাজ, সবই জানতে পেরেছি, আপনার কালসাপিনী রাণী উন্মাদ হ'য়ে এখন চীৎকার করে অন্তঃপুরে নিজ কলঙ্কের কথা প্রকাশ কচ্ছে, তাই আমি গিয়ে মন্ত্রী মহাশয়কে সংবাদ দিলেম।

মন্ত্রী। বোধ হয় মহারাজ সেই দারুণ কথা শুনে এইরূপ অপ্রকৃতিস্থ হয়েছেন। মহারাজ, মহারাজ!

রাজা। আবার নরকেও বুঝি রাজা প্রজা আছে! পৃথিবীতে বেশী সম্ভোগ, নরকে কি তাই রাজার বেশী সাজা!

মন্ত্রী। মহারাজ কি বলছেন!

শান্তা। হায় হায়! মহারাজ কি শেষ পাগল হ'লেন।

মন্ত্রী। নরনাথ, আপনি যে সভাস্থলে; এই আমি আপনার অনুগত বৃদ্ধ মন্ত্রী, এই পরম হিতৈষী বলবন্ত, এই বিজয় বসন্তের পালনকর্ত্রী শান্তা।

রাজা। বিজয় বসন—আমার পুত্র বিজয় বসন! তারা কোথায়, স্বর্গে!—আর আমি তাদের জীবাধাম পিতা আজ নরকে!

মন্ত্রী। না না মহারাজ আপনি পুত্রঘাতী ন'ন, জগদীশ্বরের ইচ্ছায় রাজকুমারদের রক্তে আপনার আত্মা কলঙ্কিত হয় নাই!

শান্তা। মহারাজ মহারাজ, বিজয় বসন মশানে প্রাণ হারায়নি, কিন্তু—

মন্ত্রী। শান্তা স্থির হও; মহারাজ আপনার বিজয় বসন বেঁচে আছেন, এই বলবন্ত তাঁদের প্রাণরক্ষা করেছে।

রাজা। বলবন্ত! বলবন্ত! সরে যাও—সরে যাও, রক্ত দেখিওনা, রক্ত দেখিওনা! ছেলেমানুষদের শরীরে কত রক্ত ছিল যে নরক অবধি তার তরঙ্গ উথলে এসেছে!

বল। কিসের রক্ত মহারাজ! বিজয় বসন্ত যে আমার হৃদয়ের রক্ত, বলবন্তের কি সাধ্য যে তাদের রক্তপাত করে! মহারাজ রণক্ষেত্রে সহস্র অস্ত্রধারী শত্রুর সম্মুখে আমি একা অগ্রসর হ'তে পারি, সিংহ ব্যাঘ্রের সহিত ক্রীড়াযুদ্ধে প্রবৃত্ত হ'তে পারি, প্রমত্ত বারণকে শুণ্ড ধরে ধরাশায়ী করতে পারি, কিন্তু শিশুর শিরচ্ছেদনের বল বলবন্তের বাহুতে নাই! পৃথ্বিনাথ, আপনি কুমারদের জন্মদাতা পিতা, কিন্তু শিক্ষাগুরু সম্বন্ধে তারা আমারও সন্তান, আমি কি নিষ্ঠুরপ্রাণে তা'দের

প্রাণ হরণ করতে পারি! আমি নিশ্চয় জানতেম যে জ্ঞানময় পরমেশ্বর একদিন না একদিন আপনার জ্ঞানচক্ষু উন্মীলন করবেন, তখন আপনি সুকুমার কুমারদের দেখবার জন্য উন্মাদ-প্রায় হবেন, তাই মন্ত্রীমহাশয় ও শান্তার সঙ্গে পরামর্শ করে আমি তা'দের গোপনে ছেড়ে দিয়েছি; এখন সেই শুভদিন সমাগত, আপনি নিশ্চিন্ত হ'ন, আমি পৃথিবী পর্য্যটন করে বিজয় বসনকে অন্বেষণ করে আনি।

রাজা। অ্যাঁ অ্যাঁ, কি বলছো, কি বলছো, কাকে আনবে! বিজয় বসনকে! আহা বাছারা এ নরকে আসবে কেন!

মন্ত্রী। মহারাজ, ভাল করে চেয়ে দেখুন, আমার কথা মনোযোগ দিয়ে শুনুন, বিজয় বসন জীবিত, বিজয় বসন জীবিত, বিজয় বসন জীবিত।

রাজা। না, না!—কৈ, কৈ!—দাও, দাও, কুমারদের দাও, আমি তা'দের কোলে করি, মুখ চুম্বন করে তা'দের কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করি!

বল। মহারাজ, আপনি নিশ্চিন্তে রাজকার্য্য করুন, আমি কুমারদের অন্বেষণ করে এনে আপনার অঙ্কে অর্পণ করবো।

রাজা। না না, আমায় নিয়ে চল, নিয়ে চল, কোথায় বিজয় বসন, আমাকে নিয়ে চল, রাজকার্য্য মন্ত্রী যা জানেন করুন।

(একজন প্রতিহারীর প্রবেশ)

প্রতি। এই যে সবাই এখানে; মহারাজ সর্ব্বনাশ হয়েছে! মহারাণী উন্মাদ হয়ে অন্তঃপুরের পুষ্করিণীতে ঝাঁপ দিয়েছেন।

রাজা। তোমরাও যাও, তোমরাও যাও।

প্রতি। মহারাজ—

রাজা। আচ্ছা আচ্ছা যাও। বিজয় বিজয়!

প্রতি। মহারাজ, তিন চারজন রক্ষক তখনই জলে পড়ে তাঁকে তুলেছে, কিন্তু শরীরে আর প্রাণ নেই, রাণীর মৃত্যু হয়েছে।

রাজা। এখন কেন! এখন কেন! পরে যা হয় করতে বলো, মরতে হয় পরে মরতে বলো, আমার এখন অবসর নাই, বিজয় বসনের অন্বেষণ করি—চল—চল, কোথায় বিজয়! কোথায় বসন!

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

নিবিড় অরণ্য।

বিজয়।

বিজয়। ভাই ভাই, কোথায় গেলি! বসন বসন, কোথায় তুই! কোথায় তোকে হারালেম! আমি যে সমস্ত দিন তোকে খুঁজে বেড়াচ্ছি; পর্ব্বতে পর্ব্বতে, গুহায় গুহায়, অধিত্যকায় উপত্যকায়, দুর্ভেদ্য কণ্টকবনে তন্ন তন্ন করে প্রাণধন তোর অন্বেষণ করছি, কোথায় গেলি তুই! কাল রাত্রে কাল ঝড় কোথা হ'তে এল, তোকে আমার কাছ হ'তে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে গেল, ভীষণ ঝঞ্ঝনার ঘন ঘন শব্দে বৃক্ষমূল হ'তে পালাতে

গিয়ে অবশেষে কি তোকে একবারে হারালেম! ভাইরে, দুজনে যে পাশাপাশি যাচ্ছিলেম, যেতে যেতে অন্ধকারে আর তোকে দেখতে পেলেম না, সেই অবধি তো ভাই তোকে ডাকছি, উচ্চৈঃস্বরে কাতরে তোর নাম করে কেঁদে বেড়াচ্ছি, কোথায় আছিস উত্তর দে ভাই, আমার কাছে আয় ভাই বসন! শান্তা-দিদি, শান্তাদিদি, আমি বসনকে হারিয়েছি, যে বসনকে রক্ষা করবো বলে তোমার কাছে সত্য করে এসেছিলেম, সেই বসনকে হারিয়েছি, তোমার বড় আদরের বসনকে আমার হাতে সমর্পণ করে তুমি নিশ্চিন্ত আছ, আমি হতভাগা সেই সোণার বসনকে আজ বনে হারিয়েছি! মমতাহীনা বিমাতা! আজ তোমার মনস্কামনা পূর্ণ হয়েছে, বিজয় মরেনি, সে সুখ তার কপালে ঘটেনি, কিন্তু তার প্রাণের প্রাণ গেছে, আজ তার বসন নাই, সে বসন হারা হয়েছে! (নেপথ্যে দূরে কোলাহল শব্দ) ও কিসের শব্দ! সাগরের জল—না লোকের কোলাহল! মানুষের কণ্ঠস্বরের মতনই তো বোধ হচ্ছে! লোকালয় লোকালয়! তবে কি বসন সেখানে আছে! বসন, বসন, ভাই, ভাই!

[প্রস্থান।

(দুইজন সৈনিকের প্রবেশ)

১ম সৈ। বাপ্ বাপ্, মেয়েমানুষের এত প্রতাপ!

২য় সৈ। প্রতাপ বলে প্রতাপ! বিজয়গড় তো দখল হয়েছিল, রাজা মারা গেল, আমরা লুট তরাজ করবার হুকুম পেলুম, কোথায় আঁচছি যে কিছু ভাল রকম মাল মেরে নাম কাটিয়ে দেশে গিয়ে একটা বিয়ে টিয়ে করে নিশ্চিন্তি হয়ে বসবো, না একবারে প্রাণ নিয়ে টানাটানি!

১ম সৈ। এ আজগুবি কারখানা হবে, আগে কে তা জানে বাবা! রাজা কাটা পড়লো, শত্রু সেনা সব ছোড়ভঙ্গ হয়ে ছড়িয়ে পড়লো, আমাদের ফতে সাব্যস্ত হ'ল; তারপর যে রাণী কোথেকে ঢাল তলোয়ার বেঁধে হাতী চড়ে ধনুক ধরে নিজে যুদ্ধ করতে আসবেন, এটা কেমন করে আঁচবো!

২য় সৈ। হুঁ! বলে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালাতে নেই, বলতো ভাই, পালানটা বেশী অপমান, না দাঁড়িয়ে মেয়েমানুষের হাতে মারা যাওয়াটা বেশী অপমান?

১ম সৈ। তার আর সন্দেহ আছে, প্রাণটা বাঁচলে তখন ঢের যুদ্ধ করা যাবে, এখন গর্জ্জনসিং টিং গেল কোথায়? আমাদের নায়কই বা কোথায়?

২য় সৈ। রাণীর হুহুঙ্কার তর্জ্জনে গর্জ্জনসিং যুদ্ধক্ষেত্র বর্জ্জন করেছে, আর ব্যাপার ভয়ানক দেখে নায়ক টায়ক, সবাই পলাতক, কে কোথায় ছড়িয়ে পড়েছে তার ঠিক কি; তুমি সেজন্যে চিন্তা কোরনা, কেউ যে কাকেও ভীরু বলবেন, তার আর যোটী নেই।

১ম সৈ। এখন চল ভালয় ভালয় এই বনটা পার হয়ে আককার মত একটা চটী ফটী দেখে থাকা যাক।

২য় সৈ। তাই চল, মোদ্দাৎ আর দৌড়বার দরকার নেই, এতদূর বোধহয় আর তেড়ে আসছেনা।

[উভয়ের প্রস্থান

(বসন্তের প্রবেশ)

বসন্ত। কৈ দাদা, ও দাদা, বিজয় দাদা, তুমি কোথায় গেলে! আমি বেঁচে আছি, আমায় বাঘ ভাল্লুকে খায়নি

দাদা, আমি তোমার সঙ্গে যেতে যেতে অন্ধকারে একটা গর্ত্তের মধ্যে পড়ে গেছলুম, তুমি আমার নাম করে ডাকতে ডাকতে এগিয়ে গেলে আমি কত সাড়া দিলুম, ঝড়ের ডাকে তুমি শুনতে পেলে না, আমি কত কষ্ট করে উঠে দাদা তোমায় ডেকে ডেকে বেড়াচ্ছি, গা ছড়ে গেছে, পা কেটে গেছে, আর যে চলতে পারিনি দাদা, তুমি কোথায়! তোমায় না দেখিয়ে কোন ফল খেতে মানা করেছ বলে আমি যে আজ সকাল থেকে কিছুই খাইনি, ও শান্তাদিদি তোকে ছেড়ে আসতে হ'ল, দাদা সঙ্গে ছিল দাদাও কোথায় গেল! ওগো আমি দাদাকে কেন হারালেম, আমার যে আর কেউ নেই, কেউ নেই! হাঁ হাঁ—আছে—আছে, শান্তাদিদি যাঁর কথা বলে, সেই হরি আছে, যার কেউ নেই, তার হরি আছে, হরি—হরি—হরি!

(গীত)

আমার কেউ নাই কেউ নাই।
বিজনে সঘনে তোমারে ডাকিগো তাই॥
জনক ঠেলেছে পায়, শমন নিয়েছে মায়,
বনে পশে অবশেষে হারায়েছি ভাই;—
তুমি না রাখিলে হরি জীবন হারাই॥

(সারদ্বাজ মুনির প্রবেশ)

সার। হরে মুরারে, হরে মুরারে! আমরি মরি, কেরে কনককলি বন মাঝে মধুর হরিনাম কচ্ছিস!

বসন। হরি হরি! তুমি এসেছ আমি একা বনে কাঁদছি শুনে তোমার দয়া হয়েছে!

সার। বৎস, কারে হরি বলছো! আমি সেই গোলোক-বিহারী গিরিধারী হরির চরণপ্রয়াসী মনুষ্যমাত্র!

বসন্ত। তা হবে—কিন্তু হরিতো তোমায় পাঠিয়ে দিয়েছেন; হরিতো সব জানেন, আমার দাদা কোথায় গেছে, তিনি কি তোমায় বলে দিয়েছেন? আমার দাদার কাছে নিয়ে চল।

সার। বৎস, তুমি কে? কেমন করে একা এই বিজন বনে এলে?

বসন্ত। আমি বসন্ত, আমার দাদা বিজয়, আমরা দুজনে জয়পুরের রাজার ছেলে। দেখ হরির মানুষ, আমাদের মা অনেকদিন মরে গিয়েছে, আর এক মা হয়েছে, আমরা তাঁকে মারিনি, কিন্তু বাবাকে কে মিছিমিছি বলে দেছে, বাবা তাই রাগ করে আমাদের মশানে কাটতে পাঠিয়ে দিয়ে ছিল, মন্ত্রীমহাশয়, শান্তাদিদি, গুরুজী কত করে আমাদের লুকিয়ে ছেড়ে দিয়েছে, আমরা তারপর দু-ভায়ে বনে এসেছি।

সার। ওহোঃ শুনেছি বটে, জয়পুরপতি সন্তানসত্ত্বেও দ্বিতীয় দারপরিগ্রহ করেছেন, সে দুষ্ক্রিয়ার বিষময় পরিণাম তো এইরূপই হয়! বৎস, তোমার দাদা কোথায়?

বসন্ত। দাদাকেই তো খুঁজ্‌ছি, কাল রাত্তিরে দুজনে এক গাছতলায় শুয়েছিলুম, তারপর বড় অন্ধকার করে ঝড় বৃষ্টি এল, আমায় নিয়ে দাদা পালাচ্ছিল, তারপর আমি একটা গর্ত্তে পড়ে গেলুম, দাদা কোথায় গেল—সারাদিন খুঁজ্‌ছি, দেখতে পাচ্ছিনি!

সার। আহা, মহারাজ জয়সেন একসময় আমায় অত্যন্ত শ্রদ্ধা ভক্তি করতেন! আহা, তাঁর বংশধরদের এমন দুর্দ্দশা!

বৎস! তুমি নিতান্ত শিশু, হিংস্রজন্তুসমাকুল এই নিবিড় বনে একাকী কোথায় তোমার অগ্রজের অন্বেষণ করবে, আমার সঙ্গে আশ্রমে এস, আমি তোমার দাদার সন্ধান করে দেব।

বসন্ত। হরির মানুষ, হরি তোমায় বলে দেছেন কি দাদা কোথায় আছে? তিনিতো সব জানেন!

সার। বৎস, হরি না বলে দিলে মানুষের সাধ্য কি কিছু জানতে পারে, তিনি সকলি বলে দেন—এস।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

অরণ্যের অপর পার্শ্ব।

রাজা, বলবন্ত ও শান্তা।

রাজা। আর কোথায়, আর কোথায় অন্বেষণ করবো! সমস্ত মিত্ররাজ্যে সংবাদ পাঠালেম, কোনখানেই কোনরূপ সন্ধান হ'ল না! স্বয়ং বনে বনে পর্য্যটন করছি, কৈ তাদের দেখা তো পেলেম না, পুত্রের চন্দ্রবদন দর্শন, বিজয় বসন্তের মুখ চুম্বন আমার দগ্ধ-ভাগ্যে আর নাই, তা যদি থাকবে, তবে নৃশংস পিশাচের ন্যায় আমি তাদের প্রাণবধের আজ্ঞা কেন দেব; বলবন্ত, তুমি তাদের বাঁচাতে চেষ্টা করলে কি হবে, আমি যে আপনার অদৃষ্টে আপনি হুতাশন দিয়েছি!

শান্তা। আহা, আমি অভাগিনী কেন তখন বাছাদের সঙ্গে সঙ্গে গেলুম না! দুধের বাছা তারা পথের ক্লেশ সইতে পারবে কেন! আহা, হয়তো না খেতে পেয়ে প্রাণ হারিয়েছে! হয়তো হিংস্রজন্তুতে বাছাদের নষ্ট করেছে! বসনরে, বিজয়রে,

আর কি তোদের দেখতে পাবনা! দিদি বলে আদর করে আর কি তোরা কাছে আসবিনি!

বল। শান্তা, কেন অমঙ্গল আশঙ্কা কচ্ছো, রাজকুমারেরা রাজবাটী ত্যাগ করবার কত দিন পরে আমরা অন্বেষণ করতে বেরিয়েছি, তাঁরা এতদিন কত দূরে গেছেন, আমাদের এখনও কত স্থান দেখবার বাকি, এরই মধ্যে আমাদের নিরাশ হ'বার কোন কারণ দেখতে পাচ্ছিনি।

রাজা। বলবন্ত, কোথায় যাব! আর কোথায় দেখব! এই বনপর্য্যটনে আমরাই ক্লান্ত হয়ে পড়েছি আর সুকুমার শিশুদের শরীরে কত ক্লেশ সহ্য হ'তে পেরেছে!

বল। মহারাজ, আপনার প্রাচীন বয়স তা'তে আবার আপনি শোকে শীর্ণ; পদব্রজে বনপর্য্যটন, মৃত্তিকায় শয়ন, প্রায় অনশন, এত ক্লেশ আপনার সহ্য হবে কেন! আমায় অনুমতি করুন আমি নিকটস্থ গ্রাম হ'তে কোনরূপ বলকর খাদ্য এবং আপনার গমনোপযোগী কোনরূপ যান নিয়ে আসি, আপনার শরীর দুর্ব্বল হচ্ছে, সে হেতু মনও সঙ্গে সঙ্গে অধিক বিকল হচ্ছে।

রাজা। বল কি বলবন্ত! যদি বিজয় বসন্ত আমার বেঁচে থাকে, তারা হয়তো অনশনে বনে বনে ভ্রমণ করছে, আর আমি সুখাদ্য ভোজন করে যানারোহণে সুখে পর্য্যটন করবো! ওহো, আমি মহাপাতকী, আমার কি প্রায়শ্চিত্ত আছে!

বল। মহারাজ, শরীরকে অনর্থক কষ্ট দেওয়ায় ফল কি! আমার মনে বেশ নিচ্ছে যে রাজকুমারদের কোনরূপ অমঙ্গল হয়নি; তাঁরা নিরপরাধী, বিপদভঞ্জন নারায়ণ অবশ্যই তাঁদের সকল বিপদ হ'তে রক্ষা করেছেন!

শান্তা। হরি, হরি! তোমার চরণে মন রেখেই আমি মাতৃহীন বাছাদের প্রতিপালন করেছিলেম; দয়াময় দুখিনীর নয়নমণি দুটী দুখিনীকে দাও! বাছাদের বিহনে আমার প্রাণ শূন্য হয়ে রয়েছে, রাজ্যেশ্বর আজ সিংহাসন ছেড়ে পাগলের মত বনে বনে ঘুরছেন, রাজ্য অন্ধকার হয়ে রয়েছে; অনাথের নাথ! অনাথ শিশুদের তুমি যদি রক্ষা করে থাক, তবেই তারা রক্ষা পেয়েছে!

(দুইজন কাঠুরিয়ার প্রবেশ)

১ম কাঠু। ওরে মাগুরা, একটু দাঁড়িয়ে যা, দাঁড়িয়ে যা, হাঁপ ছাড়ি, তেরকুড়ি হোঁচোট খেয়েছি আর ছুট্‌তে পারিনি।

২য় কাঠু। ছুট্‌তে পারিসনি তো ঐখানে দাঁড়িয়ে মর! আহ্লাদ দেখ, দাঁড়িয়ে যা, দাঁড়িয়ে যা, আর হাতী যখন শুঁড়ে জড়িয়ে আছাড় মারবেক, তখন পেরাণটা কোথায় থাকবেক! ছোট্‌ ছোট্‌—

১ম কাঠু। একটু দাঁড়া দাদা একটু দাঁড়া, পাটা ঝুঁজিয়ে রক্ত পড়ছে, কাপড়টা ছিঁড়ে একটু কানিটানি বেঁধেনি, আড়াই কোশ ভুঁই ছুটেছি আর পারিনি, পা আর চলছে না, এদ্দূর কি আর তেড়ে আসবে? এই যে এখানে সব মানুষ টানুষ আছে, গাঁয়ের কাছে আসছি।

২য় কাঠু। কোথাকার মানুষ—হাঁগো, ওগো তোমরা কারাগো? সহুরের মতন মতন দেখছি না—হাঁগো ও জুয়ান, এই বুড়োবুড়ীকে সাথে করে জঙ্গলে যাইছ কোথা?

বল। বাপু, আমাদের প্রয়োজন আছে।

২য় কাঠু। কাঠ কুথা যে তুমি ওজুন লিবে? কাঠুরিয়া সব ভাগছে, কাঠ কাটবেক কেটা? বাপ্‌ বাপ্‌, আজ বিশ

বচ্ছর জঙ্গলে কাট ভাঙছি, এমন খ্যাপ্পা হাতী তো বয়স্কে দেখিনি, বাপ্!

বল। বাপু, আমরা কাঠ ওজন নিতে চাচ্ছিনি, আমাদের অন্য আবশ্যক আছে।

২য় কাঠু। ও শক হয়েছে, শক করে বনকে চিড়িয়া মারতে আসছ? আর শকে কাজ নেই, গাঁবিগে দৌড় দাও, পাহাড় পারা পেল্লায় হাতী খ্যাপছে, বুড়োবুড়ী সব শুঁড়ে জড়াবেক আর গুঁড়া করে দিব্বেক।

বল। বাপু, তোমরা কি বলছো?—কোন বন্য হস্তী কি উন্মত্ত হয়ে বনে উৎপাত করছে?

১ম কাঠু। হুট পাট্ কচ্ছেকি বটেক্! গাজ শুনলে বাঘ পালিয়ে যায়, বাঘ ভাল্লুক তো আমাগোর পড়সি বল্লেই হয়, এজ্‌কের হাতীটার দাপট্ দেখে মোদেরই জানের লৌ শুকিয়ে গেছে, তোমরা তো সহুরে মানুষ, সে চার পা তুলে নাচন দেখবে আর দাঁতখামাটী খেয়ে পড়বে, মোদের সাথে এস, গাঁয়ে যাবার সিধে পথ দেখিয়ে দি।

২য় কাঠু। আহা, চাঁদপারা ছাওয়াল গো, চাঁদপারা ছাওয়াল, শুঁড়ের পাক মাল্লেক আর আকাশ পানে তুল্লেক।

শান্তা। ছাওয়াল! ছাওয়াল! কার ছেলে বাছা?

২য় কাঠু। মনিষ্যির ছাওয়াল, আর কার ছাওয়াল; মোদের বুনোর ঘরের ছাওয়াল নয়, মুখখানা যেন ফোটাফুল!

রাজা। বলবন্ত, বলবন্ত, এ কোন্ অভাগার পুত্র!

শান্তা। মহারাজ, আমার বিজয় বসন তো নয়!

২য় কাঠু। কি নাম বল্লি বুড়ি?

শান্তা। বিজয়—

২য় কাঠু। না না আরও কি বল্লি?

শান্তা। বসন—

২য় কাঠু। হাঁ, হাঁ, ছাওয়ালটারে যাই শুঁড়ের পাক মারলেক্, তাই বসন না ভোষণ কি নামটী বলে, ভাই ভাই করে চিল্লাতে লাগলেক্, আঃ তার সেই চিল্লানি শুনে মোর পেরাণটা ডুক্‌রে উঠ্‌লোক্।

শান্তা। তবে আর কেউ নয়, আর কেউ নয়! সর্ব্বনাশ হয়েছে! আমার বাছারা আর নেই! এ আর কেউ নয়, আমার বিজয় বসনকেই হাতীতে মেরে ফেলেছে! বাপরে, মশানে রক্ষা পেয়ে কি শেষ অপঘাতে প্রাণ হারালি!

রাজা। ওঃ! কৃতান্ত, কোথায় তুমি, আমায় নাও—(মূর্চ্ছা)

বল। সর্ব্বনাশ! সর্ব্বনাশ! শান্তা স্থির হও, মহারাজ বুঝি প্রাণত্যাগ করলেন!

শান্তা। সবাই গেল!—সবাই গেল!—কেবল এই হত-ভাগিনীর প্রাণ পাষাণে চাপা, যাবার নয়!

বল। ধৈর্য্য ধর শান্তা, মহারাজের প্রাণবায়ু বহির্গত হয়নি, কেবল মূর্চ্ছিত হয়েছেন মাত্র; এই যে চক্ষু উন্মীলন করছেন। নরনাথ, আপনার ন্যায় বিচক্ষণ ব্যক্তির শোকে অধীর হওয়া কর্ত্তব্য নয়।

রাজা। কেও—কেও—বলবন্ত! আমি কি শুনলেম! কি হ'ল, কি হ'ল! বিজয় বসন নাই! বাপু, তোমরা কি বল্লে?

১ম কাঠু। তোমাগোর ছাওয়াল? তা জানলেক্ তো কইতুম না।

বল। কাঠুরিয়াগণ, তোমরা কি যথার্থই দুটী ছেলেকে হস্তী কর্ত্তৃক আক্রান্ত হ'তে দেখেছ?

২য় কাঠু। দুটো না, একটা ছাওয়াল তো কইলেম, সেটারে শালার হাতীটা ধরলেক আর ছাওয়ালটা ভাই ভাই করে চিঁচ্চাতে লাগলোক্।

শান্তা। ওগো আর কেউ নয়গো আর কেউ নয়, এ সর্ব্বনাশ আমাদেরই হয়েছে!

রাজা। মহাপাতক পরিপূর্ণ হয়েছে! বলবন্ত, শান্তা, তোমরা পুত্রঘাতীকে পরিত্যাগ কর, আমার মনুষ্যত্বের শেষ হয়েছে! এই দেখ, আমার চক্ষে জলবিন্দু নাই, আমার রোদন করবার ক্ষমতা অতীত হয়েছে, নরক আমায় আহ্বান করছে, এ পাপ-হৃদয়ে আর অধিক পাপ সংস্থাপনের স্থান নাই, নচেৎ এই দণ্ডে আত্মহত্যা করতেম! শুনেছি আমাদের বংশের পরমহিতৈষী ভারদ্বাজ ঋষির পুণ্যাশ্রম এই বনেরই নিকটে; তোমরা রাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তন কর, আমি ঋষিবরের চরণে গিয়ে আমার পক্ষে কিরূপ মৃত্যুর বিধান জিজ্ঞাসা করি, ইহকালের এ যন্ত্রণা অপেক্ষা পরকালে আর অধিক কি যন্ত্রণা হবে!

বল। মহারাজ—

রাজা। বলবন্ত, তোমার উদ্দেশ্য সর্ব্বদাই সাধু, কিন্তু প্রবোধের অবস্থা অতীত হয়েছে! দেখ আমি অধীর হইনি, জ্ঞানশূন্য হইনি, জীবনভার আর আমি বহন করতে পারিনি, অতি অসহ্য! আর সয়না, আর সয়না!

শান্তা। মহারাজ হতভাগিনী আর কোন্ সাধে প্রাণ রাখবে! বাছাদের বড় রাণী আমায় হাতে হাতে সঁপে দিয়ে

ছিলেন, আমি রাক্ষসী, তাদের বাঁচাতে পাল্লেম না! চলুন, আপনিও যেখানে যাবেন, আমিও সেখানে যাব। বিজয় বসন নেই, আমারও পৃথিবীতে স্থান নেই!

বল। এখন বাধা দেওয়া মিথ্যা, ভাল মুনিবরের আশ্রমেই চলুন, তাঁর শান্তিময় সান্ত্বনায় মহারাজের হৃদয়-বেদনা শান্ত হ'তে পারে, সঙ্গে করে সেইখানেই নিয়ে যাই। বাপু, তোমরা বলতে পার এখানে সারদ্বাজ মুনির তপোবন কোথায়?

২য় কাঠু। আহা, বুড়োরই ছাওয়ালটী গেল! ঠাকুরদের ঘরকে যাবে? চল চল, মোরা সাথে যাচ্ছি।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

তপোবন।

মুনিগণ, মুনিপত্নীগণ, মুনিকন্যা ও বালকগণ।

(গীত)

সুরপতিভাগে, রক্তিমরাগে, বিলসতি সলিলজকান্তে।
মধুকরযুক্তে, হিমকণসিক্তে, বিকসতি নলিনীষণ্ডে॥
সময়মুপেতং, চিন্তয় চিত্তং, সুমধুরবিভুগুণগানে॥
বহতি সমীরো, মৃদুমৃদু ধীরো, বেপিতবনতরুশাখং।
গুঞ্জিতকুঞ্জে, সুষমাপুঞ্জে, ধুনিকুলশীকরহারং॥
বিটপিকদম্বং, মুহুরতিলম্বং, গায়তি সুললিত তানং।
খগকুলনাদৈ, রপগতসাদৈঃ, শ্রুতিযুগসুখকরপানং॥

পয়সি মরালাঃ, প্রকৃতিবিলোলা, বিদধতি বিভুমহিমানং।
মানববিদিতং, সুবিদিতচরিতং, সজ্জনমানসসানং॥
পরিমলযুক্তং, হিমসম্পৃক্তং, ব্রততিসুশোভনপুষ্পং।
বিকিরতি লোকে, তদনু চ নাকে, প্রথিত পরমগুণঘোষং॥
করুণাজীবো, মূঢ়ো জীবো, ন ভজতি কথমিব দেবং।
নবনবভাবং, বিলসিতহাবং, অতিগতজনগণবোধং॥

মু, পত্নী। প্রভু, পূর্ব্বভাগে তরুণ অরুণের এই রমণীয় রাগ প্রতি প্রাতেই দর্শন করি, কিন্তু এ দৃশ্যের সুরম্য অভিনবতা কখনই পুরাতন হয় না।

সার। সাধ্বি! প্রকৃতির ললাটে ঐ যে সমুজ্জ্বল সিন্দুর বিন্দু দেখে আনন্দে বিগলিত হচ্ছ, ক্ষণ বিলম্বে ঐ রবি এমন প্রখর হ'তে প্রখরতর তেজ ধারণ করবেন যে ওঁর প্রতি দৃষ্টি করবার শক্তি মানব-চক্ষের আর থাকবে না; আবার অপরাহ্নে সেই তেজস্কর মূর্ত্তি, হীন-প্রভ হয়ে পশ্চিমাকাশে লুক্কায়িত হবে। মনুষ্যের অবস্থাও ঐরূপ পরিবর্ত্তনশীল, রম্যতা, তেজস্বিতা কিছুই স্থায়ী নয়, সকল অবস্থারই সায়াহ্ন আছে, অতি দীপ্তির পরে তমসা দেখা দেয়।

মু, পত্নী। দেব! এ সব প্রত্যক্ষ দেখেও, মানব কেন শমনের স্মরণাপন্ন হয়েও, এই ক্ষণস্থায়ী দেহের সুখের জন্য লালায়িত হয়?

সার। পতিব্রতে! বার্দ্ধক্যে মনুষ্যের বুদ্ধি দ্বিপথগামিনী হয়, এক আধ্যাত্মিক, দ্বিতীয় দৈহিক; কেহ আমার ইহজীবনের কার্য্য ফুরাইয়াছে বলে, আত্মার সদ্গতি করি এই ভেবে সেই সর্ব্বশক্তি-মান পরমেশ্বরের চরণে বিলীন করবার প্রয়াস করে, কেহবা

দেহই সর্ব্বস্ব জ্ঞান করে এই অস্থিমাংসক্লেদের চেষ্টাতেই ব্যাকুল হয়। ভগবান শঙ্করাচার্য্য বলেছেন—

"বার্দ্ধক্যে বুদ্ধিহীনঃ কৃতবিবশতনুঃ শ্বাসকাশাতিসারৈঃ
ঘ্রাণশ্রোত্রাক্ষিনাশো বিগলিতদশনঃ ক্ষুৎপিপাসার্দ্দিতশ্চ।
পশ্চাত্তাপেন দগ্ধো মরণমনুদিনং ধ্যেয়মাত্রং ন চান্যৎ
ক্ষন্তব্যো মেঽপরাধঃ প্রকটিতবদনে কামরূপে করালে॥"

কিন্তু অবশেষে সকলেই দগ্ধ হয়।

(রাজা, বলবন্ত ও শান্তার প্রবেশ)

রাজা। মুনিবর! মহাপাতকীর কি আপনাকে প্রণাম করবার অধিকার আছে!

সার। একি, একি, মহারাজ জয়সেন যে! এ ব্রাহ্মণের তপোবনে আপনার অভ্যুত্থান বড়ই আনন্দের বিষয়।

রাজা। দেব, আনন্দ আমার নিকট হ'তে চিরবিদায় নিয়েছে! প্রভো, আমি মহাপাতকী পুত্রঘাতী! যে বৃদ্ধ বয়সে ইন্দ্রিয়লালসায় উন্মত্ত হয়ে আপনার পুত্রের প্রাণ নাশ করে, তার প্রায়শ্চিত্ত কি? আমি দ্বিতীয় দারপরিগ্রহ করে রূপলালসায় অন্ধ হয়ে আপনার পুত্রের প্রাণনাশ করেছি; আজ্ঞা করুন, কিরূপ মৃত্যু আমার পক্ষে বিধেয়!

সার। মহারাজ, আমরা সংসারত্যাগী অথচ সংসারে সংশ্লিষ্ট, সর্ব্বলোকের হিতকামনাই আমাদের প্রধান তপ, বৃত্তিলোভী ধৌম্য পুরোহিত যেদিন আপনার আবার দ্বিতীয়বার বিবাহ সংঘটন করেছেন, সেইদিন থেকেই আমি আপনার জন্য বিশেষ চিন্তিত আছি; কিন্তু মৃত্যু আপনার পাপের প্রায়শ্চিত্ত নয়, বরং স্বেচ্ছা মৃত্যু পাপের ভার গুরুতর করে। বড়ই

মহান্ বংশে আপনি জন্মগ্রহণ করেছেন, তা'ই নিজকৃত পাপ অনুভব করে অনুতপ্ত হয়েছেন। শাস্ত্রে আছে—

"খ্যাপনেনানুতাপেন তপসাধ্যয়নেন চ।
পাপকৃৎ মুচ্যতে পাপাৎ দানেন চ দমেন চ॥"

নেপথ্যে বিজয়। কোথায় ভাই, কোথায় ভাই! কোথায় বসন!

রাজা। একি! একি! কি শুনি! কি শুনি! তা'রই কণ্ঠস্বর না! মুনিবর, এ কি ইন্দ্রজাল করছেন! যা'রা নাই, যা'দের আমি পৃথিবী হ'তে নির্দ্দয় বিদায় দিয়েছি, তা'দের কণ্ঠস্বর আপনার এ শান্তিময় তপোবনে আমি কেন শুনছি!

সার। মহারাজ, স্থির হ'ন, আমি কোন ইন্দ্রজাল করিনি, কে এ কাতর রোদনধ্বনি কচ্ছে, আমি কিছুই বুঝতে পাচ্ছিনি।

(বিজয়ের প্রবেশ)

বিজয়। এইতো তপোবন, এইতো মুনির আশ্রম; মুনিবর, আমার ভাই কৈ, আমার বসন ভাই কৈ! আমি স্বপ্নে দেখেছি, বসন ভাই আমার, আপনার আশ্রমে আছে, আমায় রাজহস্তী শুঁড়ে করে তুলে নিয়ে গিয়েছিল, রাজমুকুট আমার মাথায় দিচ্ছিল; কিন্তু মুনিবর, আমি বসন হারা হয়ে কি রাজ্য নিতে পারি! আমি পালিয়ে এসেছি, লুকিয়ে এসেছি, আমি স্বপ্নে দেখেছি, ভাই আমার আপনার আশ্রয়ে আছে!

শান্তা। বিজয়! বিজয়! ভাই, ভাই! তোকে দেখলেম বসন আমার কৈ!

রাজা। বিজয়, বিজয়, আমার বিজয়! তোর অপরাধী পিতা, মহাপাতকী পিতা! সব ভুলে কি তা'র কোলে আয়

আসতে পারিস্! আমি সব জেনেছি, সব বুঝেছি, তোদের গর্ভধারিণীর স্থানে বসিয়ে আমি যে কালসাপিনীকে হৃদয়ে ধারণ করেছিলেম, সেই পিশাচিনী সমস্ত সত্য কথা নিজমুখে ব্যক্ত করেছে, অনুতাপে দগ্ধ হয়ে সেও আর এ জগতে নাই, আমার এখন কেউ নাই, কেউ নাই!

বিজয়। বাবা, বাবা, মা আমার নাই! হঠাৎ মতিভ্রম হয়ে যা বলুন, তিনি আমার মা, তিনি আমার মা, আমি আবার মাতৃহীন হলেম! আপনি আমায় আদর করে নিতে এসেছেন, মাতার স্নেহময় কোলে আর আমি স্থান পাবনা!

রাজা। একটী পেলুম আর একটী কৈ! একটী পেলুম আর একটী কৈ!

সার। মহারাজ, আপনার ভাব দেখে বোধ হচ্ছে, যে নিজমুখে পাপ ব্যক্ত করে অনুতাপের দ্বারা আপনি সর্ব্বকঠোর প্রায়শ্চিত্ত করেছেন, জগদীশ্বর যদি—

(বসন্তের প্রবেশ)

বসন্ত। মুনি দাদা, মুনি দাদা, আমি কেমন ভাল ভাল দ্রব্য এনেছি দেখ। ও কে, ও কে, দাদা না! বিজয় দাদা, বিজয় দাদা!

বিজয়। বসন, বসন, ভাই, ভাই!

শান্তা। ওরে বসন, আমায় দেখতে পাচ্ছিসনি! বুড়ী যে তোর জন্যে কেঁদে কেঁদে চক্ষু দুটী হারিয়েছে! বড়রাণীর হাতে হাতে সঁপা ধন তোরা, আয় ভাই, আমার কোলে আয়!

রাজা। বসনরে বাপ! মহাপাতকী বলে কি বাপকে দেখতে পাচ্ছিসনি!

বসন। বাবা, বাবা!

বিজয়। বাবা, বাবা, আপনি চরণের ধূলি দিন, আপনাকে আমরা ভুলবো! যাঁ হ'তে পৃথিবী দেখেছি তাঁকে ভুলবো! বিজয়গড়ের রাজকন্যাকে আমার সঙ্গে বিবাহ দিয়ে কাল সেই রাজ্যের আমায় অধীশ্বর করবে, কিন্তু আমার প্রাণ কোথায়! যেথায় আমার পূজ্যপাদ পিতা আছেন সেথায়! যেথায় আমার প্রাণের ভাই বসন আছে সেথায়! যেথায় আমার জননীস্বরূপা শান্তাদিদি আছে সেথায়! স্বপ্নে দেখলেম যে, ভাই আমার মুনি-বরের তপোবনে আছে, কা'কেও না বলে আমি একলা ছুটে এসেছি, স্বপ্ন সফল হয়েছে, ভাইকে আমার পেয়েছি! বসনরে, বসনরে!

বসন। দাদা, দাদা, তুমি কোথা গিয়েছিলে!

রাজা। যে যেথায় যাক্, আমি মহাপাতকী আমার হারা-ধন পেয়েছি এই যথেষ্ট! বাবা বিজয়! বাবা বসন! বাপ বলে যদি মার্জ্জনা করিস তবে আমার কোলে আয়!

শান্তা। বড়রাণী আমার হাতে হাতে সঁপে দিয়ে গিয়ে-ছিলেন, এই অভাগিনীকে ভুলিসনি! বাছারা, আমার কাছে একবার আয়!

বল। বিজয়, বসন, তোদের না আমি কাটবার জন্য তলোয়ার তুলেছিলেম!

বিজয়। গুরুদেব আপনিই তো আমাদের প্রাণদাতা!

বল। চোপ্‌রাও! মহারাজ রাগ করবেন!

রাজা। বলবন্ত ক্ষান্ত হও, আমার যথেষ্ট শাস্তি হয়েছে!

সার। মহারাজ, চলুন, আজ শুভ দিন, বিজয়কে